কামেয়োল-মোবতাদেয়িন

ফি-রদ্দে

ছেয়ানতল-মো'মেনিন

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী

আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্‌ শাহ্‌ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(প্রথম মুদ্রণ ১৩২১, দ্বিতীয় মুদ্রণ সন ১৪২১)

মূল্য- ৮০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله
محمد و اله وصحبه اجمعين

কামেয়ো'ল- মোবতাদেয়িন
ফি রদ্দে
ছেয়ানতল-মো'মেনিন

তৃতীয় ভাগ

ছেয়ানত, ১০৮ পৃষ্ঠা।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ মরহুম 'মোয়াত্তার সারা মোছাফ্যা' কেতাবে লিখিতেছেন;—"এমাম মালেক সাহেবের মোয়াত্তাই এমাম মোহাম্মদের মবছুত ইত্যাদি ফেকার পুঁজি মূলধন বা মূল ভিত্তি, নচেৎ এমাম আবু হানিফা (রঃ) সাহেব হইতে তিনি যে আছার রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাতে ফেকার সমগ্র মসলা কুলাইয়া উঠে না।

ধোঃ ভঃ।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) বহু সহস্র হাদিস অবগত হইয়া কোরাণ, হাদিসের স্পষ্টাংশ ও অস্পষ্টাংশ (এজমা ও কেয়াস) হইতে ৮৩ সহস্র মসলা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ৭০ সহস্রের অধিক হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। জয়লে-জওয়াহেরে মজিয়া, ২/৪৭৪/৯৬।

এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদ সেই মসলাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কাজেই এমাম মোহাম্মদের ফেকহের পুঁজি এমাম আবু হানিফা সাহেবের প্রকাশিত কোরাণ ও হাদিস তত্ত্ব। এমাম মোহাম্মদ এমাম আজমের সনদে কেবল কেতাবোল আছারে ৮৯৩টী হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে যদি প্রমাণ হয় যে, তিনি উক্ত কেতাবে লিখিত হাদিস ভিন্ন আর কিছু শিক্ষা করেন নাই বা জানিতে পারেন নাই, তবে আমরা বলি যে, এমাম বোখারি, মোসলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি মাত্র ৪ সহস্র করিয়া হাদিস জানিতেন, যেহেতু তাঁহারা উক্ত পরিমাণ হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাদের কয়েক লক্ষ হাদিস অবগত থাকার জন্য লেখক যে প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন, আমরাও এমাম মোহাম্মদ যে এমাম আবু হানিফা হইতে বহু সহস্র হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপ্রমাণার্থে সেই প্রমাণ প্রয়োগ করিব।

এমাম মোহাম্মদ এমাম মালেকের নিকট মোয়াত্তা শিক্ষা করিয়া স্বীয় মোয়াত্তা কেতাবে মদিনা ও কুফাবাসিদের মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া কুফাবাসিদের মজহাবকে প্রবল সাব্যস্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি মোয়াত্তা শিক্ষা করার পূর্ব্বেই হানাফি মজহাবের মসলাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কাজেই মোয়াত্তা হানাফি ফেকহের পুঁজি হইতে পারে না। তাঁহারা ৮৩ সহস্র মসলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর মোয়াত্তা কেতাবে যে পরিমাণ হাদিস আছে, যদি তৎসমুদয়কে হানাফি মজহাবের মসলাগুলির সহিত তুলনা করা যায়, তবে মোয়াত্তার হাদিসগুলি হানাফি মজহাবের মসলাগুলির ৪০ ভাগের একভাগ হইতে পারে না, তবে মোয়াত্তা কিরূপে তৎসমস্তের মূল হইবে? বরং আমরা স্পষ্ট ভাবে বলিতে পারি যে, সেহাহ্‌ছেত্তার যাবতীয় হাদিস হানাফি মজহাবের মসলাগুলির ২৫ ভাগের এক ভাগ হইতে পারে না, যদি কেহ হানাফি মজহাবের যাবতীয় মসলার দলীল অবগত হইতে চাহেন, তবে তাহাকে অন্ততঃ ৮০ বা ৯০ খণ্ড হাদিসের কেতাব পাঠ করিতে হইবে। যাহারা এবনোল-হোমামের ফৎহোল-কদির পাঠ করিয়াছেন, তাহারা এই কথার সত্য বুঝিতে পারিবেন।

উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশ হইল যে, সেহাহ্ লেখক মোহাদ্দেছগণ অপেক্ষা হাদিস তত্ত্বে এমাম আজমের অধিকতর অধিকার ছিল।

এমাম মালেকের মজহাবের যাবতীয় মস্লার প্রমান মোয়াত্তা কেতাবে নাই, এমাম বোখারির যাবতীয় মতের প্রমাণ সহিহ্ বোখারিতে নাই, আবার কেহ কেহ এমাম বোখারি ও এমাম মালেককে হাদিস ও ফেক্‌হ তত্ত্বে তুল্য ধারণা করিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, মোয়াত্তা ও সহিহ্ বোখারিতে যে হাদিসগুলি আছে, তৎসমুদয় উক্ত এমামদ্বয়ের মজহাবের পক্ষে ফুলাইয়া উঠে না, এক্ষণে উক্ত এমামদ্বয়ের এল্‌মের পুঁজি সঙ্কীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয় কিনা? যদি না হয়, তবে এমাম আবু হানিফার বিদ্যার পুঁজি সঙ্কীর্ণ হইবে কেন?

সহিহ্ বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি যাবতীয় সেহাহ্ ছেত্তার কেতাবে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাতের সম্পূর্ণ মসলা নাই, কাজেই এক্ষেত্রে কি বলা যাইবে যে, উক্ত মোহাদ্দেছগণের এল্‌মের পুঁজি সঙ্কীর্ণ ছিল? শরিয়তের মসলা সমূহের জন্য তাঁহাদের কেতাবগুলি যথেষ্ট নহে? যদি একজনের নিকট হাদিস শিক্ষা করিলেই তাঁহার এল্‌মের পুঁজি সঙ্কীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে আমরা বলিতে পারি যে, এমাম শাফিয়ি, আহমদ, বোখারি, মোস্‌লেম, মোয়াত্তা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের মজহাবের পুঁজি মোয়াত্তাই ছিল এবং তাঁহাদের এল্‌মের পুঁজিও সঙ্কীর্ণ ছিল। উপরোক্ত বিবরণে মজহাব বিদ্বেষী লেখকের দাবি একেবারে বাতীল প্রমাণিত হইল।

ছেয়ানত, ১০৮ পৃষ্ঠা।

"এমাম আবু হানিফা সাহেব যদি হাদিস বিদ্যায় সমুদ্র ছিলেন, তবে এমাম মহম্মদ সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যান্য এমামগণের নিকট বিশেষতঃ মদিনার এমাম মালেক (র) সাহেবের নিকট তিন বৎসর ধরিয়া পড়িতে গেলেন কেন? ইহাতে জানা যাইতেছে যে, অন্যান্য এমামগণের তুলনায়

হাদিসে এমাম আজমের অধিকার কম ছিল। আর এমাম মহম্মদ সাহেব যে, কেবল আবু হানিফা সাহেবকে ধরিয়া ও অন্যান্য এমামগণের চরণে শরণ না লইয়া এমামত্ব লাভ করেন নাই এস্থলে তাহাও ভালরূপ প্রকাশ পাইতেছে।”

ধোকাভঞ্জন

এমাম মোস্‌লেম তেরমজি ও নাসায়ি এমাম বোখারির শিষ্যছিলেন, কিন্তু এমাম মোস্‌লেম অন্যান্য এমামগণের হাদিস সমূহে আপন কেতাবখানি পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারির একটী হাদিসও সহিহ্‌ মোসলেমে বর্ণনা করেন নাই। এমাম তেরমজি অন্যান্য এমামগণের বহু হাদিস আপন হাদিসের কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারির মাত্র কয়েকটী হাদিস উহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম নাসায়ি ও এমাম বোখারির দুই একটি হাদিস ভিন্ন আপন হাদিসের কেতাবে বর্ণনা করেন নাই। — তহজিবঃ, ৯/৪৭/৫৫।

এমাম তেরমজি, এমাম মোস্‌লেমের কেবল একটি হাদিস আপন হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। — তহজিবঃ, ১০/১২৬।

এমাম আবু দাউদ, এমাম নাসায়ির শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত এমাম প্রথমোক্ত এমামের মাত্র কয়েকটী হাদিস আপন কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম তাহাবি ও তেবরানি, এমাম নাসায়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত এমামদ্বয় এমাম নাসায়ি ব্যতীত অন্য বহু এমামের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।

এমাম আহমদ মরুজি ও হায়ছমেশামি এমাম তেরমজির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়ে এমাম তেরমজি ব্যতীত অন্য বহু এমামের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। — একমাল।

এক্ষণে লেখক প্রবরের ধোকাপূর্ণ মতানুযায়ী বলাযাইতে পারে যে, যদি এমাম বোখারি, মোস্‌লেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি প্রভৃতি

মোহাদ্দেছগণ হাদিস বিদ্যায় সমুদ্র হইতেন, তবে তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যান্য এমামগণের নিকট কয়েক বৎসর ধরিয়া হাদিস শিক্ষা করিলেন কেন? লেখকের মতানুযায়ী ইহা বলা যহিতে পারে যে, অন্যান্য এমামগণের তুলনায় হাদিস তত্ত্বে এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের অধিকার কম ছিল। আরও এমাম শাফিয়ি এমাম মালেকের নিকট হাদিস শিক্ষা করার পরে এমাম মোহাম্মদের নিকট এল্‌ম্ শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। এমাম আহমদ এমাম শাফিয়ির নিকট এল্‌ম্ শিক্ষা করার পরে এমাম আবু ইউছফের নিকট হাদিস শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। —তাজকেরা, ১/৪৯০/৩২৯। এবনে খলদুন, ১/৪৯০/৪৯১।

ইহাতে লেখকের প্রস্তাবানুসারে প্রমাণিত হয় যে, হাদিস ও কোরাণ তত্ত্বে এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ অপেক্ষা এমাম মালেক ও শাফিয়ির অধিকার কম ছিল। আরও এমাম শাফিয়ি ও আহমদ কেবল মক্কা, মদিনা, শাম ও মিসরের মোহাদ্দেসগণকে ধরিয়া ও এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের চরণে শরণ না লইয়া এমামত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

আরও মক্কি বেনে এবরাহিম, অকি বেনেল যার্রাহ, আবদুল্লাহ্ বেনেল মোবারক, এজিদ বেনে হারুণ, আবদুর রাজ্জাক, ইসা বেনে ইউনছ, এজিদ বেনে জোরায়, আবু ইউছফ, মোহাম্মদ আবদুর রহমান মকরি, আবু নইম ও আবু আছেম এমাম আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন।
— তহজিব, ১০/৪৪৯। তহজিবোল-আস্‌মা, ৬৯৮। তাজকেরা, ১/৩৩২।

১। মক্কি বেনে এবরাহিম, ইনি এমাম বোখারি, আহমদ ও এহইয়া বেনে মইনের শিক্ষক ছিলেন।— তাজকেরা, ১/৩৩২। একমাল, ৪২।

২। অকি বেনেল যার্রাহ, ইনি আলি বেনে মদিনি, আহমদ, এহ্ইয়া বেনে মইন, ইস্‌হাক এবনে আবি শায়বার শিক্ষক ছিলেন।— তাজকেরা, ১/২৮২। তহজিব, ১১/১২৪।

৩। আবদুল্লাহ্ বেনেল মোবারক, ইনি আবদুর রহমান বেনেল মেহদি, এহ্ইয়া বেনে মইন, এবনে ওয়ায়না, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান,

ইস্হাক, আহমদ বেনে মনি' ও আবুবকর বেনে আবি শায়বার শিক্ষক ছিলেন। — তাজ ১/২৫০/ তহজিব, ৫/৩৮৩/৩৮৪।

৪। এজিদ বেনে হারুণ, ইনি এমাম আহমদ, এবনে মদিনি, ইস্হাক, এবনে মইন ও আবুবকর বেনে আবি শায়বার শিক্ষক ছিলেন। — তাজকেরা, ১/২৯২। তহজিব, ১১/৩৬৬।

৫। আবদুর রাজ্জাক, ইনি এমাম আহমদ, ইস্হাক, আলি মদিনি, এবনে মইন ও আহমদ বেনে ছালেহের শিক্ষক ছিলেন।— তাজকেরা, ৩/৩৩১। তহজিব, ৬/৩৩১।

৬। ইসা বেনে ইউনছ, তিনি হাম্মাদ বেনে ছালমা, ইস্হাক এবনে মদিনি, ও এবনে আবি শায়বার শিক্ষক ছিলেন।— তাজকেরা, ১/২৫৪। তহজিব, ৮/২৩৭।

৭। এজিদ বেনে জোরায়, ইনি আবদুর রহমান বেনে মেহ্দি, আলি বেনে মদিনি ও এহ্ইয়া বেনে এহ্ইয়া নায়সাপুরির শিক্ষক ছিলেন। তাজকেরা,১/২৩২। তহজিব, ১১/৩২৫/৩২৬।

৮। আবদুর রহমান মকরি, এনি এমাম বোখারি, আহমদ ও ইস্হাকের শিক্ষক ছিলেন। — তাজকেরা, ১/৩৩৪।

৯। আবু নইম, ফজল বেনে দোকাএন, ইনি এমাম বোখারি, এবনে আবি শায়বা, ইস্হাক, আহমদ, এহইয়া বেনে মইন, আবু হাতেম, আবু জোরয়া ও দারমির শিক্ষক ছিলেন।— তাজকেরা, ১/৩৩৮/৩৩৯। তহজিব, ৮/১৭১।

১০। আবু আছেম জোহাক, ইনি এমাম আহমদ, ইস্হাক, আলি মদিনি, দারমি ও বোখারির শিক্ষক ছিলেন। — তাজকেরা, ১/৩৩৩। তহজিব, ৪/৪৫১।

১১। আবু ইউছফ, ইনি আহমদ ও এহইয়া বেনে মইনের শিক্ষক ছিলেন। —তারিখে এবনে খালকান, ২/৩০৩।

১২। মোহাম্মদ বেনে হাছান, ইনি এমাম শাফিয়ির শিক্ষক ছিলেন, তারিখে এবনে খলদুন, ১/৩৭৪, তাজকেরা, ১২৯, কেতাবোল-আনছাব, ৩৪২।

এমাম বোখারি; মক্কি বেনে এবরাহিম, আবদুর রহমান মকরি, আবু নইম ও আবু আছেমের শিষ্য, আর তাঁহারা এমাম আবু হানিফার শিষ্য।

এমাম আহমদ, এহইয়া বেনে মইন, ইসহাক, আলি মদিনি, আবুবকর বেনে আবি শায়বা ও এহ্ইয়া নায়াসাপুরি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এমাম আজমের শিষ্যের শিষ্য। তাঁহারা এমাম বোখারি, মোসলেম ও আবু দাউদের শিক্ষক। আবার আবু দাউদ, বোখারি ও মোসলেম, এমাম তেরমজি ও নাসায়িির শিক্ষক।

এক্ষণে লেখকের প্রস্তাবিত সূত্রানুসারে বেশ বলা যাইতে পারে যে, যদি সেহাহ্ লেখক মোহাদ্দেছগণ মক্কা, মদিনা, শাম, জাজিরা ইত্যাদি স্থানের মোহাদ্দেছগণকে ধরিয়া এমাম হইতে পারিতেন, তবে এমাম আজমের শিষ্য বা প্রশিষ্যগণের চরণে শরণ লইতেন না।

উপরোক্ত বিবরণে লেখকের দাবির অসারতা প্রকাশ হইয়া পড়িল ও তাঁহার ধোকার জাল ছিন্ন হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ২২ পৃঃ।

"এমাম মালেক, শাফিয়ি ও আহমদ হাম্বল সাহেবগণ যদি আপন আপন পূর্ব্ববর্ত্তী এমামের মজহাবকে সর্ব্বতোভাবে কোরাণ হাদিস এবং সাহাবার তরিকা অনুযায়ী বলিয়া বুঝিতেন, তবে তাহাই ধরিতেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র মজহাব হইত না।

৯৮ পৃঃ।

"এমাম সাহেব যদি কোরাণ হাদিসের বিপরীতে কথা বলেন নাই, তবে পনর আনা তিন পাই হানাফি বহু স্থলে এমাম সাহেবের কথা ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন?

৯৯ পৃঃ।

তাঁহাদের সমস্ত মসলা যদি সর্ব্বতোভাবে কোরাণ হাদিস, সাহাবার ক্রীয়া কলাপ ও মত এবং সহি হাদিস অনুযায়ী ছিল, তবে এমাম মালেক, এমাম শাফিয়ি, এমাম আহমদ হাম্বল সাহেব তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ মজহাবে চলিলেন কেন? এমাম সাহেবের শিষ্যগণই বা বহু স্থলে তাঁহার মজহাব ছাড়িয়া আপন আপন মজহাবে চলিলেন কেন? আবার পরস্পর একজন অন্যের খেলাফ করিলেন কেন?"

আরও ১১০/১১১ পৃঃ।

ছোন্নত জমাতের যে সমস্ত আলেম ও এমাম, এমাম আবু হানিফা সাহেবের অনেক আকিদা ও মসলায় দোষ ধরিয়াছেন, তাহাতে এয়তেরাজ বা দ্বিরুক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথা;— এবনে ওয়ায়না........"

তৎপরে লেখক ৬৬ জন বিদ্বানের নামোল্লেখ করিয়াছেন।"

ধোকা ভঞ্জন

শাহ অলিউল্লাহ মরহুম 'এনসাফ' কেতাবের ৯ পৃষ্ঠায় ও 'হোজ্জাতোল্লাহেল বালেগা' কেতাবের ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"সাহাবাগণ পৃথক পৃথক শহরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক এক অঞ্চলের এমাম হইয়াছিলেন, বহু ঘটনা সংঘটিত ও মস্‌লা মাসায়েল উপস্থিত হইতে লগিল, তাঁহারা তৎসমস্তের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহারা প্রত্যেকে যেরূপ (কোরাণ হাদিস) স্মরণ রাখিতেন কিম্বা (কোরাণ হাদিস) হইতে আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থা বিধান করিতে লাগিলেন, অভাব পক্ষে নিজ রায় দ্বারা এজতেহাদ করিতেন এবং হজরত রসুলে খোদা (সাঃ) যে কারণটী লক্ষ করতঃ স্পষ্ট হুকুমগুলিতে ব্যবস্থা প্রদান করিতেন, সেই কারণটী অবগত হইতেন, তৎপরে যে কোন স্থানে উহা পাইতেন, সেইরূপ ব্যবস্থা বিধান করিতেন এবং হজরতের উদ্দেশ্য সমর্থনে ক্রটী করিতেন না, সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল।"

আরও এনসাফ, ১৬ — ১৯ ও হোজ্জাত, ১১৪/১১৫।

"মূল কথা এই যে, হজরতের সাহাবাগণের মজহাব ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাবিয়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেকে ঐরূপ যথাসাধ্য উক্ত সাহাবাগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, হজরতের হাদিস ও সাহাবাগণের মজহাব স্মরণ করিয়া, তৎসমুদয়ের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন, যথাসাধ্য ভিন্ন ভিন্ন হাদিস ও মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করিলেন কিম্বা কোন মত অপেক্ষা কোন মতকে প্রবলতর (অধিকতর যুক্তিযুক্ত) ধারণা করিলেন।

সেই সময় তাবিয়ি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বিদ্বানের পৃথক পৃথক মজহাব হইল এবং প্রত্যেক শহরে এক একজন এমাম নিয়োজিত হইলেন, যথা, — সইদ বেনে মোছাইয়েব, ছালেম বেনে আবদুল্লাহ, জুহ্‌রি, কাজি এহ্‌ইয়া বেনে ছইদ, রাবিয়া বেনে আবদুর রহমান মদিনা শরিফের, এবরাহিম নখ্‌য়ি ও শা'বি কুফার, হাসান বাসারি বাসোরার, তাউজ বেনে কয়ছান ইমনের ও মকহুল শামের এমাম হইয়াছিলেন।"

ইহাতে জ্বলন্ত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা ও তাবিয়িগণের পৃথক পৃথক মজহাব ছিল।

এবনে খলদুন, ১/৪৮৮।

"প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ উক্ত দলীল সমূহ হইতে আহকাম প্রকাশ করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, মতভেদ হওয়াও অনিবার্য্য ছিল, কেননা ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, অধিকাংশ দলীল কোরাণ ও হাদিস হইতে (গৃহীত) হয়, উহা আরবি ভাষায় (লিখিত), উহার শব্দ সমূহ বহু অর্থবাচক হওয়ার জন্য তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আরও হাদিসের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রণালী আছে। অনেক ক্ষেত্রে উহার হুকুম একটী অপরের বিপরীত, এজন্য প্রকৃত হুকুম নির্ব্বাচন করার আবশ্যক হয়, উক্ত নির্ব্বাচনের প্রণালীও পৃথক পৃথক। আরও কোরাণ, হাদিস ভিন্ন অন্যান্য দলীলে মতভেদ রহিয়াছে। আরও নব নব ঘটনাবলীর ব্যবস্থার জন্য কোরাণ হাদিস যথেষ্ট নহে। যে ঘটনার ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে কোরাণ হাদিসে

উল্লিখিত নাই, তত্তুল্য স্পষ্ট উল্লিখিত কোন ঘটনার নজিরে এই ঘটনার ব্যবস্থা দেওয়া হইবে। এই সমূহ কারণে ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়া অনিবার্য্য, এই হেতু সাহাবা, তাবিয়ি ও তৎপরবর্ত্তী এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে।"

মাওলানা শাহ্ ইসহাক দেহলবি মরহুম 'মেয়াতে-মাসায়েল' কেতাবের ৭৭/৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"সাহাবাগণের মতভেদ হওয়ার জন্য চারি মজহাবে ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে, সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসরণ করিতে এই হাদিস উত্তীর্ণ হইয়াছে, যথা;— "হজরত বলিয়াছেন, আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রমালার তুল্য, তোমরা তাঁহাদের মধ্যে যে কোন একজনার অনুসরণ করিবে, সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে।"

(২) কিম্বা কেয়াসের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় চারি মজহাবে ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে। কোরাণ, হাদিস হইতে কেয়াসে শরিয়তের দলীল হওয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে কেয়াসের অনুসরণ করিলে, কোরাণ হাদিসের অনুসরণ করা হইবে।

(৩) অথবা হাদিসের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দুই প্রকার মর্ম্ম হওয়ার জন্য চারি মজহাবে ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে, কেহ হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর কেহ বা হাদিসের অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সহিহ্ বোখারি ও মোস্‌লেমে উল্লেখ আছে যে, জনাব হজরত নবি (সাঃ) যে সময় লোকদিগকে 'বেনি কোরায়জা'র দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন, কেহ যেন বেনি-কোরায়জা ব্যতীত আছরের নামাজ পাঠ না করেন। কোন কোন লোক পথে আছরের নামাজ পড়িলেন; কেননা তাঁহারা যেন গমন করিতে বিলম্ব না করেন, ইহাই হজরতের উদ্দেশ্য ছিল, আর তাঁহারা যে নামাজ নষ্ট করিবেন, ইহা হজরতের উদ্দেশ্য ছিল না। কোন কোন লোক হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ না বেনি কোরায়জায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ পথিমধ্যে নামাজ পড়িলেন না। জনাব হজরত, ইহা (ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য) শ্রবণ করিয়া এনকার করেন নাই, ইহাতে উভয়

প্রকার কার্য্যের জায়েজ হওয়া সপ্রমাণিত হয়, এইরূপ চারি মজহাবের ভিন্ন ভিন্ন মত বুঝিতে হইবে।"

এনসাফ, ৯০ পৃঃ।

"সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণের মধ্যে একদল (নামাজে) বিছ্মিল্লাহ্ পড়িতেন, আর একদল বিছ্মিল্লাহ্ পড়িতেন না, একদল উচ্চস্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িতেন, আর একদল উহা উচ্চস্বরে পড়িতেন না, একদল ফজরে কনুত পড়িতেন, আর একদল উহা পড়িতেন না, একদল সিঙ্গি লাগান, নাসিকার রক্ত বাহির হওয়া ও বমন করার জন্য ওজু করিতেন, আর একদল ওজু করিতেন না, একদল লিঙ্গ স্পর্শ ও কামভাবে স্ত্রীলোক স্পর্শ করার জন্য ওজু করিতেন, আর একদল ওজু করিতেন না, একদল অগ্নি পরিপক্ক বস্তু ভক্ষন করিয়া ওজু করিতেন, আর আর একদল উহাতে ওজু করিতেন না, একদল উটের মাংস ভক্ষণ করিয়া ওজু করিতেন, আর একদল উহাতে ওজু করিতেন না, ইহা সত্ত্বেও একদল অন্য দলের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেন।

এনসাফ, ১০/১১

১। "সাহাবাগণের মধ্যে কেহ্ একটী হাদিসকে সহিহ্ ধারণা করিতেন, অন্য কেহ্ বাতীল ধারণা করিয়া রদ করিতেন, যথা;—যথা ফাতেমা বেন্তে কয়েছের হাদিসটী (হজরত) ওমার ও আএশা রদ করিয়াছিলেন, (কিন্তু হজরত এবনে আব্বাস উহা গ্রহণ করিয়া ছিলেন, নাবাবি লিখিত সহিহ্ মোস্লেমের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২। তাঁহাদের মধ্যে কেহ একটী কার্য্য সুন্নত বলিতেন, অপরে উহা মোবাহ্ বলিতেন, যথা;— হজ্জ করার সময় 'আবতাহা' নামক স্থানে অবতরণ করাকে (হজরত) আবু- হোরায়রা ও এবনে ওমার (রা) সুন্নত বলিতেন, পক্ষান্তরে (হজরত) আএশা ও এবনে আব্বাস (রা) সুন্নত বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

৩। তাঁহাদের মধ্যে কেহবা একটী কর্য্যকে মনসুখ ধারণা স্বীকার

করিয়াছেন, অপরে উহা মনসুখ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যথা,— হজরত নবি করিম (সাঃ) কেবলাকে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া মল মুত্র ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া পুনরায় তিনি উহা করিয়াছিলেন, সেই জন্য কোন কোন সাহাবা প্রথম কার্য্যটী মনসুখ বলিয়াছেন, কেহবা অন্য প্রকার সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"

সহিহ্ বোখারি, ৩/৬৫।

সাহাবাগণের মধ্যে কেহ কেহ একটী আয়তকে মনসুখ বলিয়াছেন কেহবা উহা মনসুখ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, যথা— ফিদ্‌ইয়ার আয়তকে হজরত এবনে ওমার ও ছালমা (রা) মনসুখ বলিয়াছেন, কিন্তু হজরত এবনে আব্বাস উহা মনসুখ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

সহিহ্ বোখারির টীকা, আয়নি, ৪/৭১২ পৃঃ।

"(অধিকাংশ) বিদ্বানের মতে হজ্জ কালে কোরবাণির উটের পৃষ্ঠের ডাহিন পার্শ্বে আহত করিয়া একটু রক্তপাত (এশয়ার) করা সুন্নত। মস্‌নদে এবনে আবি শায়বাতে আছে যে, হজরত আএশা ও এবনে আব্বাস (রা) এশয়ার করা সুন্নত মোস্তাহাব বলিয়া স্বীকার করেন নাই।"

মিজ্জানে শায়া'রানি, ৩৬ পৃঃ।

"সাহাবাগণের মধ্যে ফরুয়াত মস্‌লা মাসাএলে মতভেদ হইয়াছিল তাঁহারা উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একে তাঁহার বিপরীত মর্তধারীর সহিত কলহ করিয়াছেন, শত্রুতা করিয়াছেন বা একে অন্যকে ভ্রমকারী ও ত্রুটীকারী বলিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।"

এমাম তেরমজি "সহিহ্ তেরমজি" কেতাবে শতাধিক মস্‌লায় সাহাবাগণের মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যে সমস্তের বিস্তারিত বিবরণ "তোরদিলোল-মোবতেলিন" কেতাবে লিখিত হইবে।

তাজ্‌কেরা, ১/১২৪।

"(মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ) এহ্ইয়া বেনে ছইদ (আনসারি) বলিয়াছেন, বিদ্বান্‌গণ সহজ মত প্রচারক ছিলেন, সর্ব্বদা ফৎওয়াদাতাগণ মতভেদ করিয়াছেন, একজন এক বস্তুকে হালাল বলিতেন, অপরে (তাহা) হারাম বলিতেন, ইনি তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেন না এবং তিনি উহার উপর দোষারোপ করিতেন না।"

তহজিবোত্তহজিব, ৬/২৭৯।

"এহ্ইয়া (বেনে ছইদ কাত্তান) কুফাবাসিদিগের মতের দিকে রুজু করিতেন, আর আবদুর রহমান বেনে মেহদি কতক হাদিস তত্ত্ববিদ্ ও মদিনাবাসিদিগের দিকে রুজু করিতেন।"

পাঠক, উক্ত এমামদ্বয় মহা মোহাদ্দেছ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের একজন কুফাবাসিদিগের মজহাব ও দ্বিতীয় জন মদিনাবাসীদিগের মজহাব অবলম্বন করিতেন, ইহাতে উভয় মজহাবের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে, নচেৎ তাঁহারা উহা অবলম্বন করিবেন কেন? এক্ষণে উক্ত দুই এমামের অবস্থা কিছু কিছু শ্রবণ করুন। এমাম এহ্ইয়া ছইদ বেনে কাত্তান, এমাম আহমদ, ইস্‌হাক, আলি মদিনি, এবনে মইন, ফাল্লাছ, আবুবকর বেনে আবি শায়বা ও এবনে মেহদীর শিক্ষক ছিলেন। আলি মদিনি বলিয়াছেন, রাবিদিগের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞ (এমাম) এহ্ইয়া কাত্তানের তুল্য দেখি নাই।

(এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, আমি তাঁহার তুল্য চক্ষে দেখি নাই।

(এমাম) এহ্ইয়া, এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদি, অকি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ হইতে শ্রেষ্ঠতম হাফেজ ছিলেন। বোন্দার বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের এমামছিলেন। তিনি টেক লাগাইয়া বসিয়া থাকিতেন, আর আলি মদিনি, আহমদ, এবনে মইন ও ফাল্লাছ ধণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট হাদিস জিজ্ঞাসা করিতেন। ইনিই কুফাবাসিদিগের মজহাব গ্রহণ করিতেন।

তহজিবঃ, ১১/২১৬/২১৭।

এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদি, এমাম আহমদ, ইসহাক, এবনে মদিনি, এবনে মইন ও আবুবকর বেনে আবি শায়বার শিক্ষক ছিলেন। আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আবদুর রহমান বেনে মেহদি শ্রেষ্ঠতম হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। ইনি মদিনাবাসিদিগের মত সমর্থন করিতেন।

মিজানে শায়ারানি, ৩৬।

(খলিফা) হারুণ রসিদ এমাম মালেকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি অনুমতি দিন, আপনি যে কেতাবগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদ্বয় ইসলামের শহর সমূহে প্রচার করিব এবং উম্মতকে উহা গ্রহণ করিতে উত্তেজিত করিব। তখন তিনি বলিলেন, হে আমিরোল মো'মেনিন, বিদ্বান্‌গণের মতভেদ হওয়া খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে এই উম্মতের প্রতি রহমত। প্রত্যেকে তাঁহার নিকট যাহা সহিহ্ হইয়াছে, তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন, প্রত্যেকে সত্য পথে আছেন। প্রত্যেকেই খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের ইচ্ছা করেন। এমাম মালেক অনেক সময় বলিতেন, (খলিফা) হারুণ রসিদ আমার সহিত এই পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, মোয়াত্তা কেতাবকে কা'বাগৃহে টাঙ্গান হইবে এবং লোককে উহার মধ্যে যাহা আছে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে উত্তেজিত করা হইবে, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আপনি এরূপ করিবেন না, কেননা সাহাবাগণ ফরুয়াত মসলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়ছিলেন, শহর সমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রত্যেকে সত্যপথ গামী।"

এমাম তাজদ্দিন সুবকি 'তাবাকাতে কোবরা কেতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে (২৬৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ;—

(১) ইহাই ইসলামের মহাত্মাগণের আকিদা, ইহাই ধর্ম্ম, কর্ণদ্বয়কে উহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

(২) এবং (এমাম) আসয়ারি এই মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি ইহার সহায়তা করিতেন এবং উহাতে ক্রটী করিতেন না। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে সুফল প্রদান করুন।

(৩) এইরূপ তাঁহার অবস্থা নো'মানের (আবুহানিফার) সহিত ছিল, তিনি ইমান সংক্রান্ত বিশ্বাস (আকিদা) সমূহে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

(৪) হে শিষ্য, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা ও এমাম আশয়ারির আকিদা ইমানের (বিশ্বাসের) মূল।

(৫) খোদাতায়ালার শফথ, তাঁহারা উভয়ে সুন্নতের অনুসরণকারী ও আল্লাহতায়ালার পয়গম্বরের পথের অগ্রণী ছিলেন।

(৬) নো'মান (এমাম আবু হানিফা) আশয়ারিকে বেদয়াতি বলেন নাই এবং ইনি (এমাম আশয়ারি) তাঁহাকে বেদয়াতি বলেন নাই, যদি তুমি এতদ্ভিন্ন অন্য ধারনা কর, তবে হিসাবে ভ্রম করিবে।

(৭/৮) যে ব্যক্তি বলিবে যে, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা বেদয়াত মতাবলম্বী ছিলেন, সে ব্যক্তি প্রলাপোক্তিকারী, কিম্বা যে ব্যক্তি ধারণা করিয়াছে যে, নিশ্চয় (এমাম) আশয়ারি বেদয়াতি, অবশ্য সে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করিয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(৯) তাঁহাদের প্রত্যেকে এমাম, নেতা, সুন্নতের অনুসরণকারী ও শয়তানের উপর উলঙ্গ তরবারি ছিলেন।"

আরও ২৬৮ পৃষ্ঠা;—

(১) এইরূপ (এমাম) আবু হানিফা (র) আমার শিক্ষক (এমাম আসয়ারির) সহযোগী ছিলেন, উভয়ের মধ্যে এরূপ মতান্তর নাই যে, (একে অন্যের প্রতি) এনকার করেন।

(২) এইরূপ আহলে রায় (এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন) দল ও হাদিস তত্ত্বজ্ঞদল সত্য আকিদায় এক মতাবলম্বী ছিলেন।"

এমাম মালেক, এমাম শাফিয়ির বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়াছেন, এমাম

রওজায় বাহিয়া, ৭১ পৃঃ।

"(এমাম) আবু হানিফার সহচরগণ, এমাম আশয়ারি ও হাদিস তত্ত্ববিদগণ প্রকৃত আকিদা সম্বন্ধে একমতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের একে অপরকে কাফের বা বেদয়াতি বলেন নাই। মূল মন্তব্য এই যে, আশয়ারি সম্প্রদায়, মাতুরিদি সম্প্রদায় ও হাদিসতত্ত্ববিদগণ সুন্নত জামায়াত ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের কেহ অন্যকে কাফের বা বেদয়াতি বলেন নাই। তাঁহাদের পরস্পরের নিন্দাবাদ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অমুলক। আরও তাঁহাদের প্রধান ও অগ্রগণ্য দলের মধ্যে এরূপ নিন্দুক নাই। অবশ্য নিম্ন শ্রেণীস্থ হিংসুকদিগের দ্বারা ইহা সংঘটিত হইয়াছে যাহাদের কথা ও বর্ণনা অগ্রাহ্য।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রকাশিত হইল যে, সাহাবাগণ, তাবিয়িগণ, তাবা-তাবিয়িগণ, তৎপরবর্তী মোহাদ্দেছগণ সহস্র সহস্র স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতেন, তঁহারা সকলেই সত্যপথে ছিলেন, কেহ অপরকে কাফের বা বেদয়াতি বলিয়া দাবি করেন নাই। যদি একে অন্যের বিপরীত মত ধারণ করিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত বাতীল ও হাদিসের বিপরীত হইয়া যায়, তবে লেখকের এই প্রলাপোক্তি অনুসারে সমস্ত সাহাবা, তাবিয়ি, তাবা-তাবিয়ি ও মোহাদ্দেসের মত বাতীল ও হাদিসের বিরীত হইয়া যাইবে, যেহেতু তাঁহাদের একে অন্যের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছিলেন। আরও উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশিত হইল যে, এমাম আজমের আকিদা প্রকৃত পক্ষে যাবতীয় সুন্নত জামায়াতের আকিদার অনুরূপ ছিল, কাজেই তাঁহার আকিদার দোষ কোন সুন্নত জামায়াত ব্যক্তি ধরিতে পারেন না। লেখক বলিয়াছেন যে, ৬৬ জন আলেম ও এমাম, এমাম আজমের আকিদার দোষ ধরিয়াছেন, ইহা তাঁহার জালছাছি ও মিথ্যা অপবাদ। লেখক যে ৬৬ জন বিদ্বানের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সহস্র স্থলে মতভেদ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদের সকলের মত বাতীল হইবে কি?

শাফিয়ি এমাম আহমদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এমাম আহমদ, এমাম বোখারির বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়াছেন, আওজায়ি ছুফ্‌ইয়ানের বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়াছেন। এমাম ছুফ্‌ইয়ান একবার ব্যতীত রফাইয়াদাএন করিতেন না, এমাম মালেক তাঁহার প্রসিদ্ধমতে রফাইয়াদাএন করিতেন না। এমাম আওজায়ি, শাফিয়ি প্রভৃতি রফাইয়াদাএন করিতেন। এমাম মালেক জাহরিয়া নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠ নিসিদ্ধ বলিয়াছেন। এমাম আহমদ বেনে হাম্বল জাহ্‌রিয়া কিম্বা ছিররিয়া নামাজে ফাতেয়া পাঠ ওয়াজেব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এমাম শাফিয়ি ও বোখারি এমামের ছাক্‌তার সময় সুরা ফাতেহা পাঠ ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন।

এমাম শাফিয়ি ও ইস্‌হাকের মতে পাঁচবার দুগ্ধ পান করায় রাজায়াতের হুকুম সাব্যস্ত হইবে কিন্তু এমাম মালেক, আওজায়ি, আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক ও অকির মতে একবার দুগ্ধ পানে উক্ত হুকুম সাব্যস্ত হইবে। এমাম আহমদ ও ইসহাক বলিয়াছেন যে, একজনার সাক্ষ্যে রাজায়াত সপ্রমাণ হইবে, এমাম শাফিয়ির মতে একজনার সাক্ষ্যে রাজায়াত সপ্রমাণ হইবে না।

এমাম আহমদ ইস্‌হাকের মতে তিন তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরাক পাইবে না। এমাম ছুফ্‌ইয়ানের মতে উক্ত স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরাক পাইবে। এমাম মালেক, লাএছ ও শাফয়ির মতে উক্ত স্ত্রীলোক বাসস্থান পাইবে কিন্তু খোরাক পাইবে না। এমাম শাফিয়ি, আহমদ ও ইস্‌হাকের মতে শরিক ব্যতীত প্রতিবেশীর হক্কে শাফায়া নাই কিন্তু এমাম ছুফ্‌ইয়ান ও আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারকের মতে প্রতিবেশীর হক্কে শাফয়া আছে।

মক্কাবাসিগণ মিনা নামক স্থানে নামাজে কছর করিবেন কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম এবনে জোরাএজ, ছুফ্‌ইয়ান ছওরি, এহ্‌ইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, শাফিয়ি, আহমদ ও ইস্‌হাকের মতে কছর জায়েজ হইবে না, এমাম আওজায়ি মালেক, এবনে ওয়ায়না ও আবদুর রহমান বেনে মেহদির

মতে কছর জায়েজ হইবে।

রোজা রাখিয়া দিবসে সিঙ্গি লাগাইলে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক উহা মকরুহ স্থির করিয়াছেন। এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদী, আহমদ বেনে হাম্বল ও ইসহাক বেনে এবরাহিমের মতে রোজা কাজা করিতে হইবে। এমাম মালেক, ছুফ্ইয়ান ও শাফিয়ির মতে কোন দোষ নাই।

যদি কেহ বলে যে, যদি আমি এইরূপ কার্য্য করি, তবে ইহুদী কিম্বা খ্রীষ্টান হইয়া যাইব, তৎপরে সে ব্যক্তি সেই কার্য্য করিল, তবে কি হইবে? এমাম মালেক, শাফিয়ি এবং আবু ওবাএদ বলিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি মহা গোনাহ্ করিল, উহার কাফ্ফারা দিতে হইবে না। এমাম ছুফ্ইয়ান, আহমদ ও ইসহাকের মতে উহাতে কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে। জমায়াতের সময় একা এক সারিতে দাঁড়াইলে, এমাম অকির মতে নামাজ হইবে না, কিন্তু এমাম হাসান বাসারি, এবনোল মোবারক, আওজায়ি, শাফিয়ি ও মালেকের মতে নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু গোনাহ্গার হইবে। সহিহ্ তেরমজি দ্রষ্টব্য!

এইরূপ লেখক যে ৬৬ জন বিদ্বান্গণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে অন্যের বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়াছেন, কাজেই লেখকের অভিনব মতে তাঁহাদের সকলের মজহাব বাতীল হইবে।

এমাম বোখারি কতকগুলি হাদিস সহিহ বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে এমাম মোসলেম তৎসমুদয় বাতীল বলিয়াছেন। আবার এমাম মোসলেম কতকগুলি হাদিস সহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তৎসমস্ত বাতীল বলিয়াছেন। আবার এমাম আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি উক্ত সাহেবদ্বয়ের বহু হাদিস বাতীল বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে এমাম বোখারি ও মোসলেমের শর্ত্তানুযায়ী উক্ত তিনজন বিদ্বানের বহু হাদিস বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন হয়।—মোকাদ্দমায় নাবাবি, ১১। তওজনিব এবং মোকাদ্দমায় ফৎহোল-বারি দ্রষ্টব্য।

মোহাদ্দেছগণ এমাম বোখারির ৮০ জন রাবিকে ও এমাম

মোসলেমের ১৬০ জন রাবিকে জইফ করিয়াছেন এবং এমাম বোখারির ৮০টী হাদিসের উপর এবং এমাম মোসলেমের ১৩০টী হাদিসের উপর জারাহ করিয়াছেন।—হাশিয়ায় আজহরি, ১৮।

লেখকের প্রলাপোক্তি অনুসারে সেহাহ্ সেত্তার হাদিসগুলি ও এমাম বোখারি, মোস্লেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের মজহাবগুলি বাতীল ও হাদিসের বিপরীত হওয়া প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে আসুন, এমাম বোখারির মজহাব সম্বন্ধে সমালোচনা করুন। তিনি আহমদি ছাপার সহিহ্ বোখারি গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীসঙ্গম কালে মণি বাহির (বীর্য্য স্খলিত) না হইলে গোছল ফরজ হইবে না। দুনিয়ার সহস্রাধিক মোহাদ্দেছ ও ফকিহ্ তাঁহার এই মতের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন।

এমাম বোখারি, আহমদি ছাপার ৫৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"আমর বেনে ময়মুন বলিয়াছেন, আমি জাহিলিয়তের জামানায় একটী বানরকে দেখিয়াছিলাম যে, সেই বানরটী জেনা করিয়াছিল, (এজন্য) কতকগুলি বানর একত্রিত হইয়া উক্ত বানরকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল, আমিও তাঁহাদের সহিত মিলিয়া উহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিলাম।

উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, এমাম বোখারির মতে বানরের প্রতি জেনা করার হুকুম দেওয়া হইবে এবং উহার প্রতি হদ্ জারি করা যহিবে। জগতের সমস্ত মোহাদ্দেছ ও ফকিহ্ এমাম বোখারির এই মতের খেলাফ করিয়াছেন।

ফৎহোল কদির, ২/১৩৩ ও এনায়া গ্রন্থে আছে;— "যে সময় এমাম বোখারি বোখারা দেশে ফৎওয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এমাম আবু হাফ্ছ কবির উক্ত এমাম বোখারিকে ফৎওয়া দেওয়ার অনুপযুক্ত বোধ করিয়া ফৎওয়া দিতে নিষেধ করিয়া দেন, কিন্তু এমাম বোখারি তাঁহার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন। একদিবস এমাম বোখারিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি দুইটী বালক বালিকাকে একটী ছাগী ও গাভীর দুগ্ধ পান

করান হয়, তবে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কয়েক রেশ্‌তা হারাম হইবে কিনা? তখন এমাম বোখারি বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কয়েক রেশ্‌তা হারাম হইবে। ইহাতে বোখারাবাসিগণ তাঁহাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দেন।"

জগতের সমস্ত বিদ্বান্ বোখারির এই মতের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন।

এমাম বোখারি মোয়ানয়ান হাদিস সম্বন্ধে জগতের বিদ্বান্‌গণের খেলাফ করিয়াছেন, এজন্য এমাম মোসলেম তঁহাকে বেদয়াতি বলিয়াছেন। সহিহ্ মোসলেম, ২২/২৪।

এক্ষণে লেখকের মতানুযায়ী এমাম বোখারির মজহাব বাতীল ও তাঁহার মত হাদিসের খেলাফ হওয়া প্রমাণিত হইল।

এমাম আজম কোন হাদিসকে মনসুখ স্থির করিয়াছেন, কোন হাদিসের একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোন হাদিসকে গুপ্ত দোষে দোষান্বিত স্থির করিয়াছেন। তিনি মোজ্‌তাহেদ মোস্তাকেল (স্বাধীন এমাম) ছিলেন, একজন স্বাধীন মোজ্‌তাহেদ অন্য মোজতাহেদের অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন, ইহা মজহাব বিদ্বেষী লেখক ছেয়ানত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই শত এমাম "বোখারির বিপরীত মতে এমাম আজমের মজহাব পরিত্যক্ত ও হাদিসের খেলাফ হইতে পারে না।

নিম্নোক্ত সুন্নত জামায়াতের মোহাদ্দেছগণ এমাম বোখারির লিখিত হাদিস সমূহের রাবিগণের অথবা হাদিস সমূহের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন ও দ্বিরুক্তি করিয়াছেন;-

১। দারমি। ২। আবু দাউদ। ৩। আবু হাতেম। ৪। এহ্‌ইয়া বেনে ছইদ কাত্তান। ৫। নাসায়ি। ৬। আহমদ। ৭।ওকায়লি। ৮। এবনে ছা'দ। ৯। আবু আরব। ১০। আজ্‌দি। ১১। জওজানি।১২। এবনে মইন। ১৩। দার-কুৎনি। ১৪। আবু জোরয়া। ১৫। এবনে হাব্বান। ১৬। এবনে আবদুল বার্র।১৭।আওজায়ি। ১৮।আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক। ১৯। মালেক। ২০।

ফাল্লাছ।২১।শো'বা। ২২।আলি বেনে মদিনি। ২৩। জিকরিয়া ছাজি। ২৪। ওছমান বেনে আবি শায়বা। ২৫। এবনে খারাশ। ২৬। জোয়াজি। ২৭। হাকেম। ২৮। এবনে আবি হাতেম। ২৯। আযালি। ৩০। ইয়াকুব এবনে আবি শায়বা। ৩১।এবনে হাজম।৩২।এবনে ইদরিছ।৩৩।ওহাএব।৩৪। আবদুল হক।৩৫। মোগিরা।৩৬। ছালেহ বেনে মোহাম্মদ।৩৭। রাশিয়া।৩৮। ছালেহ জাজ্‌রা। ৩৯। এছমায়িলি। ৪০। এবরাহিম হর্বি। ৪১। এবনে আবি দাউদ। ৪২। খলিল এবনে গাজাওয়ান। ৪৩। আকাছ আম্মারি। ৪৪। এবনে ওহাব। ৪৫। হাম্মাদ বেনে জয়েজ। ৪৬।আম্মার। ৪৭। আব্দুল অহিদ। ৪৮। কাতাবাতা। ৪৯। ইয়াকুব নছাবি। ৫০। ইয়াকুব এবনে ছুফইয়ান। ৫১। ইবনে কানে। ৫২। আবু দাউদ, মখজুমি। ৫৩। এবনে খোজায়মা। ৫৪। তেরমজি। ৫৫। আবু বেশর দুলাবি।৫৬।ছোলায়মান বেনে হর্ব। ৫৭। ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না। ৫৮। যরির বেনে হাজেম। ৫৯। এবনে ওলাইয়া। ৬০।আহমদ বেনে ছালেহ মিশ্রী। ৬১। আবু নইম। ৬২। ইসহাক বেনে মনসুর। ৬৩। জোনা এদ। ৬৪। এবনে মোন্দা। ৬৫। মোসলেম। ফৎহোল বারির মোকাদ্দমা, ৪৪৬ - ৪৪৭।

এমাম আজমের কারামত দেখুন, যেরূপ মজহাব বিদ্বেষী লেখক ৬৬ জন আলেমের এমাম আজমের বিপরীত মত ধারণ করার দাবি করিয়াছেন, সেইরূপ ৬৮ জন মোহাদ্দেছ এমাম বোখারির হাদিস বা রাবিকে জইফ বা বাতীল বলিয়াছেন, এখন তাঁহার মজহাব বাতীল ও হাদিস জইফ হওয়া প্রতিপন্ন হইবে কিনা?

উপরোক্ত বিবরণ সমূহে লেখকের ধোকার জাল ছিন্ন হইয়া গেল ও তাঁহার মতের অসারতা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ছেয়ানত, ৯৭ পৃঃ।

হাফেজ এবনে হাজার আস্কালানি 'ফৎহোল-বারি'তে লিখিয়াছেন,- "এশয়ারকে সর্ব্বতোভাবে মকরু (নিষিদ্ধ) বলায় পূর্ব্ববর্ত্তী (এমাম) গণ

আবু হানিফার প্রতি বহু কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।"

উত্তর।

হাফেজ আয়নি সহিহ্ বোখারির টীকার ৪/৭১২ পৃষ্ঠায় কি উত্তর লিখিয়াছেন, তাহাও শুনুন;—

"ফকিহ্ গণের মজহাব সমুহ বিশেষতঃ (এমাম) আবু হানিফার মজহাব সম্বন্ধে লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞ এমাম তাহাবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় আবু হানিফা মুল এশয়ারকে এবং উহার সুন্নত হওয়াকে মন্দ বলেন নাই, তিনি এরূপ ভাবে এশয়ার করা মকরুহ্ বলিয়াছেন, যাহাতে জখম সংক্রামিত হওয়া উক্ত জীবের নষ্ট হওয়ার আসঙ্কা হয়, বিশেষতঃ বল্লম বা বড় ছুরি দ্বারা আরবের গর্মিতে (উক্ত জীবের এশয়ার করিলে, উক্ত আসঙ্কা বলবৎ হয়)। কেরমানি বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফার মতে উহা মোস্তাহাব, ইহাই সমাধিক সহিহ্ মত। এবনে আবি শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) আএশা ও এবনে আব্বাস (রা) এশয়ারকে সুন্নত মোস্তাহাব কিছুই বলেন নাই।"

পাঠক, এমাম আবু হানিফা (রঃ) মুল এশয়ারকে (কোরবাণির জীবের দক্ষিণ পৃষ্ঠ আহত করিয়া রক্তপাত করাকে) মকরুহ্ বলেন নাই, ইহা না জানিয়া শুনিয়া যাহারা উক্ত এমামের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিন্দার পাত্র, আরও ইহার বিস্তারিত উত্তর এই খণ্ডেই লিখিত হইয়াছে।

স্ত্রীসঙ্গমকালে মণি বাহির না হইলে, গোছল ফরজ না হওয়া এমাম বোখারির মত, তজ্জন্য এবনোল আরাবি তাঁহার মহা নিন্দাবাদ করিয়াছেন। — আয়নি, ২/৭৭।

এক্ষণে লেখক প্রথমে বোখারিকে পরনিন্দা হইতে রক্ষা করুন। উপরোক্ত বিবরণে লেখকের বাতীল দাবি রদ হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ৯৮ পৃঃ।

"এমাম সাহেব ও তাঁহার শিষ্যাগণ যে কোরাণ ও হাদিসের বিপরীত কোন কোন কেয়াস করিয়া ফেলিয়াছেন, যদি ইহা দেখিতে চান, তবে জফরোল-মবিন, কালামোল-মতিন, ছেয়ানাতোল-মফ্তাছেদিন প্রভৃতি কেতাব পাঠ করুন।

ধোকাভঞ্জন।

আমিও ইহা অনুরোধ করি যে, হানাফিগণ উক্ত কেতাব সমুহের দন্তচূর্ণকারী প্রতিবাদ সংক্রান্ত যে ফৎহোল-মোবিন, নছরোন মোকাল্লেদিন, ছয়ফোল-মোকাল্লেদিন, হেমাইয়াতল-মোকাল্লেদিন, এনতে- ছারল হক প্রভৃতি কেতাব লিখিয়াছেন, তৎসমস্ত পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখুন।

দ্বিতীয়, যদি এক কড়া পরিমাণ লোকের মতের বিপরীত হওয়ায় হানাফিগণের মত কোরাণ ও হাদিসের খেলাফ হয়, তবে বহু স্থলে এমাম বোখারি সাহেব কোরাণ ও হাদিসের খেলাফ করিয়া থাকিবেন, যেহেতু তিনি বহু মতে একছটাক পরিমাণ মজহাব বিদ্বেষিদিগের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন।

তজনিবের ৫ পৃষ্ঠায় আছে ;—

"এমাম মোজাই বলিয়াছেন, এমাম বোখারি এই শর্ত্তের জন্য বহু সহিহ্ হাদিস রদ করিয়াছেন।"

এক্ষণে লেখক এমাম বোখারিকে রক্ষা করুন।

ছেয়ানত, ১০২/১০৩ পৃষ্ঠা।

"এমাম সাহেব ত সত্য সত্যই কেয়াস ও রায়কারী ছিলেন, ইহা আবার অপবাদ কি? এমাম সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণ ; এমাম অকি প্রভৃতি প্রবীন হাদিসজ্ঞ বিদ্বানগণের নিকট যে আহলে রায় অর্থাৎ রায় ও কেয়াসকারী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, ইহাত ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।....

আরও ঐ এনছাফের ৩১ পৃঃ ১৯/২০ সারে হাদিস চর্চ্চাকারিগণকে

আহলে হাদীস ও ফেকা চর্চ্চা কারীগণকে আছহাবে রায় অর্থাৎ কেয়াস ও রায়ওয়ালা নাম দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ হইবার কারণ উল্লেখের জন্য একটি বাধা বাঁধিয়াছেন।

ধোকাভঞ্জন।

এমাম শায়া'রাণি মালেকি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমাম আজমকে কোরাণ হাদিসের বিরুদ্ধে কেয়াস ও রায়কারী বলিবে, সেই ব্যক্তি শত্রু, অজ্ঞান, হতভাগা ও শাপগ্রস্ত হইবে। ইহাই তাঁহার কথার মর্ম্ম, কেবল কেয়াসকারী ও রায়কারী বলার জন্য তিনি কাহাকেও শত্রু, অজ্ঞান, হতভাগ্য বলেন নাই।

এবনে-খলদুন, ১/৩৭২ পৃঃ;—

"কোরাণ, হাদিস ও সরিয়তে যে যে দলীল নির্দ্ধারিত হইয়াছে (এজমা ও কেয়াস), এই দলীল চতুষ্টয় হইতে আবিষ্কৃত মস্‌লা সমূহকে ফেকহ বলে। এই ফেকহ্ তত্ত্ববিদগণের দুই শ্রেণী হইয়াছে, আহলে রায় ও আহলে কেয়াস।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যেরূপ আহলে হাদিসগণ কোরাণ ও হাদিস মান্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ আহলে রায়গণ কোরাণ ও হাদিস মান্য করিয়া থাকেন। আরও যেরূপ আহলে রায়গণ কোরাণ ও হাদিসে কোন মস্‌লা না পাইলে, কেয়াস করিয়া থাকেন, সেইরূপ আহলে হাদিসগণও ঐরূপ ক্ষেত্রে কেয়াস করিয়া থাকেন।

মায়ারেফে-এবনে কোতায়বা দিনুরি, ৩ পৃঃ;—

"আছ্‌হাবোর-রায়ের অর্থ এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন এমামগণ।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে এমামগণ কোরাণ ও হাদিসের মহাতত্ত্বদর্শী, কোরাণ, হাদিস, এজমা ও কেয়াস হইতে আহকাম প্রকাশ করার শক্তি রাখেন, তাঁহারাই আহলে রায় হইবেন।

আরও উক্ত গ্রন্থ, ১৭০ পৃঃ;—

"রবিয়া বেনে আবি আবদের রহমান, ছুফ্ইয়ান ছওরি, মালেক বেনে আনাছ ও আওজায়ি আহলে রায় ছিলেন।"

তাজকেরাঃ, ১/৩৩০ পৃঃ।—

এমাম শাফিয়ি আহলে রায় ছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, যাহারা কেবল কতকগুলি হাদিস স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত প্রকার এজতেহাদের শক্তি রাখেন না, তাঁহারাই আহলে হাদিস ছিলেন।

এন্‌সাফ, ৩১/৩৩ পৃঃ;—

"ছইদ বেনে মোছাইয়েব, এবরাহিম ও জুহরির সময়ে, মালেক ও ছুফ্ইয়ানের সময়ে ও তাঁহাদের পরে একদল বিদ্বান্ কেয়াসে অগ্রসর হইতে নাপসন্দ করিতেন, অত্যাবশ্যকীয় ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থল ব্যতীত ফৎওয়া দিতে ও মস্‌লা আবিষ্কার করিতে ভীত হইতেন। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল হাদিস রেওয়াএত করা। (হজরত) এবনে মছউদ (রা) ফৎওয়া দিতে ভীত হইতেন। (হজরত) মোয়া'জ, ওমার, আলি, এবনে আব্বাস ও এবনে মছউদ (রা) কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা মন্দ বলিয়া জানিতেন। (হজরত) এবনে ওমার, আবু ছাল্‌মা এবনে মোনকাদের ও শা'বি কেয়াস করিতে ভীত হইতেন।"

এনসাফ, ৪৬ পৃঃ ;—

"পক্ষান্তরে মালেক ও ছুফ্ইয়ানের সময়ে ও তাঁহাদের পরে একদল লোক ছিলেন, তাঁহারা মস্‌লা জিজ্ঞাসা করা মন্দ বলিয়া জানিতেন না, ফৎওয়া দিতে ভীতহইতেন না এবং বলিতেন যে, ধর্ম্মের ভিত্তি ফেক্‌হ ; কাজেই উহা প্রচার করা আবশ্যক। তাঁহারা হজরতের হাদিস রেওয়াএত করিতে এবং কোন হাদিস হজরতের হাদিস বলিয়া উল্লেখ করিতে ভয় পাইতেন, এমন কি (এমাম) শা'বি বলিয়াছিলেন, হজরতের পরবর্ত্তী (সাহাবা ও তাবিয়ি) দিগের উপর হাদিসের নেসবত করা আমাদের নিকট প্রীতিজনক, কেননা

যদি উহাতে কম বেশী হইয়া পড়ে, তবে হজরতের পরবর্ত্তী লোকদিগের (সাহাবা ও তাবিয়িগণের) উপর ন্যস্ত থাকিবে। এবরাহিম নখয়ি বলিতেন, আবদুল্লাহ্ ও আলকামার কথা বলিয়া প্রকাশ করা আমাদের নিকট পসন্দ।

(হজরত) এবনে মছউদ যে সময় (হজরত) রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) হইতে হাদিস বর্ণনা করিতেন, তখন তাঁহার মুখশ্রী পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত, আর বলিতেন, হজরত এইরূপ বলিয়াছেন, কিম্বা এইরূপ বা এইরূপ (বলিয়াছেন)

(হজরত) ওমার (রা) যে সময় একদল সাহাবাকে কুফার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন; নিশ্চয় তোমরা কুফা শহরে এরূপ একদল লোকের নিকট গমন করিতেছ যাহারা কোরাণ শ্রবণ করিয়া রোদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাদিগের নিকট আগমন করিয়া বলিবেন, হজরতের সাহাবাগণ আগমন করিয়াছেন, তোমাদের নিকট আসিয়া তোমাদিগকে হাদিসের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা হজরতের হাদিস কম রেওয়াএত করিও।

এবনে আওন বলিয়াছেন, (এমাম) শা'বির নিকট কোন মস্‌লা উপস্থিত হইলে, তিনি ভয় পাইতেন এবং এবরাহিম নখয়ি উহার ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন। এই হেতু হাদিস, ফেক্‌হ ও মস্‌লা মাসায়েল তাঁহাদের দরজার অনুযায়ী অন্য ধরণে সংগৃহীত হইল। ইহারাই আহলে রায়।"

পাঠক, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যের কথাকে আমার কথা বলিয়া প্রকাশ করে, সে যেন দোজখে নিজের স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া লয়। এই হাদিসের জন্য তাঁহারা কোন হাদিস্‌কে হজরতের হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিতে ভীত হইতেন, কি জানি কোন শব্দ কম বেশী হইয়া যায় এবং উক্ত হাদিস অনুযায়ী দোজখের যোগ্য হইতে হয়। ইহা (হজরত) এবনে মছউদ, শা'বি ও আলকামা প্রভৃতির মত।

এমাম আজমের এই মত ছিল যে, "যে হাদিসটীর অবিকল শব্দ স্মরণ নাথাকে, তাহা তিনি বর্ণনা করিতেন না।— তহজিব, ১০/৪৫০।

(মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ) আবদুর রহমান বেনে মেহ্দি অনেক সময় হাদিস বর্ণনা করিতে বিরত থাকিতেন, হজরতের হাদিসের অবিকল শব্দ প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন।—তহজিব, ৬/২৮০।

(মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন বহু হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ও অবগত ছিলেন, কিন্তু প্রায় হাদিস বর্ণনা করিতেন না। — তহজিব, ১১/২৮২।

অবিকল শব্দ স্মরণ না থাকিলে যে হাদিস বর্ণনা করা যায় না, ইহা এমাম মালেক, আবু হানিফা ও আবুবকর ছয়েদলামির মজহাব। তদরিব, ১৫৭।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, (হজরত) এবনে মছউদ প্রভৃতি বিদ্বানগণ বহু হাদিস অবগত থাকিলেও হাদিস প্রকাশ করিতে ভীত হইতেন।

এনসাফ, ৮৭/৮৮ পৃঃ ;—

"কতক সংখ্যক লোক ধারণা করেন যে, এস্থলে দুইটী ফেরকা আছে, তৃতীয় ফেরকা নাই, এক জাহেরিয়া দল, দ্বিতীয় আহলে রায় দল। আর যে কোন ব্যক্তি কেয়াস, কোরাণ ও হাদিস দ্বারা মস্লা প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি আহলে রায়, ইহা কখনও নহে, খোদার শফথ। এস্থলে আহলে রায়ের মর্ম্ম বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন গ্রহণ করা ঠিক নহে, কেননা কোন বিদ্বান্ জ্ঞান ও বিবেকহীন হইতে পারে না। আহলে রায় শব্দের অর্থ ইহাও নহে যে, তাঁহারা হাদিসের উপর আস্থা স্থাপন করেন না, কেননা কোন মুসলমান এইরূপ মতের অনুসরণ করিতে পারেন না। যাহারা কেয়াস ও মস্লা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারাই যে আহলে রাই হইবেন, ইহাও ঠিক নহে, কেননা আহমদ, ইস্হাক, বরং শাফিয়ি সকলের মতে আহলে রায় নহেন, অথচ তাঁহারাও মস্লা আবিষ্কার করিয়া ও কেয়াস করিয়া থাকেন, বরং আহলে রায় উক্ত দলকে বলা হয়, যাহারা মুসলমানগণের কিম্বা অধিকাংশ

মুসলমানের এজমায়ি মস্‌লা সমূহের পরে একজন প্রাচীন বিদ্বানের নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুসারে মস্‌লা প্রকাশ করেন, তাঁহারা হাদিস ও সাহাবাগণের ফৎওয়া অনুসন্ধান না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটী বিষয়কে উহার নজিরের উপর কেয়াস এবং নিয়মাবলীর মধ্যে কোন এক নিয়মের দিকে রুজু করিয়া থাকেন।

জাহেরিয়া দল কেয়াসকে স্বীকার করেন না এবং সাহাবা ও তাবিয়িগণের মত মান্য করেন না, যেরূপ দাউদ ও এবনে হাজম। এই দুই ফেরকা ভিন্ন একদল সূক্ষতত্ত্ববিদ্‌ সুন্নত জামায়াত আছেন, যথা আহমদ ও ইস্‌হাক।

পাঠক, শাহ্‌ সাহেব যে তিন ফেরকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আহলে রায়, জাহরিয়া ও আহলে হাদিস, এক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ ফেরকা সুন্নত জামায়াত ভুক্ত, তাহাই বিবেচনা করুন।

এবনে খলদুন, ১/৩৭২।

"ফেক্‌হ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রথম আহলে রায় ও কেয়াসের তরিকা, তাঁহারা এরাক দেসবাসিগণ, দ্বিতীয় আহলে হাদিসের তরিকা, তাঁহারা হেজাজ প্রদেশবাসিগণ, এরাক প্রদেশবাসিগণের নেতা, এমাম, সাবেতের পুত্র আবু হানিফা নো'মান ছিলেন, যাহা কর্ত্তৃক ও যাহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক মজহাব সংগৃহীত হইয়াছিল। হেজাজবাসিগণের এমাম, মালেক বেনে আনাছ, তৎপরে শাফিয়ি। তৎপরে একদল বিদ্বান্‌ কেয়াস অমান্য ও তদনুযায়ী কার্য্য করা বাতীল করিলেন, ইহারাই জাহেরিয়া নামে অভিহিত হইলেন।"

এবনে খলদুন, ১/৩৭৩ পৃঃ ;—

"জাহেরিয়াদিগের এমামগণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, অধিক সংখ্যক বিদ্বান্‌ উক্ত মতাবলম্বীর উপর এনকার করিয়া থাকেন, এ জন্য উক্ত মজহাব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহা কেবল জেল্‌দকৃত কেতাব সমূহে আছে। অনেক সময় অনেকগুলি শিক্ষার্থী যাহারা উক্ত মজহাব গ্রহণ করার ভাব প্রকাশ করেন, উক্ত মজহাব অবলম্বন ও তাহার ফেক্‌হ শিক্ষা করার ইচ্ছায় উক্ত

কেতাবগুলি পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হয় না এবং অধিকাংশ বিদ্বানের বিরুদ্ধাচরণ করার ও তাঁহাদের উহার প্রতি এনকার করার কারণ হইয়া পড়ে, অনেক সময় মজহাবধারিকে বেদয়াতি দল বলিয়া গণ্য করা হয়; কেননা তাঁহারা শিক্ষকগণের উপদেশ ব্যতীত কেতাব সমূহ হইতে এল্‌ম গ্রহণ করেন। আন্দলুসিয়াতে এবনে হাজ্‌ম হাদিস স্মরণে উচ্চ পদস্থ হওয়া সত্ত্বেও ঐরূপ করিয়াছিলেন, জাহেরিয়া মজহাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদের মত সমূহে নিজ কল্পিত ধারনায় সুদক্ষ হইয়াছিলেন, তাহাদের এমাম দাউদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। মুস্‌লেম জগতের বহু এমামের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে উক্ত কার্য্যে তাহার প্রতি শাস্তির বিধান করেন, তাহার মতের নিন্দাবাদ ও দুর্ণাম করেন, তাহার কেতাবগুলি পরিত্যাগ করেন, এমন কি বাজারে উক্ত কেতাবগুলির (কাগজ সমূহে) বিক্রয় করার জন্য আনা হইত এবং কতক সময় তৎসমস্ত ছিন্ন করা হইয়াছিল।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, জাহেরিয়া অথবা কেয়াস অমান্যকারিদল বেদয়াতি সম্প্রদায়।

একদোলজিদ ৮৭ পৃঃ;—

"খারেজিদিগের তুল্য এজমা অমান্যকারিকে কিম্বা শিয়াদিগের তুল্য কেয়াস অমান্যকারিকে কাজি (ফৎওয়াদাতা) স্থির করা জায়েজ হইবে না।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, এজ্‌মা ও কেয়াস অমান্যকারীদল খারেজি ও শিয়া, খারেজি ও শিয়া ৭৩ ফেরকার মধ্যে ভ্রান্ত সম্প্রদায়। আমাদের এ দেশস্থ মজহাব বিদ্বেষিদল এজমা ও কেয়াস অমান্য করিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না।

আরও ৩২/৩৩ পৃঃ ;—

"এই শেষযুগে এই চারি মজহাব ব্যতীত উপরোক্ত ধরণের (গ্রহণযোগ্য) কোন মজহাব নাই।"

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা বৃহৎ জমায়াতের পয়রবি কর, যখন এই চারি মজহাব ব্যতীত সত্য মজহাব সমূহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন উক্ত চারি মজহাবের অনুসরণ করিলে বৃহৎ জমায়েতের অনুসরণ করা হইবে এবং উক্ত চারি মজহাব হইতে বহির্গতি হইলে, উক্ত বৃহৎ জমায়াত হইতে বর্হিগত হইয়া পড়িবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, চারি মজহাব সত্য, বর্ত্তমান চারি মজহাব ব্যতীত মজহাব অমান্যকারিদলের মজহাব বাতীল।

তল্‌বিছে ইবলিছ, ২৬/২৭ পৃঃ;—

"মরজিয়াদের দশম দল জাহেরিয়া, ইহারা কেয়াসকে শরিয়তের দলীল বলিয়া গ্রাহ্য করেন না।"

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের এ দেশস্থ কেয়াস ও মজহাব অমান্যকারি দল ভ্রান্ত মরজিয়া ফেরকাভুক্ত।

এনসাফ, ৪৯/৫০ পৃঃ;—

"আহলে-রায় সম্প্রদায়ের ফকিহ্‌গণের কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা বিধান করা এবং আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের হাদিসের শব্দ অনুসন্ধান করা এই উভয় কার্য্যের ইস্‌লাম ধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট দলীল আছে। সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রত্যেক সময়ে উভয় নিয়ম অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রথম দলের কথা বেশী গ্রহণ করিতেন, দ্বিতীয় দলের কথা অল্প গ্রহণ করিতেন, কেহ্‌বা দ্বিতীয় দলের কথা বেশী গ্রহণ করিতেন, প্রথম দলের কথা কম গ্রহণ করিতেন।"

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা গেল যে, আহলে রায় ও আহলে হাদিস উভয় সম্প্রদায় সত্যপথের পথিক। আরও শাহ্ সাহেবের এন্‌সাফের ৮৭/৮৮

পৃষ্ঠার লিখিত কথা হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, আহলে-রায় দল কোরাণ ও হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, বরং এজমায়ি মসলার পরে কেয়াস করিয়া থাকেন, ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কোরাণ, হাদিস ও এজমাতে কোন মস্‌লা না পাইলে, কেয়াস করিয়া থাকেন।

আরও বুঝা গেল যে, এমাম আহমদ, ইস্‌হাক ও শাফিয়ি কেয়াস করিতেন। আরও শাহ্ সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমাদের এদেশস্থ কেয়াস অমান্যকারিদল আহলে হাদিস নহেন।

শাহ্ সাহেব আহলে-রায় শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া এমাম শাফিয়িকে আহলে রায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে; কারণ এবনে কোতায়বা দিনুরি 'মায়ারেফ' কেতাবের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আহলে-রায় শব্দের অর্থ এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন এমামগণ।

আরও ১৬৯/১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম রবিয়া, মালেক, ছুফ্‌ইয়ান ও আওজায়ি আহলে-রায় ছিলেন। আরও তাজকেরা-তোল হোফ্যাজের ১/৩৩০ পৃষ্ঠায় ও তহজিবোল-আস্‌মা গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ইস্‌হাক বেনে রাহ্‌ওয়ায়হে এমাম শাফিয়িকে আহলে-রায় বলিয়াছেন।

এমাম তাজউদ্দিন সুবকি 'তাবাকাতে-কোবরা' কেতাবের ১/২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম আবু ছওর আহলে-রায় ছিলেন।

উপরোক্ত কয়েকজন বিদ্বান্ মহা হাদিস তত্ত্ববিদ্ থাকা সত্ত্বেও এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আহলে-রায় বলা হইয়াছে।

ইহাতে শাহ্ সাহেবের আহলে-রায়ের অর্থ ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমিত হইতেছে, অতএব আহলে রায়ের অর্থ এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন বিদ্বান্ হওয়া সত্য মত।

তহজিবোত্তহজিব, ১০/২৫১ পৃঃ;—

"এমাম আবু হানিফা (র) বলিতেন, আমি প্রথমে কোরাণ শরিফ

গ্রহণ করি, যদি কোরাণ শরিফে না পাই, তবে হজরতের সুন্নত গ্রহণ করি। আর যদি হাদিসে না পাই, তবে সাহাবাগণের কথা গ্রহণ করি। তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা হয়, তাঁহার কথা গ্রহণ করি, তাঁহাদের কথা ত্যাগ করিয়া অন্যের (তাবিয়ির) কথা গ্রহণ করি না। যে সময় বিষয়টী এবরাহিম, শা'বি এবনে ছিরিন ও আতার দিকে উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা একদল ত এজতেহাদ করিয়াছেন। যেরূপ তাঁহারা এজতেহাদ করিয়াছেন; সেইরূপ আমিও এজতেহাদ করি।"

মিজানে শায়া'রানি, ৫৮ পৃঃ;—

"এমাম আবু হানিফা (র) বলিলেন, আমি প্রথমে কোরাণ অনুযায়ী কার্য্য করি, তৎপরে হাদিস অনুযায়ী, তৎপরে সাহাবাগণের বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী, প্রথমতঃ তাঁহাদের এজমায়ি মতটী গ্রহণ করি, তৎপরে তাঁহাদের এখ্‌তেলাফি (মতভেদ ঘটিত) মতটী গ্রহণ করি, সেই সময় কেয়াস করিয়া থাকি। তখন ছুফ্‌ইয়ান ছওরি, মোকাতেল বেনে হেয়ান, হাম্মাদ বেনে ছালমা ও যা'ফর ছাদেক প্রভৃতি ফকিহ্‌গণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্ত পদ চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্বান্‌গণের সৈয়দ (শিরোভূষণ) বলিলেন।

উপরোক্ত শর্ত্ত সহ কেয়াস করা এমাম আবু হানিফার জন্য বিশিষ্ট (খাস) নহে, বরং সমস্ত বিদ্বান্ সঙ্কীর্ণ অবস্থায় যে সময় কোন মসলায় কোরাণ, হাদিস, এজমা ও সাহাবাগণের স্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকে, কেয়াস করিয়া থাকেন, এইরূপ তাঁহাদের তকলিদকারিগণ বর্ত্তমান কাল অবধি যে কোন মস্‌লায় স্পষ্ট দলীল না পান, বিনা এনকারে কেয়াস করিয়া থাকেন, বরং কেয়াসকে চারি দলীলের এক দলীল স্থির করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কেয়াস অনুযায়ী কার্য্য করায় এমাম আবু হানিফার প্রতি প্রশ্ন করেন, তাহাকে সমস্ত এমামের প্রতি প্রশ্ন করা উচিৎ।"

খয়রাতোল-হেসান, ২৬/২৭ পৃঃ ;—

"আলেমগণ (এমাম) আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণকে আহলে রায় বলিয়াছেন, ইহাতে তুমি বুঝিও না যে, তাঁহারা নিন্দাবাদের উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছেন, তাঁহারা এই উদ্দেশ্যেও বলেন নাই যে, উক্ত এমামগণ হজরতের হাদিস ও সাহাবাগণের ফৎওয়ার উপর নিজেদের রায়কে অগ্রগণ্য বিবেচনা করিতেন, কেননা তাঁহারা ইহা হইতে পবিত্র ছিলেন।

এমাম আবু হানিফা (র) হইতে বহু সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি প্রথমে কোরাণ অনুযায়ী কার্য্য করিতেন, তৎপরে হাদিস অনুযায়ী, অভাব পক্ষে সাহাবাগণের ফৎওয়া অনুযায়ী কার্য্য করিতেন। যদি সাহাবাগণ মতভেদ করিতেন, তবে তাঁহাদের মত সমূহ হইতে যেটী কোরাণ ও হাদিসের নিকটতর, তাহাই গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের মত ত্যাগ করিয়া বাহির হইতেন না। যদি তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মত না পাইতেন, তবে কোন তাবিয়ির মত গ্রহণ করিতেন না, বরং তাঁহারা যেরূপ কেয়াস করিয়াছেন, ইনিও সেইরূপ কেয়াস করিতেন।

ফোজায়েল বেনে আয়াজ বলিয়াছেন, যদি কোন মসলায় সহিহ্ হাদিস থাকে, তবে তিনি উহার অনুসরণ করিতেন। আর যদি সাহাবা কিম্বা তাবিয়িগণের মত থাকে, তবে ঐ রূপ করিতেন, নচেৎ কেয়াস করিতেন; অতি উৎকৃষ্ট কেয়াস করিতেন।

(এমাম) আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা (র)-বর্ণনা করিয়াছেন, যদি হজরতের হাদিস আসে, তবে মস্তক ও চক্ষুতে ধারণ করি। যদি সাহাবাগণ হইতে আসে, তবে আমরা উহা অবলম্বন করি, তাঁহাদের মত সমূহ হইতে বাহির হই না। যদি তাবিয়িগণ হইতে আসে, তবে আমরা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী হই।

আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি লোকদিগের প্রতি আশ্চর্য্যান্বিত হই, যেহেতু তাহারা বলেন যে, আমি রায় দ্বারা ফৎওয়া দিয়া থাকি, অথচ আমি হাদিস অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়া থাকি।

আরও তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালার কোরাণ, হজরতের হাদিস ও সাহাবাগণের এজমা থাকিতে রায় করিয়া কথা বলা কাহারও পক্ষে জায়েজ নহে, অবশ্য সাহাবাগণ যে বিষয়ে মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত সমূহ হইতে যেটী কোরাণ ও হাদিসের নিকট হয়, সেইটী পসন্দ করি এবং (এই নির্ব্বাচনে) সাধ্য সধনা করি। তদতিরিক্ত বিষয়ে, মতভেদ ঘটিত স্থলে অভিজ্ঞ ও কেয়াছে সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে রায় দ্বারা মস্‌লা প্রকাশ করা জায়েজ। এই নিয়মের উপর প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ ছিলেন। এবনে হাজম বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফার (র) শিষ্যগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে কেয়াস অপেক্ষা জইফ হাদিস সমধিক গ্রহণীয়।"

এনসাফ, ৩৮—৪০ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সার,—

(হজরত) আবুবকর (রা) কোন বিষয়ে উপস্থিত হইলে, কোরাণ অনুসন্ধান করিতেন, বিচার সাপেক্ষ বিষয়টী উহাতে পাইলে, তদনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। যদি কোরাণ শরিফে না থাকে তবে হাদিস অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন। হাদিসে না থাকিলে প্রধান প্রধান শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লোককে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন, তাঁহাদের রায় যে কোন বিষয়ে এক হইত, তদনুযায়ী প্রকাশ করিতেন।

(হজরত) ওমার (রা) শোরাএহকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, যদি তোমার নিকট এরূপ বিষয় উপস্থিত হয় যাহা কোরাণে আছে, তবে তদনুযায়ী হুকুম কর। যদি কোরাণে না থাকে; তবে হজরতের হাদিস অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা কর। যদি কোরাণ ও হাদিসে না থাকে, তবে লোকের এজমা অনুযায়ী বিচার কর। আর যদি উহাতে না পাও, তবে দুইটী বিষয়ের মধ্যে কোন একটী পসন্দ কর, ইচ্ছা হয় ত রায় দ্বারা কেয়াস কর, তৎপরে হঠাৎ উহা প্রকাশ করিতে পার, কিম্বা উহাতে চিন্তা করার জন্য বিলম্ব করিতে পার।

(হজরত) এবনে মছউদ (রা) বলিয়াছেন, এক সময় (খলিফাগণের সময়) আমরা বিচার ব্যবস্থা করিতাম না এবং আমরা উহার উপযুক্ত ছিলাম

না। খোদাতায়ালার তকদীর অনুযায়ী এখন আমরা এ রূপ পদ লাভ করিয়াছি যাহা তোমরা দেখিতেছ। যদি অদ্যকার পরে কোন বিচার উপস্থিত হয়, তবে কোরাণ অনুযায়ী হুকুম কর। যদি কোরাণ শরিফে না থাকে, তবে হজরতের ব্যবস্থা অনুযায়ী হুকুম কর। যদি উহাতে না থাকে তবে সৎ বিদ্বান্‌গণের মত (এজমা) অনুযায়ী ব্যবস্থা বিধান কর, ইহাতে যেন দ্বিধা ও ভয় না করে।

(হজরত) এবনে আব্বাস (রা) যদি কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইতেন, তবে কোরাণ অনুযায়ী হুকুম করিতেন, যদি কোরাণে না থাকে, তবে হাদিস অনুযায়ী হুকুম করিতেন। যদি হাদিসে না থাকে, তবে (হজরত) আবুবকর ও ওমারের মত অনুযায়ী হুকুম করিতেন। যদি না থাকে, তবে কেয়াস করিতেন।"

সহিহ্ নাসায়ি, ২/৩০৫ পৃঃ;—

"(হজরত) এবনে মছউদ (রা) বলিয়াছেন, প্রথমে কোরাণ অনুযায়ী, তৎপরে হাদিস অনুযায়ী ব্যবস্থা বিধান কর, আর কোরাণ ও হাদিসে না থাকিলে, সৎ সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা বিধান কর, আর উহা দুষ্প্রাপ্য হইলে, রায় দ্বারা ব্যবস্থা বিধান কর।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, সাহাবা ও তাবিয়িগণ যে ভাবে শরিয়তের ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন, এমাম আজম সেই প্রকার ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু সাহাবা ও তাবিয়িগণ আহলে রায় হইলেন না, আর এমাম আবু হানিফা (র) আহলে রায় হইলেন, এইরূপ পক্ষপাতমূলক কথা একেবারে অগ্রাহ্য।

খয়রাতোল-হেছানের ৬৬ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সার;—

"হাফেজে এবনে আবদুল বার্র বলিয়াছেন, হাদিসতত্ত্ববিদ্‌গণ (এমাম) আবু হানিফার নিন্দাবাদে বাড়াবাড়ি করিয়া ও সীমা অতিক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি হাদিস অপেক্ষা কেয়াসকে অগ্রগণ্যতর বলিয়াছেন, অথচ অধিকাংশ বিদ্বান্ বলেন যে, যদি হাদিস সহিহ্ হয়, তবে রায় ও কেয়াস বাতীল হইবে, কিন্তু উক্ত এমাম সঙ্গত যুক্তি দ্বারা কতকগুলি আহাদ হাদিসকে

ত্যাগ করিয়াছেন। (অল্প কয়েক সনদে উল্লিখিত হাদিসকে আহাদ হাদিস বলে। উক্ত এমামের পূর্ব্ববর্তী বিদ্বান্‌গণ উপরোক্ত হাদিসগুলির অধিকাংশকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তুল্য বিদ্বান্‌গণ উক্ত প্রাচীনগণের অনুসরণ করিয়াছেন। যে সমস্ত মস্‌লায় তিনি এই রূপ করিয়াছেন, তৎসমস্তে তিনি (এমাম) এবরাহিম নখ্‌য়ি ও (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) সাহাবার শিষ্যগণের তুল্য তাহার শহরে মোজতাহেদ্‌গণের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ তৎসমুদয়ের অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্য বিদ্বান্ অল্পই গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু যে সময় (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বলকে বলা হইয়াছিল যে, কিজন্য আপনারা তাঁহার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, রায়। তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, (এমাম) এমাম মালেক কি রায় দ্বারা ব্যবস্থা প্রকাশ করেন নাই? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর রায় করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, এক্ষেত্রে কেন আপনি (এমাম) আবু হানিফাকে তাঁহার রায়ের অনুপাতে এবং (এমাম) মালেককে তাঁহার রায়ের অনুপাতে দোষারোপ করেন নাই? ইহাতে (এমাম) আহম্মদ নিরুত্তর হইলেন। (এমাম) লাএছ বেনে ছা'দ বলিয়াছেন, আমি (এমাম) মালেকের ৭০ টী মস্‌লা গণনা করিলাম, তৎসমস্তে তিনি রায় করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমস্তই (এমাম লাএছের ধারণার মতে) হাদিসের খেলাফ হইয়াছিল। আমি উক্ত এমাম মালেককে এ সম্বন্ধে পত্র দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। এদিকে উম্মতের বিদ্বান্‌গণের মধ্যে হজরতের হাদিস সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসভাজন (সুদক্ষ) কাহাকেও পাই নাই। তৎপরে উক্ত (এমাম) মালেক কোনটীকে অন্য হাদিস দ্বারা, এজমা দ্বারা কিম্বা এরূপ কার্য্য দ্বারা যাহা তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করা ওয়াজেব, উক্ত হাদিসগুলি মনসুখ হওয়ার দাবি করিয়া কিম্বা (কতকগুলির) সনদে দোষারোপ করিয়া উহার

খণ্ডন করিলেন। যদি অন্য কেহ বিনা দলীলে তৎসমুদয় রদ করিতেন, তবে তাহার এমামত দূরে থাকুক, তাহার ধার্ম্মিকতা বিনষ্ট হইয়া যাইত এবং (ফাসেক গোনাহগার) নামে অভিহিত হইত। নিশ্চয় খোদাতায়ালা উক্ত এমামগণকে উক্ত দোষ হইতে পবিত্র করিয়াছেন। সাহাবাগণ হইতে রায় দ্বারা ব্যবস্থা দেওয়া ও কেয়াসের দলীল হওয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে, এইরূপ তাবিয়িগণ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বহু লোকের নাম গণনা করিলেন।

পাঠক, এমাম আজমের মতে রফাইয়াদাএনের হাদিস মনসুখ হইয়াছে, ইহা তাঁহার কপোল কল্পিত মতনহে, ইহা হজরত আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ, বারা বেনে আ'জেব, জাবের বেনে ছোমরা প্রভৃতি অনেক সাহাবার মত। হজরত ওমার, আলি ও এবনে ওমার উক্ত রফাইয়াদাএন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কুফাবাসী মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ (এমাম) সুফ্ইয়ান ছওরি, এবরাহিম নখ্য়ি, ইবনে আবি লায়লা, আলকামা, আছওয়াদ, শা'বি, আবু ইস্হাক, খয়ছমা, মোগিরা, অকি আছেম প্রভৃতি মহা বিদ্বান্গণের মত।

এমাম আজমের মতে এমামের পশ্চাতে মোক্তাদির সুরা ফাতেহা পাঠ নিষিদ্ধ, ইহা তাঁহার মনোক্তি মত নহে, ইহা হজরত এবনে ওমার, আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ, জয়েদ বেনে ছাবেত, যাবের বেনে আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ বেনে আব্বাস, আবু ছইদ খুদরি প্রভৃতি সাহাবাগণের মত এবং কুফাবাসি বহু প্রবীণ প্রধান মোহাদ্দেছের মত।

মূল কথা, এমাম আজম কতকগুলি হাদিস সম্বন্ধে এইরূপ ধরনের যেকোন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বহু সংখ্যক সাহাবা তাবিয়ি ও তাবা তাবিয়ির মত। এক্ষেত্রে সাহাবাগণ, তাবিয়িগণ ও তাবা-তাবিয়িগণ আহলে রায় হইলেন না, এমাম ছুফ্ইয়ান, মালেক, আওজায়ি ও শাফিয়ি প্রভৃতি বিদ্বান্গণ আহলে-রায় হইলেন না, কিন্তু এমাম আবু হানিফা আহলে রায়

হইলেন, এরূপ পক্ষপাতমূলক দাবী একেবারে বাতীল। স্বয়ং এমাম এবনে আবদুল বার্র এ বিষয়ে মোহাদ্দেছগণের ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করার ও হিংসাপরায়ণতার কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ এহ্ইয়া বেনে কাত্তান মোহাদ্দেছগণের ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করার কথা স্বীকার করিয়াছেন, নিজে এমাম আহমদ এই প্রশ্নে নিরুত্তর হইয়াছেন।

পক্ষান্তরে তিনি নিজ হাদিস শ্রবণ ত্যাগ করতঃ এমাম শাফিয়ির রায় শ্রবণ করিতেন। —তজনিব, ৪২, তহজিবোল আসমা, ৭৭।

এমাম অকি, এহ্ইয়া কত্তান, লাএছ ও এহ্ইয়া বেনে মইন মহা মহা মোহাদ্দেছ হওয়া সত্ত্বেও এমাম আজমের রায় গ্রহণ করিতেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, এক্ষেত্রে কেন তাহাদিগকে আহলে-রায় বলা হয় না?

পাঠক, যদি আমি শাহ্ সাহেবের কথা স্বীকার করিয়া লই যে, যাহারা প্রাচীন বিদ্বান্গণের নির্দ্ধারিত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাঁহারাই আহলে রাই হইবেন, তবে আমার বক্তব্য এই যে, হাদিসকে সহিহ্, হাসান, জইফ, মোসনাদ, মোত্তাছেল, মরফু, মওকুফ, মকতু, মোনকাতা, মোরছাল, মো'জাল, মোয়া'নয়ান, মোয়াল্লাক, মোদাল্লাছ, শাজ্জ, মোনকার, মোয়াল্লাল, মোজতারেব, মোদরাজ, মওজু, মকলুব, মোছালছাল, গরিব, মশহুর, আজিজ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা, তৎসমুদয়ের এক এক প্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যা করা, কতককে গ্রহণ করা, কতককে ত্যাগ করা কি কোরাণ ও হাদিসের মত? না সাহাবাগণের মত? তৎপরে সেহাহ্ লেখক একজনার এক এক প্রকার কাল্পনিক শর্ত্ত যাহার উপর যাবতীয় হাদিসের সত্যাসত্য নির্ভর করে, কি কোরাণ, হাদিস ও সাহাবাগণের মত? তৎসমুদয় রায় নহে কি?

মরজিয়াদিগের কতক লোকের হাদিস তাঁহারা গ্রহণ করিলেন, আর কতক মরজিয়াদিগের হাদিস ত্যাগ করিলেন, রাফিজি, শিয়া, কাদরিয়া,

জাহমিয়া, মোতাজেলা ও খারিজিদিগের কতকের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, কতকের হাদিস ত্যাগ করিয়াছেন, কতক মোদাল্লেছ, অপরিচিত ও স্মৃতিহীন লোকের হাদিস গ্রহণ করিলেন, আর কতকের হাদিস ত্যাগ করিলেন।

যদি তাঁহার মতের অনুকূলে উক্ত কয়েক শ্রেণীর হাদিস পাওয়া যায়, তবে উহাকে সহিহ্ বলিয়া গণ্য করা হইবে, আর যদি তাঁহাদের মতের বিপরীতে তাহাদের হাদিস পাওয়া যায়, তবে উহাকে জইফ বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে।

বিনা সনদের হাদিস সহিহ্ হইবে না, কিন্তু যদি উক্ত প্রকার হাদিস সহিহ্ বোখারিতে থাকে, তবে উহা সহিহ্ হইয়া যাইবে। উপরোক্ত মতগুলি কি কোরাণ, হাদিস ও সাহাবাগণের মত। উক্ত মতগুলি কি রায় নহে?

ফৎহোল-মোগিছ, ৯৮ পৃঃ;—

"হাদিসের গুপ্ত দোষ অবগত হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার, (এমাম) আলি মদিনি, আহমদ, বোখারি, ইয়াকুব, আবু হাতেম, আবু জোরয়া, ও দারকুৎনি, প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলী ইহা অবগত হইয়াছেন।

(এমাম) এবনে মেহদি বলিয়াছেন, আমরা হাদিসের সূক্ষ্মতত্ত্ব এলহাম কর্ত্তৃক পাইয়াছি। যদি তোমরা এই গুপ্ত তত্ত্বের প্রমাণ চাও, তবে আমরা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

(এমাম) আবু হাতেম ও আবু জোরয়া একটী হাদিসকে সহিহ, বাতীল বা জইফ বলিলে, লোকে ইহার দলীল জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাতে তাঁহারা বলিতেন, আমরা ইহার প্রমাণ পেশ করিতে অক্ষম, তবে অন্যান্য আলেমকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মত ঐক্য হইলে, উহা সত্য জান।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে রাবির হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে উক্ত হাদিসে শত গুপ্ত দোষ থাকিলেও উহা সহিহ্ বলিয়া গণ্য হইল। তাঁহরা যে রাবিকে

জইফ বলিয়াছেন, তাহার হাদিস প্রকৃত পক্ষে সহিহ্ হইলেও বাতীল বলিয়া গণ্য হইল। তাঁহারা যে হাদিসটী সহিহ্ বলিয়াছেন, তাহা মনসুখ গুপ্ত দোষে দোষান্বিত হইলেও সহিহ্ বলিয়া গণ্য হইল। তাঁহারা যাহাকে একবার অপরিচিত, স্মৃতিশক্তিহীন বা বেদয়াতি বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি কি নির্দ্দোষ হইলেও তাঁহার হাদিস গ্রাহ্য হইবে না।

মূল কথা এই যে, সেহাহ্ সেত্তা বা অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে যে সমস্ত হাদিস তত্ত্ব আছে, তৎসমুদয় কোরাণে নাই, হাদিসে নাই, সাহাবাগণের এজমাতে নাই, উহা রায় ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহারা যে কল্পিত নিয়মাবলী স্থির করিয়াছেন, পরবর্ত্তী যাবতীয় মোহাদ্দেছ উক্ত নিয়মাবলীর অনুসরণ করিয়া হাদিস বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সহস্রবার আহলে রায় বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের কল্পিত নিয়মাবলীর একটী প্রমাণও কোরাণ হাদিসে নাই, তবু ইঁহারা আহলে রায় হইলেন না, পক্ষান্তরে এমাম আজম কোরাণ, হাদিস হইতে মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত উভয় দলীলে কোন মস্‌লা দুষ্প্রাপ্য হইলে, এজমা ও কেয়াসের অনুসরণ করিতেন, ইহাতে তিনি আহলে রায় হইলেন, এইরূপ বাতিল দাবির প্রমাণ কোরাণ ও হাদিসে নাই, এই রূপ কল্পিত মতের তকলিদ করা জায়েজ নহে।

এনসাফ, ৫০ পৃষ্ঠা;—

''মোহাদ্দেছকে যে নিয়মাবলী তাঁহার অগ্রগামিদল প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং খোদা ও রসুল তৎসমস্তের বিধান করেন নাই, উক্ত নিয়মাবলীর উপর এরূপ দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে তিনি কোন সহিহ্ হাদিস কিম্বা সহিহ্ কেয়াস রদ করিয়া বসেন, যেরূপ উক্ত হাদিসকে ত্যাগ করা যাহাতে সামান্য পরিমাণ 'এরছাল' ও 'এন্‌কেতা'র সন্দেহ থাকে, যথা, এবনে হাজম সহিহ্ বোখারির বাদ্য হারাম হওয়া সংক্রান্ত হাদিসটী 'এন্‌কেতা'র সন্দেহ রদ করিয়াছেন, আর যেরূপ মোহাদ্দেছগণের কথা যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি অপেক্ষা হাদিসের শ্রেষ্ঠতর হাফেজ,

ইহাতে তাঁহারা উক্ত প্রথম ব্যক্তির হাদিসকে অন্যের হাদিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়া থাকেন যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে সহস্র প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে।"

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের প্রাচীনগণের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর অনুসরণে হাদিস বিচার করিয়া থাকেন. যে সমুদয়ের প্রমাণ কোরাণ, হাদিসে নাই, কেবল তাঁহাদের রায়ের উপর তৎসমস্তের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ রায়ের জন্য অনেক সহিহ্ হাদিসকে তাঁহারা রদ করিয়া থাকেন।

এইরূপ একদল রায়কারি রায় করিয়া বলেন যে, সেহাহ্ সেত্তার হাদিস থাকিতে অন্য কোন কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের হাদিস থাকিতে অবশিষ্ট চারি খণ্ড কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, আর সহিহ্ বোখারির হাদিস থাকিতে সহিহ্ মোসলেমের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, আর হাদিসের কেতাবগুলি কয়েক তবকার হইয়াছে, প্রথম তবকার হাদিস থাকিতে দ্বিতীয় তবকার হাদিস, দ্বিতীয় তবকার হাদিস থাকিতে তৃতীয় তবকার হাদিস, তৃতীয় তবকার হাদিস থাকিতে চতুর্থ তবকার হাদিস অগ্রাহ্য হইবে।

সমস্ত মোহাদ্দেস অপেক্ষা এমাম বোখারি শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন, তৎপরে মোস্‌লেম, আবু দাউদ প্রভৃতি। প্রভুরা এই প্রকার কাল্পনিক মতের প্রমাণ সহস্র বৎসর ধরিয়াও কোরণ হাদিস হইতে পেশ করিতে পারিবে না, এইরূপ কল্পিত মত সমুহের পয়রবি করিলে, সহস্র সহস্র হাদিস রদ করা হয়, এইরূপ হাদিস বাতীলকারী দল আহলে রায় হইলেন না, ইহা হয় রাজার ধুম বিচার নহে কি?

ছেয়ানত, ১০৩/১০৪ পৃষ্ঠা।

"আমরা ও প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, যদি তিনি জীবিত থাকিতেন এ পর্য্যন্ত যে হাফেজগণ হাদিস সংগ্রহে শহর ও সীমান্ত

স্থল সমূহে ভ্রমণ করার পর শরিয়তের সমগ্র হাদিস একস্থলে সংগৃহীত হইত, এবং তিনি সমগ্র হাদিস পাইতেন, তবে যে সমস্ত কেয়াস করিয়াছিলেন সমুদয় ত্যাগ করিতেন এবং অন্যান্য মজহাবের ন্যায় তাঁহার মজহাবেও কেয়াস কম হইত। তবে তাঁহার সময়ে শরিয়তের দলীল সমূহ তাবেয়িন ও তাবা-তাবিয়িগণের নিকট শহর, নগর ও সীমান্ত স্থল সমূহে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়াইয়াছিল তাহাতেই আবশ্যক বশতঃ তাঁহার মজহাবে কেয়াস অন্যান্য এমাম গণের তুলনায় অধিক হইয়াছে, যেহেতু সেই সমস্ত কেয়াসি মসলায় তাঁহার নিকট কোরাণ হাদিসের কোন স্পষ্ট দলীল উপস্থিত ছিল না যেমন অন্যান্য এমামগণের নিকট ছিল।''

ধোকা ভঞ্জন

এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এমাম আবু হানিফা (র) সমস্ত হাদিসই পান নাই, আর এমাম শাফিয়ি, মালেক, আহমদ, বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি, এবনে মাজা, দারকুৎনি, বয়হকি ও ইসহাক প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ সমস্ত হাদিস জানিয়াছিলেন; এইরূপ কোন অহি লেখক পাইয়াছেন কি? উক্ত অহি তাঁতিবাগানেই কি নাজেল হইয়াছিল? কোরাণ, হাদিসে এইরূপ সংবাদ আছেকি? যদি না থাকে, তবে তাঁতিবাগানের লেখক সাহেব আহলে রায় হইলেন কিনা? তাঁহার এইরূপ রায় ও কেয়াসের তকলিদ করা তাঁহার মতানুযায়ী শেরক কাফেরি হইবে কিনা? জগতে এরূপ কোন লোক নাই যিনি দাবি করিতে পারেন যে, তিনি হজরতের সমস্ত হাদিস জানেন। যদি লেখক সাহেব হাদিস কিম্বা কোরাণ হইতে এরূপ প্রমাণ পেষ করিতে পারেন যে, এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ সমস্ত হাদিস অবগত হইয়াছিলেন কিম্বা তাঁহারা এমাম আজম অপেক্ষা অধিকতর হাদিস জানিতেন, অথবা তাঁহারা এই পরিমাণ হাদিস জানিতেন, তবে ১০০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

এমাম বোখারি, মোসলেম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন; বা হজরতের সমস্ত হাদিস অবগত ছিলেন, এইরূপ দাবিতে অদৃশ্য বিষয় (গায়েব) জানিবার দাবি করা হইল কিনা?

এসাবা, ১/৩/৪, তজরিদো-আসমায়েস্ সাহাবা, ১/৩/৪ পৃঃ;—

এমাম এবনে হাযার আস্কালানি ও এমাম যজরি, এমাম আবু জোরয়া রাজি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরতের এন্তেকালের সময় এক লক্ষের অধিক সাহাবা বর্ত্তমান ছিলেন যাহারা হজরতকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যাহারা হজরতের নিকট কোন হাদিস শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা ধরিলে, আরও বহু বেশী হইবে।

ইস্তিয়া'ব কেতাবে এমাম এবনে আবদুল বার্র ৩৫০ জন সাহাবার নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের মধ্যে কতককে সাহাবা বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

আছাদো'ল গাবাতে ৭৫০ জন সাহাবার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বহু অপরিচিত লোকও আছেন।

হাকেম বলিয়াছেন, ৪ সহস্র সাহাবা হইতে হজরতের হাদিস রেওয়াএত আছে।

এমাম যজ্রি বলিয়াছেন, বোধ হয় যে, হজরত হইতে ১৫০০, উর্দ্ধ সংখ্যা ২০০০ সাহাবার রেওয়াএত বর্ত্তমান আছে।"

পাঠক, লক্ষ সাহাবার মধ্যে মাত্র দুই কিম্বা চারি সহস্র সাহাবা কর্ত্তৃক হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, এই সূত্রে হজরতের বহু সহস্র, বরং বহু লক্ষ হাদিস অন্যান্য সাহাবাগণের অন্তর সমূহে নিহিত ছিল যে, সমুদয় এমাম বোখারি জানিতে পারেন নাই।

এমাম মোসলেম, আবু দাউদ বা কোন মোহাদ্দেছ জানিতে পারেন নাই।

আরও যে সাহাবাগণ হজরতের হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই যে মৃত্যুর অগ্রে আপনাপন জানিত সমগ্র হাদিস প্রকাশ করিতে

পারিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে। অনেকে হঠাৎ যুদ্ধে, প্লেগে বা অন্যান্য পীড়ায় গোরশায়ী হইয়াছিলেন। যাহারা বেশী দিবস জীবিত ছিলেন, তাঁহারা বেশী হাদিস প্রকাশ করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন।

হজরতের সাহাবাগণের মধ্যে চারি খলিফা তাঁহার বাল্য বন্ধু ও চিরসহচর ছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠতম হাদিস তত্ত্ববিদ্ অন্য কেহ ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের (রা) মাত্র ১৪২টী হাদিস, হজরত ওমারের (রা) মাত্র ৫৩৯টী হাদিস হজরত ওছমানের (রা) মাত্র ১৪৬টী হাদিস এবং হজরত আলির (রাঃ) মাত্র ৫৮৬টী হাদিস বর্ত্তমান হাদিসের কেতাব সমুহে পাওয়া যায়, ইহাতেই অনুমান করুন যে, কত অধিক সংখ্যক হাদিস সাহাবাগণের অন্তরে নিহিত থাকিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই মোহাদ্দেছগণ সামান্য হাদিস অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি?

২। প্রথম ইস্‌লামে মুসলমানগনের অধিকৃত শহরের সংখ্যা অল্পই ছিল, মক্কা, মদিনা, কুফা, বাসোরা। সেই সময় প্রায় সমস্ত সাহাবা উক্ত চারি শহরে অবস্থিতি করিতেন, সেই সময়ের তাবিয়ি বিদ্বানেরা অল্পায়াসে যাবতীয় সাহাবার হাদিস সমূহ শিক্ষা করিতে সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন, তৎপরে ক্রমান্বয়ে শাম, মিসর, আফ্রিকা, জজিরা, আন্দলুসিয়া ইত্যাদি শহরগুলি তাঁহাদের অধিকৃত হইলে, উক্ত সাহাবাগণ শহর সমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় সমস্ত হাদিস শিক্ষা করিতে গেলে, বহু দেশ ভ্রমণের আবশ্যক হইয়া পড়িত। প্রধান প্রধান তাবিয়িগণের শিক্ষার যুগে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বহু রাজ্য অধিকৃত হয় নাই বা শরিয়তের এল্‌ম বহু শহরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই ; কাজেই তাঁহাদের সমস্ত হাদিস শিক্ষা করিতে মিসর, শাম, ইমন, বগদাদ ভ্রমণের কোন আবশ্যক ছিল না।

প্রধান প্রধান তাবিয়ি একমাত্র কুফাতে ১৯ জন, বাসোরাতে ৬ জন, মদিনা শরিফে ৭ জন ও মক্কা শরিফে ২ জন ছিলেন, মক্কা, মদিনা ও

বাসোরাতে একুনে ১৫ জন প্রধান তাবিয়ি ছিলেন, আর কুফাতে ১৯ জন তাবিয়ি ছিলেন, ইহাতে কুফার এল্‌মের অবস্থা বুঝুন।

কুফাবাসি তাবিয়িগণ অল্প সময়ে মক্কা, মদিনা, বাসোরা, কুফা প্রভৃতি শহর সমূহের সাহাবাগণের কোরাণ, হাদিসতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহারা যে সাহাবাগণের এল্‌ম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত্ব করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এমাম আজম তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের যাবতীয় হাদিসতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, আবার তিনি নিজে মক্কা, মদিনা, বাসোরা, শাম, ইমন ও মিসরের প্রধান প্রধান বিদ্বান্‌গণ হইতে বহু হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, কাজেই উক্ত এমামের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়ার কোন আবশ্যক ছিল না।

সেই সময় এমাম সুফ্‌ইয়ান, অকি, এহ্‌ইয়া কাত্তান, এহ্‌ইয়া বেনে জিক্‌রিয়া প্রভৃতি মহা মহা হাদিস তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্ ছিলেন, তাঁহারা মক্কা, মদিনা, বাসোরা ও কুফার এল্‌ম শিক্ষা করিয়া মহা হাদিস তত্ত্ববিদ্ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মহা হাদিস তত্ত্ববিদ হওয়ার প্রতি কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা ত শাম, মিসর, আফ্রিকা, জজিরাতে গমন করেন নাই, এইরূপ এহ্‌ইয়া বেনে মইন, আলি মদিনি ও এবনে মেহ্‌দি বহু দেশ ভ্রমণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের মহা হাদিস তত্ত্ববিদ হওয়ার কোন সন্দেহ নাই, তবে এমাম আজমের বহু দেশ ভ্রমণের আবশ্যক হইবে কেন?

৩। এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, এবনে মাজা, নাসায়ি প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদ্গণ দুই আড়াই শত হিজরীর পরে বিদ্যা অভ্যাসে যত্নবান হন, তখন বহু দেশ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়, বহু শহরে কোরাণ, হাদিসের এল্‌ম ছড়াইয়া পড়ে, নিম্নে মুসলমান রাজ্যের কতকগুলি শহরের নাম লিখিত হইতেছে;—

১। কুফা। ২। বাসোরা। ৩। মাদাএন। ৪। বাবোল। ৫। হোলওয়ান। ৬। নজফ। ৭। বগদাদ। ৮। নাহার-ওয়ান। ৯। কারবালা।

১০। মুছেল। ১১। ওয়াছেত। ১২। নাহাওয়ান্দ। ১৩। এছ্ফেহান। ১৪। হামদান। ১৫। রায়। ১৬। কজ্বিন। ১৭। ওস্তোরাবাদ। ১৮। ছাহারওয়ার্দ্দি। ১৯। রাঞ্জান। ২০। বাস্তাম। ২১। দয়লম। ২২। খারেজম। ২৩। জামাখ্শার। ২৪। ঘোরযানিয়া। ২৫। বালাখ। ২৬। কারইয়ার। ২৭। নায়ছাপুর। ২৮। হেরাত। ২৯। ছারাখ্ছ। ৩০। এছ্ফেরাএন। ৩১। তুছ। ৩২। কেরমান। ৩৩। তেরমজ। ৩৪। বোখারা। ৩৫। ছামারকান্দ। ৩৬। খোজান্দ। ৩৭। তাশকান্দ। ৩৮। তুরান। ৩৯। মদিনা। ৪০। তবুক। ৪১। নজ্দ। ৪২। খয়বর। ৪৩। মছ্কত। ৪৪। তায়েফ। ৪৫। আম্বান। ৪৬। হাজরামাওত। ৪৭। ইমন। ৪৮। ইমামা। ৪৯। মরব। ৫০। কোলজম। ৫১। দেমইয়াত। ৫২। কিরওয়ানা। ৫৩। কতিফ। ৫৪। আছ্কালাম। ৫৫। আদন। ৫৬। তাঞ্জা। ৫৭। শামের ট্রিপলি। ৫৮। মগরেবের ট্রিপলি। ৫৯। তাবারতুছ। ৬০। ছানয়া'। ৬১। ছেইউত। ৬২। ছুছ্। ৬৩। জোবাএদ। ৬৪। রামালা। ৬৫। দানার। ৬৬। দেমাশ্ক। ৬৭। হেমছ্। ৬৮। হলব। ৬৯। হেজর। ৭০। বয়তোল মোকাদ্দেছ। ৭১। বায়ালবক্ক। ৭২। বাদাখ্-শান। ৭৩। এন্তাকিয়া। ৭৪। এস্কেন্দরিয়া। ৭৫। জজিরা। ৭৬। ওন্দালছ। ৭৭। কোরতবা। ৭৮। সেজেস্তান। ৭৯। ইস্বেহান। ৮০। হারাণ। ৮১। নাসা। ৮২। নাযরান। ৮৩। বাহরাএন। ৮৪। আরদন। ৮৫। ইয়ারমুক। ৮৬। কেন্নিস্রিন। ৮৭। তেবরিয়া। ৮৮। কারছাবিয়া। ইহা ব্যতীত আরও বহু শহর আছে। ফতুহোল বোলদান, মোয়াজ্জমল বোলদান, তারিখে-তিবরি, এবনোল আছির দ্রষ্টব্য।

এমাম বোখারি, বোখারা, বালাখ, মরব, নায়ছাপুর, রায়, বগদাদ, বাসোরা, কুফা, মক্কা, মদিনা, ওয়ছেত, দেমশক, কায়ছারিয়া, আস্কালান, হেম্স, এই ১৫টী শহরে হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি ৭৫ এর অধিক শহর গমন করেন নাই এবং তথাকার বিদ্বান্গণের নিকট হাদিস শ্রবণ করেন নাই। এইরূপ এমাম মোসলেম, আবু

দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি ও এবনে মাজা সামান্য কয়েকটী শহরে হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই হিসাবে তাঁহারা যে হজরতের কয়েক লক্ষ হাদিস জানিতে পারেন নাই, ইহাতে সন্দেহ কি?

৪। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এমাম আহমদ ১০ লক্ষ হাদিস জানিতেন, এমাম বোখরি ৬ লক্ষ হাদিস জানিতেন, এমাম মোসলেম ৩লক্ষ হাদিস জানিতেন এবং এমাম আবু দাউদ ৫ লক্ষ হাদিস জানিতেন। এমাম আহমদ যে কয়েকটী শহরে ভ্রমণ করিয়া ১০ লক্ষ হাদিস জানিতেন, ইহাতে কি প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন যে, তিনি হজরতের যাবতীয় হাদিস জানিতেন?

প্রতিপক্ষদিগের দাবি মত এমাম বোখারি ৬লক্ষ হাদিস জানিলেও তিনি এমাম আহমদের জানিত ৪ লক্ষ হাদিস জ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

আরও এমাম মোসলেম এমাম বোখারির জানিত ৩ লক্ষ ও এমাম আহমদের জানিত ৭ লক্ষ হাদিস জানিতেন না।

এমাম আবু দাউদ এমাম আহমদের জানিত ৫ লক্ষ ও এমাম বোখারির জানিত ১ লক্ষ হাদিস জানিতেন না।

এইরূপ এমাম নাসায়ি, তেরমজি, এবনে মাজা, দারকুৎনি, বয়হকি হাকেম, তেবরানি প্রভৃতি বহু লক্ষ হাদিস জানিতে পারে নাই।

৫। সহিহ্, বোখারি, মোসলেম ও আবু দাউদে প্রায় চারি সহস্র করিয়া হাদিস আছে। যদিও তাঁহারা এক এক হাদিসকে কয়েকবার করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া চারি সহস্রের অধিক হাদিস হয়, তথাচ মূল হাদিসগুলির হিসাবে চারি সহস্র হয়। বরং এমাম এবনে হাজার আস্কালানি সহিহ্ বোখারির টীকা ফৎহোল বারির ১ম খণ্ডে (৬৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, সহিহ্ বোখারিতে মূল ২৫১৩টী হাদিস আছে।

এইরূপ তেরমজি, নাসায়ি, এবনে মাজা প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে চারি সহস্রের অধিক হাদিস হইবে না। এই সূত্রে মজহাব বিদ্বেষিগণ সেহাহ্ আবুজ-

লেখকগণের বহু লক্ষ হাদিস জানিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহারা অজ্ঞাতসারে কত লক্ষ স্থলে হাদিসের বিপরীত করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে?

পাঠক, এখন আসুন, বিচার করুন, সেহাহ্ লেখকগণ জানিয়া সুনিয়া হাদিস রদ করিয়াছেন কিনা?

তওজিহোন্নজর, ৮৬। তজনিব, ১৭/১৯ ও মোকাদ্দমায় ফৎহোল-বারি, ৮ পৃঃ;—

এমাম জুহরির পাঁচ প্রকার শিষ্য ছিল, এমাম তেরমজির মতে পঞ্চম শ্রেণীর হাদিস সহিহ্ নহে, অবশিষ্ট চারি শ্রেণীর হাদিসগুলি সহিহ্।

এমাম আবু দাউদ ও নাসায়ির মতে পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীর হাদিসগুলি বাতিল। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর হাদিসগুলি সহিহ্।

এমাম মোসলেমের মতে তৃতীয় শ্রেণীর হাদিসগুলিও সহিহ্ হইতে পারে না।

এমাম বোখারির মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদিসগুলি সহিহ্ হইতে পারে না।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণ হইতেছে যে, সেহাহ্ লেখাকগণ যে চারি পাঁচ রকম কাল্পনিক শর্ত্ত বাহির করিয়াছেন, ইহার সত্যতার সম্বন্ধে কোরাণ, হাদিসে কোনই প্রমাণ নাই, এইরূপ রায় ও কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া একজন মোহাদ্দেছ অন্যের সহিহ্ মানিত বহু হাদিস বাতীল করিয়াছেন।

মোকাদ্দমায় নবাবি, ১১ পৃঃ;—

"এমাম হাকেম নায়ছাপুরি 'মদখল' কেতাবে লিখিয়াছেন, এমাম বোখারি ৪৩৪ জন বিদ্বানের হাদিস সমূহ সহিহ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোসলেম উক্ত হাদিসগুলি রদ করিয়াছেন। এইরূপ এমাম মোসলেম ৬২৫ জন বিদ্বানের হাদিস সমূহ সহিহ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তাঁহাদের হাদিসগুলি রদ করিয়াছেন। এমাম মোসলেম

জোবাএর মক্কি, সোহাএল, আলা ও হাম্মাদের হাদিসগুলি সহিহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তৎসমস্ত রদ করিয়াছেন।

এমাম বোখারি, একরামা, ইস্হাক, আমর উল্লিখিত হাদিসগুলি সহিহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোসলেম তৎসমস্ত রদ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম বোখারি ও মোসলেম জ্ঞাতসারে একে অন্যের সহিহ্ মানিত বহু সহস্র হাদিস বাতীল করিয়াছেন।

৬। মোয়ানয়ান হাদিস কাহাকে বলে?

যে হাদিসের সনদে এইরূপ কথা থাকে যে, এই হাদিসটী অমুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে শিষ্য শিক্ষকের নিকট হাদিসটী শুনিয়াছেন কিনা, তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। যদি সমসাময়িক দুইটী লোক উপরোক্ত ভাবে এক অন্য হইতে একটী হাদিস বর্ণনা করেন, কিন্তু যদি তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ পাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, তবে এমাম বোখারি আলি মদিনির মতে উক্ত হাদিসটী সহিহ্ হইবে না, পক্ষান্তরে এমাম মোসলেম উক্ত হাদিসটী সহিহ্ বলিয়াছেন এবং উহার উপর বিদ্বান্গণের এজমা হওয়ার দাবি করিয়াছেন। এমন কি তিনি প্রথমোক্ত মতধারীকে বেদয়াতি বলিয়াছেন।

সহিহ্ মোসলেম, ২১/২২পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এমাম মোজাই বলিয়াছেন যে, এমাম বোখারি এই শর্ত্ত করিয়া বহু সহিহ্ হাদিস রদ করিয়াছেন। — তজনিব ৫।

৭। মোর্ছাল হাদিস কাহাকে বলে?

তাবিয়ি সম্প্রদায় সাহাবাগণকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু হজরতকে দেখেন নাই, প্রধান প্রধান তাবিয়ি, সাহাবাগণের নিকট হাদিস শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা হজরতের নিকট হাদিস শুনেন নাই। এক্ষেত্রে যদি তাবিয়ি মধ্যবর্ত্তী রাবি সাহাবার নামোল্লেখ না করিয়া বলেন যে, হজরত এইরূপ বলিয়াছেন, তবে এই হাদিসকে মোরছাল বলা হইবে।

মোকাদ্দমায় আবু দাউদ, ১ পৃঃ;—

"(এমাম) ছুফইয়ান ছওরি, মালেক, আওজায়ির ন্যায় প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ মোরছাল হাদিসকে দলীল বলিয়া গ্রহণ করিতেন।"

মোকাদ্দমায় নাবাবি, ১৫ পৃঃ;—

৮। "(এমাম) মালেক, আবু হানিফা, আহমদ ও অধিকাংশ ফকিহ্‌গণের মতে মোরছাল হাদিস দলীল। এমাম শাফিয়ি কয়েকটী শর্ত্ত সহ মোরছাল হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।"

তদরিবোর রাবি, ৬৭ পৃঃ;—

"এমাম মালেক ও আবু হানিফার মজহাবে এবং (এমাম) আহমদের প্রসিদ্ধ মতে মোরছাল হাদিস সহিহ্।

(এমাম) এবনে জরির বলেন, মোরছাল হাদিসের দলীল হওয়ার প্রতি সমস্ত তাবিয়ির এজমা হইয়াছে। দুইশত হিজরি অবধি তাঁহাদের মধ্যে বা তৎপরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের মধ্যে কেহই উক্ত হাদিসের প্রতি এনকার করেন নাই, প্রথমেই (এমাম) শাফিয়ি উহা রদ করেন, কিন্তু তিনি কয়েক শর্ত্ত সহ উহা সহিহ্ বলিয়া স্বীকার করেন।"

ফৎহোল-মোগিছ, ৫৫ পৃঃ;—

"(এমাম) মালেক, আবু হানিফা ও তাঁহাদের অধিকাংশ মতাবলম্বিগণ, একদল হাদিস তত্ত্ববিদ্ মোরছাল হাদিস সহিহ বলিয়াছেন। নাবাবি এবনোল কাইয়েম ও এবনে কছির প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন যে, এমাম আহমদ উহা দলীল রূপে গ্রহণ করিতেন। এমাম নাবাবী 'মোহাজ্জবে'র টীকায় লিখিয়াছেন যে, উহা অধিকাংশ ফকিহ্‌গণের মত।

(এমাম) গাজালি বলিয়াছেন, ইহা প্রায় সমস্ত ফকিহ্ বিদ্বানের মত।

(এমাম) আবু দাউদ বলিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।"

পাঠক, সহিহ বোখারিতে ১৩৪১টী বিনা সনদের মোয়াল্লাক হাদিস আছে, যদি সহিহ বোখারির মোয়াল্লাক হাদিসগুলি সহিহ বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তবে প্রধান তাবিয়ি কর্ত্তৃক উল্লিখিত মোরছাল হাদিসগুলি কেন ধর্ত্তব্য হইবে না?

এমাম মোসলেম নিজ সহিহ কেতাবে ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"হাদিস তত্ত্ববিদ্গণের মতে মোরছাল হাদিস দলীল নহে।"

এমাম তেরমজি নিজ কেতাবের ২৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"মোরছাল হাদিস দলীল নহে।"

মোকাদ্দমায় আবু দাউদ, ২ পৃঃ;—

"সহিহ আবু দাউদে প্রায় ৬০০ শত মোরছাল হাদিস আছে।"

তদরিবোর রাবি, ৭৩ পৃঃ;—

"মোয়াত্তায় মালেকে ৬১টী মোরছাল হাদিস আছে।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এই একটী শর্ত্তের জন্য সহস্রাধিক মোরছাল হাদিস রদ করিয়াছেন।

৮। এমাম দারকুৎনি, সহিহ বোখারি ও মোসলেমের ২০০ শত হাদিসের উপর জরাহ্ করিয়াছেন। এইরূপ আবু মছউদ দেমাশকি ও আবু আলি গাচ্ছানি উক্ত কেতাবদ্বয়ের অনেকগুলি হাদিস রদ করিয়াছেন।

মোকাদ্দমায় নাবাবি, ১৪।

বিদ্বান্গণ সহিহ বোখারির ৮০টী হাদিসের উপর এমাম মোসলেমের ১৩০টী হাদিসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

হাশিয়ায় শেখ আজহরি, ১৮।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই যে, মোহাদ্দেছগণ জানিয়া শুনিয়া এত অধিক সংখ্যক হাদিস রদ করিয়া দোষী হইবেন কিনা?

৯। মেশকাতের ৩২ পৃষ্ঠায় সহিহ বোখারি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে;- بلغوا عنى ولو اية

"যদিও একটী আয়ত হয়, তবু তোমরা আমার পক্ষ হইতে (উহা লোকদিগকে) পৌছাইয়া দাও।"

মেশকাত ১৪। সহিহ বোখারি ও মোসলেম হইতে উদ্ধৃত ;—

"(হজরত) নবি (সাঃ) সাহাবা মোয়াজকে বলিয়াছিলেন, যে কেহ অন্তরের বিশ্বাস সহ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, খোদাতায়ালা ভিন্ন মা'বুদ কেহ নাই এবং (হজরত) মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার রসুল, খোদাতায়ালা দোজখ তাহার উপর হারাম করিবেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রসুলোল্লাহ্, আমি কি লোকদিগকে ইহার সংবাদ প্রদান করিব? হজরত বলিলেন, তাহা হইলে লোকে (উহার) উপর ভরসা করিয়া থাকিবে। তৎপরে (হজরত) মোয়াজ (রাঃ) গোনাহ্ হওয়ার ভয়ে মৃত্যুর অগ্রে উক্ত হাদিসটী বর্ণনা করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরতের হাদিস লেখনী দ্বারা হউক, আর রসনা দ্বারা হউক, উম্মতের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া ওয়াজেব, উহা গোপন করিলে, মহা গোনাহ্ হইবে।

এমাম বোখারি, মোসলেম, আবুদাউদ এই মোহাদ্দেছগণের প্রত্যেকে চারি সহস্র করিয়া হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ৬ কিম্বা ৫ অথবা ৩ লক্ষ করিয়া হাদিস জানিতেন, তবে তাঁহারা এত লক্ষ এত সহস্র হাদিস গোপন করিয়া পর্ব্বত তুল্য গোনাহ্ সঞ্চয় করিয়াছিলেন কিনা?

-এই প্রশ্নের সদুত্তর ইহা হইতে পারে যে, তাঁহারা মূল হাদিস চারি সহস্র করিয়া অবগত ছিলেন, তবে এক এক হাদিসের ৫০, ৮০ কিম্বা ১০০টী সনদ তাঁহাদের কণ্ঠস্থ ছিল, যথা হজরতের এই হাদিস—

انما الاعمال بالنيات

"নিয়ত অনুযায়ী কার্য্য সমূহ হইয়া থাকে।" ৭ শত সনদে বর্ণিত হইয়াছে। মনে ভাবুন, চারি সহস্র হাদিসের প্রত্যেকটী ১০০ জন রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে প্রত্যেক হাদিসের ১০০ টী সনদ স্মরন রাখিলে, চারি লক্ষ হাদিস হইয়া পড়ে। আরও প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ সাহাবা ও তাবিয়িগণের কার্য্য ও ফৎওয়াকে হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিতেন, এসূত্রে উপরোক্ত চারি লক্ষ সনদের সহিত সাহাবা ও তাবিয়িগণের কার্য্যকলাপ ও ফৎওয়াগুলি যোগ করিলে, আরও কয়েক লক্ষ হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে যদি ইহা স্বীকার করা হয় যে, তাঁহারা যে চারি সহস্র করিয়া হাদিস লিখিয়াছেন, আর যে সমস্ত হাদিস উল্লেখ করেন নাই, এই উভয় প্রকার হাদিসগুলির মর্ম্ম পৃথক পৃথক, তবে তাঁহাদের এইরূপ হাদিসগুলিকে গোপন করা মহা গোনাহ হইয়াছে, কাজেই হাদিস গোপনকারিদের অন্যান্য হাদিস কিরূপে গ্রাহ্য হইবে?

এমাম এবনে হাজার আস্কালানি লিখিয়াছেন যে, সহিহ্ বোখারিতে চারি সহস্র হাদিস নাই, কেননা তিনি একটী হাদিসের একাংশ এক অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় অংস অন্য অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, এবং তৃতীয় অংশ অপর অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, এই কারণে মূল হাদিসের সংখ্যা ২৫১৩ হইবে, ফৎহোল বারি, ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০। কেহ্ বলিয়াছেন যে, এমাম বোখারি ৭ লক্ষ হাদিস জানিতেন, কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি ৬ লক্ষ হাদিস জানিতেন, কেহ্ বলিয়াছেন যে, তিনি একলক্ষ সহিহ্ ও দুই লক্ষ জইফ বা বাতীল হাদিস জানিতেন, এই বিপরীতবিপরীত কথাগুলির কোন্‌টী সত্য ও কোন্‌টী বাতীল হইবে? উক্ত বিবরণে প্রমানিত হয় যে, তাঁহার এত এত লক্ষ হাদিস জানিবার কথা অমুলক, বরং তাঁহার চার সহস্র হাদিস বা ২৫১৩টী হাদিস জানাই ঠিক। আর যদি কেহ এমাম বোখারির তদতিরিক্ত হাদিস জানিবার দাবি করেন, তবে তিনি উক্ত অতিরিক্ত হাদিসগুলি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন। যদি স্বীকার করি যে, এমাম বোখারি ১ লক্ষ সহিহ্ হাদিস জানিতেন, তবে বলি, কুফা, বাসোরা, মক্কা ও মদিনার অনেক বিদ্বান্ ১ কিম্বা ২ অথবা ৩ লক্ষ করিয়া হাদিস জানিতেন, এক্ষেত্রে তাঁহারা এমাম বোখারি অপেক্ষা প্রধানতর বিদ্বান্ ছিলেন।

এমাম বোখারি যে পরিমান হাদিস লিখিয়াছেন, চারি এমাম তদপেক্ষা শতগুণ অধিকতর শরিয়তের মস্‌লা লিখিয়াছেন, আর উক্ত মস্‌লা কোরাণ ও হাদিস হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে, কাজেই তাঁহারা সেহাহ্ লেখকগণ অপেক্ষা হাদিস তত্ত্বে শ্রেষ্ঠতর বিদ্বান্ ছিলেন। এমাম আজমের প্রত্যেক

মস্‌লার দলীল আছে, কাজেই তিনি হাদিস না জানার জন্য হাদিসের খেলাফ করিয়াছেন, এইরূপ দাবি একেবারে অগ্রাহ্য। অবশ্য তিনি কোরাণ, হাদিস ও এজমা এই তিন দলীলে কোন মস্‌লার উত্তর না পাইলে, কোরাণ হাদিসের নজির ধরিয়া কোন ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন, ইহাকে কেয়াস বলে। তিনি যেরূপ কোরাণ ও হাদিসে সুদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ কেয়াসেও সুদক্ষ ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার কেয়াসি মস্‌লা বহু বেশী হইয়াছে। ইহাতে হাদিস না জানার প্রমাণ হইতে পারে না।

এক্ষণে ছেয়ানতের ১০৪/১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত ৮টী মন্তব্যের উত্তর শুনুন;-

১। এমাম সাহেব ঐ সমস্ত হাদিস সংগ্রহে ভ্রমণকারিদের ন্যায় হাদিসের হাফেজ ছিলেন না।

ধোকাভঞ্জন

এমাম আজম সমগ্র কুফাবাসী বিদ্বানের হাদিসের হাফেজ ছিলেন, আর কুফাবাসী বিদ্বান্‌গণ মক্কা, মদিনা, বাসোরার ইত্যাদি শহরগুলির সমগ্র এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে হাদিসতত্ত্বে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, নিজেও এমাম আজম মক্কা, মদিনা, শাম, ইমন, মিসর ও বাসোরা মহা মহা হাদিসতত্ত্ববিদ্‌ বিদ্বানের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরও তাঁহার শিক্ষকগণ প্রধান প্রধান তাবিয়ি ছিলেন, উক্ত শিক্ষকগণের শিক্ষা কালে শিক্ষাকেন্দ্র শঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহারা অল্প সময়ে যত অধিক পরিমাণ হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, এমাম বোখারি ও মোসলেমের সময় শিক্ষাকেন্দ্র বহু বিস্তৃত হওয়ায় তাঁহারা বহু সময় বহু চেষ্টায় বহু দেশ ভ্রমণে তত অধিক পরিমাণ হাদিস শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এমাম আজম উক্ত তাবিয়ি সম্প্রদায়ের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়া প্রশ্নোল্লিখিত ভ্রমণকারী হাদিসতত্ত্ববিদ্গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাদিসের হাফেজ ছিলেন।

২। "এমাম সাহেবের নিকট হাদিস অল্পই ছিল।"

ধোকাভঞ্জন

লেখকের মানিত এমাম বোখারি, মোসলেম মাত্র চারি সহস্র করিয়া হাদিস লিখিয়াছেন, পক্ষান্তরে এমাম আজম তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ৭০ সহস্রের অধিক হাদিস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সিন্দুক সকল হাদিস গ্রন্থে পূর্ণ ছিল, ইহা সত্ত্বেও তাঁহার নিকট অল্প হাদিস থাকার দাবি করা মিথ্যা অপবাদ নহে কি?

৩। এমাম সাহেব অনেক কেয়াস করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে রায় ও কেয়াসকারী বলিলে, কিছুতেই তাঁহার অপবাদ করা হয় না, বরং সত্য কথা বলা হয়।

ধোকাভঞ্জন

এমাম আজম তাবিয়িগণের নিকট হইতে হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাবিয়িগণ সত্যকালে জীবন অতিবাহিত করিতেন, কজেই তাঁহাকে উক্ত সত্যকালে সহিহ্ হাদিস নির্ব্বাচন করিতে নানাবিধ কাল্পনিক শর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই, কিন্তু এমাম বোখারি, এমাম মোসলেম প্রভৃতি সেহাহ লেখকগণ হজরতের ভবিষ্যদ্বাণি অনুসারে মিথ্যা পূর্ণকালে সহিহ হাদিস নির্ব্বাচন করিতে কয়েক লক্ষ বার রায় ও মনোক্তি মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; কাজেই ন্যায় বিচারে উক্ত মোহাদ্দেছগণকে বড় আহ্‌লে রায় ও কেয়াস বলা নিত্যান্ত কর্ত্তব্য। আরও সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা তাবিয়িগণ রায় ও কেয়াস করিয়া স্থল বিশেষে শরিয়তের ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন; কাজেই যিনি যে পরিমাণ রায় ও কেয়াস করিয়াছেন, তাহাকে সেই পরিমাণ আহলে রায় ও কেয়াস বলা সঙ্গত, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল এমাম আজমকে আহ্‌লে রায় ও কেয়াস বলা কি পক্ষপাতমূলক কথা ও একদেশদর্শিতা নহে? এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতা কলঙ্কের বিষয় নহে কি?

৪। তাঁহার কেয়াস হাদিসের বিপরীত হইয়াছে, নচেৎ তিনি ত্যাগ করিবেন কেন?

ধোকাভঞ্জন

তাঁহার কেয়াস হাদিসের বিপরীত হয় নাই, কিন্তু হাদিসের সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন বা প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকেরা উক্ত মর্ম্মকে হাদিসের বিপরীত হওয়ার দাবি করিয়া সঙ্কীর্ণ বিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলবী 'এনসাফ' কেতাবে লিখিয়াছেন, "মোহাদ্দেছগণ হাদিস রেওয়াএত ও শাজ্জ, গরিব হাদিসগুলি অনুসন্ধান করিতে শশব্যস্ত থাকিতেন, হাদিসের মর্ম্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে অক্ষম ছিলেন, ফকিহ্ মোজতাহেদগণের প্রদত্ত বিদ্যা হইতে বঞ্চিত থাকার জন্য তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাদের হাদিসের খেলাফ করার দাবি করিয়া গোনাহগার হইয়া থাকেন।"

আরও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, নাসায়ি কাল্পনিক শর্ত্ত সমুহের বশবর্ত্তী হইয়া সহস্রাধিক হাদিস রদ করিয়াছেন, লেখক প্রথমে ইহার উত্তর দিন, তৎপরে পরের উপর হাদিসের খেলাফ করার দাবি করিতে সাহসী হইবেন।

৫। তিনি বহু তাবেয়ি ও তাবে-তাবিয়ি বিদ্বান্‌গণের নিকট হইতে তাঁহাদের কোরাণ হাদিসতত্ত্ব জ্ঞাত হন নাই নচেৎ শরিয়তের দলিল সমূহ তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িনগণের নিকট থাকিয়া যাইবার মানে কি? সুতরাং আপনি যে লিখিয়াছেন, "আবু হানিফা মক্কা, মদিনা, কুফা ও বাসোরা নিবাসী চারি সহস্র তাবেয়ি বিদ্বান হইতে উপরোক্ত ছাহাবার সমগ্র কোরাণ হাদিস তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।" ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ধোকাবাজী, জালছাজী বা ভুল।

ধোকাভঞ্জন

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, এমাম আজম, কুফা, বাসোরা, মক্কা, মদিনার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিদ্বানের নিকট হাদিস তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শাফিয়ি মতাবলম্বী আল্লামা এবনে হাজার মক্কি 'খয়রাতোল-হেছানে'র ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার শিক্ষকগণের সংখ্যা এত অধিক যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। এমাম আবু হফছ কবির তাঁহাদের মধ্যে চারি সহস্র শিক্ষকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে চারি সহস্র কেবল তাবিয়ি ছিলেন। তদ্ব্যতীত আরও বহু শিক্ষকছিলেন এক্ষেত্রে তাঁহার চারি সহস্র তাবিয়ি বিদ্বানের নিকট মক্কা, মদিনা, কুফা, বাসোরাবাসী সাহাবাগণের সমগ্র কোরাণ হাদিস তত্ত্ব শিক্ষা করা বিচিত্রই বা কি? নকড়ে ছকড়ের কথায় ইহা মিথ্যা, জালছাজি ও ধোকাবাজি হইতে পারে না।

৬। উপস্থিত হানাফিগণকে এমাম সাহেবের কেয়াসি মসলাগুলি পরিত্যাগ করিয়া হাদিস গ্রহণ করা ফরজ হইয়াছে, যেহেতু সমগ্র হাদিস এখন ত সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে।

ধোকাভঞ্জন

মজহাব বিদ্বেষিগণকে কেয়াস পরিত্যাগ করতঃ অন্য পানির অভাবে কুকুরের এঁটো পানিতে ওজু জায়েজ বলা, মদ হইতে সিরকা প্রস্তুত হালাল বলা, একই সময়ে তিন তালাক দিলে, উহাতে তিন তালাক হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া, বেঙ্, কচ্ছপ, গোসাপ হালাল বলা, কুমির, কামঠ, হাঙ্গর ইত্যাদি যাবতীয় সামুদ্রিক জীব হালাল বলা, স্ত্রীসঙ্গমে বীর্য্যপাত না হইলে, গোছল ফরজ না বলা, ১০ই জেলহাজ্জ ব্যতীত অন্য দিবসে কোরবানি নাজায়েজ বলা, নাপাক অবস্থায় কোরাণ পাঠ জায়েজ বলা, স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম হালাল বলা এবং বানরের উপর জেনার হদ্দ জারি করা ফরজ হইয়াছে, যেহেতু যে সময় মজহাব বিদ্বেষিগণের দাবি অনুসারে সমস্ত হাদিস সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই সময় বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এমাম বোখারি (র) হাদিস সাগর মন্থন করিয়া উপরোক্ত ফৎওয়াগুলি প্রচার করিয়াছিলেন।

আরও লেখকের মতে সেহাহ লেখকগণের সময়ে সমস্ত হাদিস সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা হাদিসের সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে লক্ষ লক্ষ বার রায় ও কেয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শর্ত্তগুলি এরূপ সীমাবদ্ধ যে, একে যে হাদিসটী কেয়াসের বশবর্ত্তী হইয়া সহিহ বলিয়াছেন, অন্যে ঠিক সেই হাদিসটী হাসান, অপরে জইফ বা বাতীল বলিয়াছেন, এইরূপ কেয়াসি মতামতের উপর তাঁহাদের সমস্ত হাদিস সংস্থাপিত হইয়াছে, যদি লেখক উপরোক্ত কেয়াসি মতগুলি ত্যাগ করা ফরজ বলিয়া দাবি করেন, তবে সেহাহ্ সেত্তার ও অন্যান্য হাদিসের কেতাবগুলির সমস্ত হাদিস বাতীল হইয়া যাইবে, আর যদি একদেশদর্শিতা হেতু তৎসমুদয় গ্রহণ করা ফরজ বুঝেন, তবে এমাম আজমের কেয়াসি মসলাগুলি গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

৭। যাহার নিকট এই হাদিস গ্রন্থ আছে তাহার এজমা কেয়াসের দরকার পড়ে না, তিনি শরিয়তের সকল মসলা হাদিস হইতে বাহির করিতে পারেন, নচেৎ হাদিস পাইবার পর কেয়াস সমূহ পরিত্যাগ করার মানে কি? সুতরাং এজমা কেয়াস না মানিলেও আহলে হাদিসগণকে শরিয়তের কোন ভাগ ত্যাগ করিতে হয় না বা তাঁহারা শরিয়তের বাহিরে গিয়া পড়েন না, অতএব আপনি যে ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কেয়াস শরিয়তের দলিল, আরও শরিয়তের মশলার দশভাগের নয়ভাগ স্পষ্ট কোরাণ হাদিসে নাই, উহা কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, অতএব কোরাণ অমান্যকারিদল কোরাণ, হাদিস ও এজমা অমান্য করিয়া এবং শরিয়তের নয়ভাগ ত্যাগ করিয়া শরিয়ত হইতে বাহিরে পড়িয়াছেন। ইহা একেবারে মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা জাল কথা।"

ধোকাভঞ্জন

আচ্ছা আস্ফালনকারী লেখক, নিজ দাবি অনুসারে আপনাদের নিকট ঐসমস্ত হাদিসের কেতাব থাকিতে নিম্নোক্ত মস্‌লাগুলি কোরাণ, হাদিস হইতে বাহির করিয়া দিন।

১। হাদিস কাহাকে বলে? ২। হাদিস কয় প্রকার? ৩। মোরছাল, মোয়াল্লাক, মোনকাতা, মোত্তাছেল, মরফু, মকতু, মওকুফ, মোয়ানয়ান, মোসনদ, জইফ, হাসান, সহিহ্, মোদরাজ, মকলুব, মশহুর, আজিজ, গরিব, মোছালছাল কাহাকে বলে? ৪। কোন কোন শর্ত্তে এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদিস সহিহ্ হয়? ৫। সমসাময়িক লোকদিগের এক অন্য হইতে উল্লিখিত মোয়ানয়ান হাদিস সহিহ্ কিনা? ৬। সেহাহ সেত্তা কাহাকে বলে? ৭। সেহাহ সেত্তার হাদিস থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিস গ্রহণীয় হইবে কিনা? ৮। সহিহ হাদিস থাকিতে হাসান হাদিস গ্রহণীয় হইবে কিনা? ৯। বেদয়াতিদিগের, বিনা সনদের মোয়াল্লাক অথবা মোরছাল হাদিস সহিহ হইবে কিনা? ১০। হিজড়ার কাফনের নিয়ম কি? ১১। কুকুর ও বানরের মলমুত্র পাক কিনা? ১২। ধান্য পাট ও কলাইর সুদ হালাল কিনা?

যদি লেখক এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে এজমা কেয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তবে বুঝা যাইবে যে, এজমা কেয়াস না মানিলে, আহলে হাদিসগণকে শরিয়তের সমস্ত হাদিস ত্যাগ করিয়া শরিয়তের বাহিরে গিয়া পড়িতে হইবে। আমরা বজ্রনিনাদে বলিতে পারি যে, মজহাব বিদ্বেষিগণের সমস্ত মৌলবি একত্রিত হইয়া চেষ্টা করিলেও উক্ত মসলাগুলির প্রমাণ কোরাণ, হাদিস হইতে দেখাইতে পারিবেন না, কাজেই নতশিরে তাহাদিগকে এই বলিয়া তওবা করিতে হইবে যে, কেয়াস শরিয়তের দলীল, আরও শরিয়তের দশভাগের নয়ভাগ মসলা স্পষ্ট কোরাণ, হাদিসে নাই, তৎসমুদয় কেয়াস কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে, অতএব কেয়াস অমান্য কারিদল কোরাণ, হাদিস এজমা অমান্য করিয়া এবং শরিয়তের নয়ভাগ ত্যাগ করিয়া শরিয়ত হইতে বাহিরে পড়িয়াছেন।

এমাম নবাবি 'তহজিবোল-আসমা'য় লিখিয়াছেন;—

এমাম হারামাএন বলিয়াছেন, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণের মত এই যে, কেয়াস অমান্যকারিগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়ত বাহক নহেন; কেননা তাঁহারা

বহু প্রমাণে প্রমাণিত কেয়াসকে অমান্য অস্বীকার করিয়া থাকেন, আরও শরিয়তের অধিকাংশ বিষয় কেয়াস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং শরিয়তের একদশমাংশ কোরাণ ও হাদিসে নাই। ইহারা নিরক্ষর শ্রেণীভুক্ত।"

পাঠক, দেখুন জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণ যে মতটী সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বা জাল্‌ছাজি বলা কি ধোকাবাজি ও ধৃষ্টতা নহে?

২। সহিহ্ বোখারির হাদিস অগ্রগণ্য, তৎপরে সহিহ্ মোসলেমের হাদিস, তৎপরে সেহাহ্ সেত্তার হাদিস অগ্রগণ্য হইবে।

সেহাহ্ লেখক মোহাদ্দেছগণ যে হাদিস বা রাবিকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই সত্য বা গ্রহণযোগ্য হইবে। এই দুইটী মতের প্রমাণ কোরাণ ও হাদিসে থাকে ত লেখক পেশ করুন। আর যদি এই দুইটী মতকে কেয়াসি মত বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং তাহাই ঠিক, তবে কেয়াস মান্য না করিলে, আহলে হাদিসকে শরিয়তের যাবতীয় হাদিস ত্যাগ করতঃ শরিয়তের চতুর্সীমা হইতে দূরে পড়িতে হইবে।

৮। "অন্যান্য এমামগণের মজহাবের যেটীতে কেয়াস যত কম সেটী এমাম সাহেবের মজহাব অপেক্ষা তত উত্তম, যেহেতু তাহাতে অধিক হাদিস আছে এবং হাদিসই নবির শরিয়ত; অতএব আহলে হাদিস মহম্মদিগণের মজহাব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারণ হাদিসই তাঁহাদের মজহাব তাহা ছাড়া তাহাদের অন্য কোন মজহাব নাই।"

ধোকাভঞ্জন

মজহাব চারি প্রকার হইতে পারে;— প্রথম উহাতে কেয়াস অধিক পরিমাণ হইয়াছে, হাদিসের মসলা কম আছে।

দ্বিতীয়, উহাতে কেয়াস অল্প পরিমাণ হইয়াছে, হাদিসের মসলা অধিক পরিমাণ আছে।

তৃতীয়, উহাতে কেয়াস অল্প পরিমাণ হইয়াছে এবং হাদিসের মসলা কম আছে।

চতুর্থ, উহাতে কেয়াসি মসলা অধিক পরিমাণ আছে এবং হাদিসের মসলা অধিক পরিমাণ আছে।

পাঠক, এক্ষণে লেখকের ধোকাবাজি অথবা ভ্রম বুঝুন, তিনি যে দাবি করিয়াছেন যে, যে মজহাবে কেয়াস যত বেশী, উহাতে হাদিস তত কম, আর যে মজহাবে কেয়াস যত কম, উহাতে হাদিস তত বেশী। ইহা একেবারে বাতীল দাবি। আমাদের দাবি এই যে, হানাফি মজহাবে যেরূপ কেয়সি মসলা বহু বেশী, সেইরূপ হাদিসের মসলাও বহু বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি যে, যদি অন্যান্য মজহাবে ২ সহস্র হাদিসের মসলা, ২০ সহস্র কেয়াসি মসলা থাকে, তবে হানাফি মজহাবে ৮ সহস্র হাদিসের মসলা ও ৭০ সহস্র কেয়াসি মসলা হইবে, কাজেই কোন মজহাবে কেয়াসি মসলা বেশী হইলেও কেন হাদিসের মসলা কম হইবে? লেখক এইরূপ ধোকাবাজির অবতারণা করিয়া নিরীহ লোকদিগকে ভ্রান্তপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন কেন?

২। লেখক দাবি করিয়াছেন যে, হাদিসই নবির শরিয়ত, হাদিসই তাঁহাদের মজহাব, হাদিস ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন মজহাব নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কোরাণ নবির শরিয়ত নহে, এজমা ও কেয়াস শরিয়তের অন্তর্গত নহে। কোরাণ আহলে হাদিসদিগের মজহাব নহে, এজমা ও কেয়াস তাঁহাদের মজহাব নহে, যে ব্যক্তি কোরাণ শরিফকে নিজের মজহাব বলিয়া স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি যে শরিয়ত হইতে খারিজ হইবে, ইহাতে কোন মুসলমানের সন্দেহ থাকিতে পারে না। আরও সাহাবা, তাবিয়ি, তাবা তাবিয়িগণ, তৎপরবর্ত্তী মোহাদ্দেছগণ কোরাণ, হাদিস, এজমা ও কেয়াস এই চারিটীকে পর পরে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষিদল কোরাণ, এজমা ও কেয়াস এই তিনটী দলীল অমান্য করিয়া ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলবী এনসাফে লিখিয়াছেন, "খারেজিদল এজমা অমান্য করে, আর শিয়াদল কেয়াস অমান্য করে।" এই খারেজি ও শিয়াদল জাহান্নামী ফেরকাভুক্ত।

৩। সাহাবাগণ কল্পনা ও কেয়াসের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ও হজরতের নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেহাহ্ লেখক মোহাদ্দেছগণ কেয়াছি মত সমূহের উপর নির্ভর করিয়া সহিহ্ হাদিস নির্ব্বাচন করিয়াছেন, কজেই যাহারা তাঁহাদের কেয়াসি মত মান্য না করেন, তাহারা উক্ত কেয়াসি মত সমূহের উপর সংস্থাপিত হাদিসগুলি মান্য করিতে পারেন না, কাজেই মজহাব বিদ্বেষিগণ আহলে হাদিস নহেন, হাদিস তাঁহাদের মজহাব নহে, তঁহাদের মজহাব মনোক্তি মত বা বাতীল কেয়াস।

৪। তাঁহারা সেহাহ্ সেত্তাকে সহিহ্ কেতাব বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, ইহা কি হাদিস? মোহাদ্দেছগণ যেরূপ বাঁধা বাঁধি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হাদিস বিচার করিয়াছেন, তৎসমস্ত কি হাদিস? তাঁহারা যে হাদিসকে সহিহ্, হাসান, জইফ, মরফু, মকতু, মোরছাল, মোনকাতা, আজিজ, গরিব, মশহুর ইত্যাদি কয়েকভাগে বিভক্ত করিয়া তৎসমস্তের কতকগুলি গ্রহণ ও কতকগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কি হাদিস? মোহাদ্দেছগণ সহিহ্ ও জইফ হাদিসের যে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা কি হাদিস? সহিহ্ হাদিস থাকিতে হাসান হাদিস ধর্ত্তব্য নহে, ইহা কি হাদিস? সেহাহ সেত্তার হাদিস থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিস, সহিহ বোখারি ও মোসলেমের হাদিস থাকিতে অবশিষ্ট চারিখণ্ড কেতাবের হাদিস এবং সহিহ্ বোখারির হাদিস থাকিতে সহিহ মোসলেমের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, ইহা কি হাদিস? মোহাদ্দেছগণ অনুমানে যে হাদিসটীকে সহিহ বা বাতীল বলিয়াছেন, যে রাবিকে যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক হইবে বা লোককে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, ইহা কি হাদিস? অন্যান্য কেতাবের মোয়াল্লাক বা মোরছাল কিম্বা বেদয়াতিদের হাদিস সহিহ হইবে না, কিন্তু সহিহ বোখারি ও মোসলেমের উপরোক্ত প্রকার

হাদিসগুলি সহিহ হইবে, ইহা কি হাদিস? মজহাব বিদ্বেষিগণ মোহাদ্দেছ গণের কয়েক সহস্র কেয়াসি কথার তকলিদ করিয়া তৎসমস্ত হাদিস বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহাদের আহলে হাদিস হওয়া ও তাঁহাদের মজহাব হাদিস হওয়া বাতীল কথা, বরং তাঁহাদের আহলে কেয়াস হওয়াই সত্য কথা, এক্ষেত্রে তাঁহাদের মজহাব সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে কিনা?

ছেয়ানত, ১০৫ পৃষ্ঠা।

"তাঁহাদের (আবু হানিফার) মজহাবে রায় ও কেয়াসের আধিক্য বশতঃ এমাম অকি ইত্যাদি আহলে হাদিস বিদ্বান্গণের নিকট তিনি আহলে রায় বলিয়া গণ্য। সুতরাং তাঁহাকে রায় ও কেয়াসকারী বলা ক্ষিপ্ত লোকের অনর্থক বাক্য ব্যয় নহে বরং বড় ২ মোহাদ্দেছের মতে ইহাই ন্যায্য।"

ধোকাভঞ্জন

"রায় ও কেয়াছের আধিক্য বশতঃ আহলে রায় হইতে হইবে, ইহা কি হাদিস না কোরাণ? এইরূপ মতধারীও আহলে রায় নহে কি? যে ব্যক্তি রায় করিবে, সেই আহলে রায় হইবে; সেই হেতু 'ময়ারেফ-এবনে কোতায়বা' কেতাবে এমাম মালেক, ছুফইয়ান, আওজায়ি ওরবিয়াকে আহলে রায় বলা হইয়াছে। তাজকেরা কেতাবে এমাম শাফিয়িকে আহলে রায় বলা হইয়াছে। আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত এমাম অকি তওবা করতঃ এমাম আজমের রায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এমাম এহইয়া কাত্তান, এহইয়া মইন ও লাএছ উক্ত রায় পসন্দ করিয়াছিলেন। যদি রায়ের আধিক্য বশতঃ আহলে রায় হইতে হয়, তবে এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ, বিশেষতঃ মজহাব বিদ্বেষিগণ আহলে রায় হইবেন। এমাম আজম যে আহলে রায় ছিলেন, তাহা নহে, বরং ন্যায় বিচারে প্রত্যেক ফকিহ ও মোহাদ্দেছ আহলে রায় ছিলেন। অবশ্য যে ব্যক্তি এমাম আজমকে হাদিসের বিরুদ্ধে রায়কারী বলে, সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্তের তুল্য অনর্থক বাক্য ব্যয় করিয়াছে।

ছেয়ানত, ৭৪ পৃষ্ঠা।

"শাহ অলিউল্লাহ মরহুম লিখিয়াছেন;—

"কি অতিত কি বর্ত্তমান সব সময়েই হানাফিগণের হাদিস বিদ্যার চর্চ্চা অল্প মাত্র।"

ধোকাভঞ্জন

শাহ্ সাহেবের কথার আদ্যান্ত শুনুন ;—

এনসাফ, ৭৭/৭৮ পৃষ্ঠা;—

"মোজতাহেদ মোতলাক মোন্তাছাব এমাম আবু হানিফার মজহাবে তৃতীয় শতাব্দীর পরে শেষ হইয়া যায়; কেননা শক্তিসালী মোহাদ্দেছ ব্যতীত মোজাহেদ মোতলাক মোন্তাছাব হইতে পারে না। হানাফিগণ প্রথমে ও বর্ত্তমানে হাদিসের এলমে কম লিপ্ত হইতেন। তাঁহার মজহাবে মোজতাহেদ-ফেল মজহাব হইতেন, মবসুত স্মরণ করিলে, এইরূপ মোজতাহেদ হওয়া যায়। এমাম মালেকের মজহাবে মোন্তাছেব কম হইয়াছিলেন। যদি কেহ এই পদ লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পৃথক মত মজহাবের রেওরাএত বলিয় গণ্য হয় নাই, যেরূপ এবনে আবদুল বার্র ও কাজি আবুবকর বেনে আরাবি।

(এমাম) আহমদের মজহাবে অতীত কালে ও বর্ত্তমানে মোজতাহেদ মোন্তাছেব কম ছিলেন। নবম শতাব্দি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর মোজতাহেদ ছিলেন। অনেক শহরে এই মজহাব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু কতকগুলি লোক মিসর ও বগদাদে আছেন। শাফিয়ি মজহাবে অপেক্ষাকৃত অধিকতর মোজতাহেদ মোতলাক ও মোজতাহেদ-ফেল মজহাব হইয়াছেন।"

শাহ্ সাহেবের উল্লিখত কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, হানাফি মজহাবে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত মোজতাহেদ মোন্তছেব ছিলেন, তৎপরে বহুকাল অবধি মোজতাহেদ-ফেল মজহাব ছিলেন, উভয় প্রকার মোজতাহেদ হাদিসের এলমে সুদক্ষ হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ মোজতাহেদ মোন্তাছাব

মহা মোহাদ্দেছ ব্যতীত হইতে পারেন না; কাজেই অতীতকালে ও বর্ত্তমানে হাদিস বিদ্যায় হানাফিগণের চর্চ্চা কম ছিল, এই দাবি বাতীল হইয়া গেল।

আরও উক্ত শাহ্ সাহেব এনছাফের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্বান্‌গণ দুই প্রকার ছিলেন, এক প্রকার কোরাণ, হাদিস ও সাহাবাগণের বিচার ব্যবস্থা অনুসন্ধানে এরূপ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা লোকদিগের মধ্যে ফৎওয়াদাতা নির্দ্দিষ্ট হওয়ার এরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ ঘটনায় তাঁহারা ব্যবস্থা বিধান করিতে পারিতেন, যদিও কতিপয় স্থলে কোন প্রকার ব্যবস্থা বিধান করিতে অক্ষম ছিলেন, তথাচ অধিকাংশ স্থলে ব্যবস্থা বিধান করিতে সক্ষম ছিলেন। ইহারা মোজতাহেদ মোতলাক নামে অভিহিত হইতেন। কখন রেওয়াএত সমূহ সংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিলে, এইরূপ যোগ্যতা লাভ হয়; কেননা অনেক আহকাম হাদিস সমূহে আছে, অনেক আহকাম সাহাবা; তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণের বিচার ব্যবস্থায় আছে; ইহা সত্ত্বেও তিনি বাক্যের ব্যবহার প্রণালী, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমতা স্থাপনের প্রণালী এবং দলীলগুলির উপযুক্ত স্থল সমূহে প্রয়োগ প্রণালী অবগত হয়েন; যাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান, ভাষাভাষী ও হাদিস তত্ত্ববিদের পক্ষে অবগত হওয়া আবশ্যক, যেরূপ আহমদ বেনে হাম্বল ও ইস্হাক বেনে রাহ্ওয়ায়হে এই উভয় অগ্রণী এমামের অবস্থা।

কখন মসলা আবিস্কার করার নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে শিক্ষা করিলে, প্রত্যেক বিষয়ে ফেক্হ্ তত্ত্ববিদ্‌গণ হইতে যে নিয়ম কানুনাদি বর্ণিত হইয়াছে তৎসমস্ত স্মরণ করিলে এবং ইহা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণ হাদিস ও সাহাবাগণের বিচার ব্যবস্থা স্মরণ করিলে, উপরোক্ত যোগ্যতা লাভ হইতে পারে, যেরূপ আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ এই উভয় অগ্রণী এমামের অবস্থা। তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ পরিমাণ কোরাণ ও হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা ফেক্হের মূল ও উহার মূল মসলাগুলি, উহার বিস্তারিত দলীল

দ্বারা অবগত হইতে সক্ষম হয়েন। দলীলের বলে কতক মসলা সম্বন্ধে প্রবল ধারণা লাভ করিয়া থাকেন, কতক মসলা সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রদান করিতে অক্ষম হয়েন এবং সেই সেই স্থলে বিদ্বান্গণের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য হয়েন; কেননা মোজতাহেদ মোতলাকের যেরূপ পূর্ণ যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে, তাঁহার সেইরূপ পূর্ণ যোগ্যতা লাভ হয় নাই, ইহাকেই মোজতাহেদ ফেল মজহাব বলা হয়।"

এমাম আবু ইউছফ হাফেজে হাদিস ছিলেন, মায়ারেফে এবনে কোতায়বা, ১৭১, এবনে খালকান, ২/৩০৩।

এমাম মোহাম্মদ হাফেজে হাদিস ছিলেন, ইহা এমাম দারকুৎনি স্বীকার করিয়াছেন, তখরিজে-জয়লয়ি, ১/২১৩।

শাহ্ সাহেব যখন স্বীকার করিয়াছেন যে, তৃতীয় শতাব্দী অবধি হানাফি মজহাবে মোজতাহেদ মোন্তাছাব ছিলেন, তাহার পরেও মোজতাহেদ ফেল মজহাব ছিলেন, তবে হাদিস চর্চ্চায় তাঁহাদের ক্ষমতা কম হইবে কেন? এমাম আবু হানিফার (র) আরও বহু শিষ্য হাদিস শাস্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েকজনার নাম লিখিত হইতেছে,—

১। আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, ২। অকি বেনে যার্রাহ্, ৩। এহইয়া বেনে জিক্‌রিয়া, ৪। হাফছ বেনে গেয়াছ, ৫। আলি বেনে মেছহার, ৬। এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, ৭। লাএছ, ৮। দাউদ তায়ি, ৯। জোফার, তাঁহাদের প্রত্যেকে মহা হাদিস তত্ত্ববিদ ছিলেন। এমাম আবু যাফর তাহাবি, কামালদ্দিন এবনোল হোমাম ও আল্লামা জয়লয়ি প্রভৃতি মহা মহা হাদিস তত্ত্ববিদ ছিলেন, মোল্লা আলি কারি ও শেখ আবদুল হক দেহলবী হাদিস তত্ত্বে কম ছিলেন না, কাজেই হানাফিদিগের হাদিসে কম চর্চ্চা হওয়ার দাবি একেবারে বাতীল।

ছেয়ানত, ৭৯ পৃঃ।

"চার মজহাবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এমাম মোজতাহেদ এই (শাফিয়ি) মজহাবেই হইয়াছেন। অছুল, কালাম, কোরাণ ও হাদিসের তফসীর

(ব্যাখ্যা) লেখক এই মজহাবেই অধিক হইয়াছে। অতএব তাঁহার মতে শাফেয়ি মজহাবের লোকেরাই জগতের যেরূপ উপায় করিয়াছে অন্য কোন এমামের মজহাবের লোকেরা সেরূপ পারে নাই, সুতরাং এমাম সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণকেই জগতের অশেষ উপকারী ইহা বলা আদৌ সঙ্গত নহে।"

ধোকাভঞ্জন

মানাকেবে কোর্দারিতে আছে যে, মক্কা, মদিনা, কুফা, বাসোরা, ওয়াছেত, মুসেল, জজিরা, রোক্কা, নছিবাএন, দেমাশ্‌ক, রামালা, ইমন, ইমামা, বাহ্‌রাএন, বগদাদ, আহওয়াজ, কেরমান, ইছফেহান, হোলওয়ান, ওস্তোরাবাদ, হামদান, নাহাওয়ান্দ, রায়, দামেগান, তেবরেস্তান, খোরছান, নায়সাপুর, ছারাবছ, নাসা, মরব, বোখারা, সানয়া, নেয়মজ, বালাখ, মাতুরিদ, হেরাত, কোহেস্তান, ছেজেস্তান, রাম ও কারেজেমের ৭৩০ জন প্রধান প্রধান মোহাদ্দেছ এমাম আজমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পৃথিবীর যেরূপ অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, এরূপ অন্য কোন এমামের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক হয় নাই।

ছেয়ানত, ৯ পৃঃ।

উক্ত এনছাফ গ্রন্থে আছে,—

ফৎওয়াদাতা তাবেয়ি বিদ্বান্‌গণেরও কোন কোন ছহি হাদিস পৌঁছে নাই। কাজেই তাঁহারা ও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য এমাম মালেক (র) ও এমাম আবু হানিফা (র) সাহেব ও তাঁহাদের মোকাল্লেদগণ সে হাদিসের খেলাফ করিয়াছেন।

ধোকাভঞ্জন

লেখক এস্থলে এনসাফের অনুবাদে কতকগুলি কথা জাল করিয়া বসাইয়াছেন, নিম্নোক্ত কথাগুলি জাল, "কাজেই তাঁহারা ও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য, এমাম মালেক (র) ও এমাম আবু হানিফা (র) সাহেব ও তাঁহাদের মোকাল্লেদগণ সে হাদিসের খেলাফ করিয়াছেন।"

পাঠক, এক্ষণে এনছাফের উপরোক্ত স্থলের সম্পূর্ণ অনুবাদ শুনুন,-

"কতক সহিহ্ হাদিস তাবেয়ি বিদ্বানগণের নিকট পৌছে নাই যাহাদের উপর ফৎওয়ার ভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল; এজন্য তাঁহারা নিজেদের রায় দ্বারা ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, কোরাণ, হাদিসের সাধারণ হুকুমের অনুসরণ করিয়াছিলেন কিম্বা প্রধান সাহাবাগণের পয়রবি করিয়ছিলেন এবং তদনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে তৃতীয় তাবাকাতে উহাপ্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাঁহারাও এই ধারনায় তদনুযায়ী কার্য্য করেন নাই যে, উহা তাঁহাদের শহরবাসিদের এরূপ কার্য্য ও রীতির বিপরীত যাহাতে তাহাদের কোন মতভেদ নাই, ইহা হাদিসের দোষ ও বাতীল হওয়ার কারণ। অথবা তৃতীয় তবকায় উহা প্রকাশ হয় নাই, তৎপরে উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

উহার দৃষ্টান্ত দুই 'কোল্লা'র হাদিস, উহা সহিহ্ হাদিস, বহু সনদে উল্লিখিত হইয়াছে, উহার প্রধান সনদ আলি বেনে কছির পর্য্যন্ত পৌছিয়া থাকে, তিনি মোহম্মদ বেনে যা'ফর কিম্বা মোহম্মদ বেনে এবাদ হইতে, তিনি (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে উক্ত ইসনাদ বহু শাখায় পরিণত হইয়াছে। এই মোহম্মদ বেনে যাফর ও মোহম্মদ এবাদ বিশ্বাসভাজন ছিলেন কিন্তু তাঁহারা লোকদিগের নির্ব্বাচিত ফৎওয়াদাতা ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। উক্ত হাদিসটী ছইদ বেনে মোছাইয়েবের সময় এবং জুহরির সময় প্রকাশ হয় নাই এবং মালেকি ও হানাফিগণ উহার প্রতি আমল করেন নাই এবং শাফেয়ি তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন।

(দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত) খেয়ারে মজলিসের হাদিস, উহা সহিহ্ হাদিস বহু সনদে বর্ণিত হইয়াছে এবং সাহাবাগণের মধ্যে (হজরত) এবনে ওমার ও আবু হোরায়রা (রা) তদনুযায়ী আমল করিয়াছিলেন, উক্ত হাদিসটী সপ্তজন ফকিহ্ ও তাঁহাদের সমসাময়িকগণের উপর প্রকাশিত হয় নাই, এই জন্য তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন নাই। (এমাম) মালেক ও আবু হানিফা উহা হাদিসের দোষের কারণ বুঝিলেন এবং শাফিয়ি তদনুযাযী কার্য্য করিয়াছেন।"

এনসাফ ২৮ — ৩০ পৃষ্ঠা;—

ধোকাভঞ্জন

উপরোক্ত কথার সারমর্ম্ম এই যে, সাহাবা ও তাবিয়িগণ কতকগুলি হাদিস জানিতে পারেন নাই বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তৎপরে এমাম শাফিয়ি, বোখারি মোসলেমের সময় তৎসমস্ত প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই হানাফি ও মালেকি মজহাবে হাদিসের খেলাফ মত আছে।

শাহ্ সাহেব এই প্রস্তাব সপ্রমাণ করণার্থে নজির স্বরূপ দুইটী হাদিস পেশ করিতেছেন, প্রথম দুইটী কোল্লার হাদিস, এই হাদিসের সার মর্ম্ম এই, "দুই কোল্লা পানিতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, উহা নাপাক হইবে না।"

আয়নি, ১/৯৩৫/৯৩৬। ফৎহোল কদির, ১/৩১ ও মেরকাতে আছে;-

এমাম আলি বেনে মদিনি ও আবু দাউদ দুই কোল্লার হাদিসটী জইফ বলিয়াছেন। হাফেজ এবনে আবদুল বার্র, কাজি ইস্মাইল, এমাম আবুবকর বেনে আরবি, এমাম গাজালি ও এমাম বোইহাকি উক্ত হাদিসটী জইফ বলিয়াছেন। উক্ত হাদিসের শব্দ (মতন) এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহার মধ্যে সমতা স্থাপন করা অসম্ভব, কোন সনদে দুই কোল্লা কিম্বা তিন কোল্লা অনির্দ্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, কোন সনদে ৪০ কোল্লার কথা আছে। এইরূপ হাদিসকে মোজতারেব বলা হয়, আর মোজতারেব হাদিস জইফ।

দ্বিতীয় কোল্লার অর্থ এই হাদিসে অনির্দ্দিষ্ট, কেননা কোল্লার অর্থ মশক, ঘড়া, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইয়া থাকে।

এবনে হাজম বলিয়াছেন, উক্ত হাদিস দলীল হইতে পারে না, যেহেতু হজরত (সাঃ) কোল্লার পরিমাণ প্রকাশ করেন নাই।"

মূল কথা উক্ত হাদিসটী গুপ্ত দোষে দোষান্বিত, গ্রহণের অযোগ্য ও জইফ, এই জন্য তাবিয়িগণ উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কাজেই শাহ্ সাহেব যে অনুমান করিয়াছেন যে, তাবিয়িগণ উক্ত হাদিস অবগত হইতে পারেন নাই, তাঁহার উক্ত অনুমানের অমূলক হওয়া প্রতিপন্ন হইল।

দ্বিতীয় খেয়ারে মজলিসের হাদিস, উহার সার মর্ম্ম এই, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ক্রয় বিক্রয়টী বাতীল করার ক্ষমতা আছে যতক্ষণ পৃথক না হয়।"

এমাম অবু হানিফা, এবরাহিম, ছুফইয়ান ছওরি, রবিয়া, মালেক ও মোহাম্মদ বেনে হাছান উক্ত হাদিসের মর্ম্মে বলেন, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে একজন উক্তি করিয়াছে, এক্ষেত্রে যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বীকার করে, ততক্ষণ প্রথম ব্যক্তির উহা ফছখ (ভঙ্গ) করার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বীকার করিলে, আর উহা ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।

এমাম আবু ইউছফ ও ইছা বেনে আব্বান প্রভৃতি উহার এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে একজন উক্তি করিয়াছে, তৎপরে উপরোক্ত উক্তিকারী যতক্ষণ উক্ত মজলিশ ত্যাগ না করে, ততক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বীকার করিলে, উক্ত ক্রয় বিক্রয় জায়েজ হইয়া যাইবে, আর উক্তিকারী উক্ত মজলিশ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বীকার করিলে উহা জায়েজ হইবে না। ছইদ বেনে মোছাইয়েব, জুহরি, আতা, হাসান বাসারি, এবনে ওয়ায়না, লাএছ ও আওজায়ি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ উহার এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বীকার ও উক্তি উভয় পক্ষ হইতে হইয়া গেলেও যতক্ষণ উভয়ের মধ্যে একজন উক্ত স্থান ত্যাগ না করে, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করে উক্ত ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করিতে পারে। আয়নি, ৫/৪৩০।

এস্থলে এমাম মালেক, আবু হানিফা প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ হাদিসের অর্থ লইয়া মতভেদ করিয়াছেন, এক একদল এক এক প্রকার মর্ম্ম স্থির করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, এস্থলে এরূপ দাবি করা ঠিক নহে যে, তাবিয়িগণ উক্ত হাদিস জানিতে না পারায় উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কাজেই তাবিয়িগণ কতকগুলি হাদিস অবগত হইতে পারেন নাই, শাহ্ সাহেব এইরূপ দাবির কোন প্রমান আনয়ন করিতে পারিলেন না।

পাঠক, এমাম বোখারির মতে কতকগুলি হাদিস সহিহ্, কিন্তু এমাম মোসলেমের মতে তৎসমস্ত সহিহ্ নহে বলিয়া তিনি তৎসমূদয় গ্রহণ করেন নাই।

এইরূপ এমাম মোসলেমের মতে কতকগুলি হাদিস সহিহ্, কিন্তু এমাম বোখারির মতে তৎসমস্ত সহিহ্ নহে, বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। মোকাদ্দমায় নাবাবি, ১১।

এস্থলে কি বলা যাইবে যে, এমাম বোখারি কিম্বা মোসলেম উক্ত হাদিসগুলি জানিতেন না কিম্বা এমাম বোকারি ও মোসলেম হাদিসের খেলাফ করিয়াছেন?

জনাব হজরত নবি (সাঃ) কা'বা শরিফকে অগ্র পশ্চাত করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত এবনে ওমার (রা) বলিয়াছেন, আমি হজরতকে এইরূপ অবস্থায় মল ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। ইহাতে এমাম শা'বি প্রভৃতি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, খোলা ময়দানে উহা জায়েজ হইবে না, কিন্তু বাঁধা পায়খানায় উহা জায়েজ হইবে।

আর একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন, উহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু হজরতের কার্য্য তাঁহার জন্য খাস হুকুম। এস্থলে হাদিসের অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছে, এক্ষেত্রে বলা যাইবে না যে, একদল লোক হাদিস জানিতে পারেন নাই বলিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কজেই তাবিয়িগণের হাদিস নাজানা ও হাদিসের খেলাফ করা এই দাবী বাতীল হইয়া গেল।

সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমে এরূপ অনেক হাদিস নাই যে সমস্ত সহিহ্ আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি ও এবনে মাজাতে আছে, আবার শেষোক্ত কেতাব চতুষ্টয়ে এরূপ অনেক হাদিস নাই যে সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর হাদিসের কেতাবে আছে, আবার তৃতীয় শ্রেণীর হাদিসের কেতাব সমূহে এরূপ অনেক হাদিস নাই যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর হাদিসের কেতাব সমূহে আছে, এক্ষণে আমরা বলিতে পারি যে, এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি,

নাসায়ি ও এবনে মাজা এরূপ বহু হাদিস অবগত হইতে পারেন নাই যাহা তৎপরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অজ্ঞাতসারে উপরোক্ত হাদিসগুলির খেলাফ করিয়াছিলেন, লেখক এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেন, আমরাও লেখকের প্রশ্নের সেই প্রকার উত্তর প্রদান করিব।

ছেয়ানত, ৯ পৃষ্ঠা;—

"অধিকন্তু মিসর, য়্যামন ও শাম ইত্যাদি দেশে সেই সেই দেশীয় সাহাবাগণের শিষ্যানুশিষ্যগণের কোরাণ হাদিসে এমন অনেক কথা ছিল, যাহা মক্কা, মদিনা, কুফা, বাসরায় ছিল না। সুতরাং এমাম সাহেব কোরাণ হাদিসের সমস্ত কথা কিছুতেই জানিতে পারেন নাই।"

ধোকাভঞ্জন

"মিসর, ইমন ও শাম দেশে যে সাহাবাগণ শিক্ষকরূপে গিয়াছিলেন, তাঁহারা মক্কা, মদিনা, কুফা ও বাসোরা নিবাসী ছিলেন, এই চারি স্থলে বহুকাল জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এল্‌ম এই চারি স্থানের তাবেয়িগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আরও মিসর, ইমন ও শাম এ স্থান সমূহের খাস অধিবাসিগণ হজরতের সাক্ষাৎ করিতে দুই চারি দিবস আসিয়া সাহাবা শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাঁহারা যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন বা দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ত মক্কা, মদিনা, কুফা ও বাসোরা অধিবাসীগণ শুনিয়াছিলেন বা দেখিয়াছিলেন, এমাম আজম উপরোক্ত চারিস্থানের তাবিয়িগণের নিকট এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তিনি ইমন, মিসর ও শামের বিদ্বান্‌গণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে মিসর ইমন ও শামদেশে এরূপ অতিরিক্ত কি এল্‌ম থাকিবে যে, এমাম আজম তাহা জানিতে পারেন নাই? সেহাহ্ লেখকগণ সমস্ত দেশের এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ কোন পরওয়ানা লেখক পাইয়াছেন কি?

ছেয়ানত, ৯ পৃষ্ঠা;—

একদল জিদ, ৬৬ পৃষ্ঠা;—

"সহিহ্ হাদিস পাইলে আমার কথা ছাড়িয়া দিও।"

"সহিহ্ হাদিস সাব্যস্ত হইলে তাহাই আমার মজহাব।"

ধোকাভঞ্জন

লেখক এস্থলে অনুবাদে জাল করিয়াছেন, প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "তোমরা রছুলের হাদিসের জন্য আমার কথা ত্যাগ করিও।" তিনি জাল করিয়া লিখিয়াছেন, "সহিহ্ হাদিস পাইলে আমার কথা ছাড়িয়া দিও।"

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, সহিহ্ হাদিস পাইলে এমামগণের কথা ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু এমামগণের কথাতেই হাদিসে সহিহ্ হওয়া প্রমাণিত হইবে, মোহাদ্দেছগণ ত যে হাদিসটী সহিহ্ বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কথা মত সহিহ্ বলিয়া স্বীকৃত হইল, আর যে হাদিসটী জইফ বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কথা মত জইফ বলিয়া স্বীকৃত হইল, যদি লেখক এমামগণের কথা ত্যাগ করিতে চাহেন, তবে হাদিস সমূহ ত্যাগ করিতে হইবে।

২। কুফা, বাসোরা, মক্কা, মদিনা, ইমন, শাম ও মিসরবাসিদিগের প্রত্যেক স্থানের বিদ্বান্‌গণ দাবি করিয়া থাকেন যে, আমরা যে হাদিসটী গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই সহিহ্, তবে এস্থলে কি মীমাংসা করা হইবে?

এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি যে হাদিসগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি হাদিস তাঁহাদের একের নিকট সহিহ্, অন্যের নিকট সহিহ্ নহে, এক্ষেত্রে এমাম বোখারি এমাম মোসলেমের সহিহ্ মানিত হাদিসগুলি, এমাম মোসলেম এমাম বোখারির সহিহ্ মানিত হাদিসগুলি এমাম বোখারি ও মোসলেম আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ির সহিহ মানিত হাদিসগুলি এবং তাঁহারা এমাম বোখারি ও মোসলেমের সহিহ মানিত হাদিসগুলি ত্যাগ করিলেন কেন? যদি একের কথায় অন্যের সহিহ ও জইফ সংক্রান্ত হাদিস তত্ত্ব বাতীল হইয়া যায়, তবে সেহাহ সেত্তা অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে, আর যদি বাতীল না হয়, তবে এমাম

আজমের সহিহ মানিত হাদিসগুলি কিজন্য জইফ হইবে এবং জইফ মানিত হাদিসগুলি কিজন্য সহিহ হইবে?

সহিহ বোখারির টীকা, ফৎহোল বারি, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা;—

"এমাম শাফিয়ি যে বলিয়াছেন, যদি হাদিস সহিহ হয়, তবে উহা আমার মজহাব, তাঁহার এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন হাদিস তিনি অবগত না হইয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তাঁহার উক্ত উপদেশ গ্রহণীয় হইবে, আর যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি উহা অবগত হইয়া রদ করিয়াছিলেন কিম্বা উহার অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার উক্ত উপদেশ গ্রহণ করা যাইবে না।"

এই সূত্রে আমরাও বলি, যে সমস্ত হাদিস এমাম আজম অবগত হইয়াও ত্যাগ করিয়াছেন অথবা তিনি উহার অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসমস্ত গ্রহণ করা হানাফিদিগের পক্ষে আবশ্যক নহে।

ছেয়ানত, ৯/১০ পৃষ্ঠা ;—

'বিশেষতঃ এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, আমার এল্ম রায় মাত্র। আমি যাহাতে রহিয়াছি ইহা রায় মাত্র, কাহাকেও বলপূর্ব্বক ইহা আমল করান হইবে না, এই রায়কে আমল করা কাহারও পক্ষে ওয়াজেব এমন কথা কাহাকেও বলি না। সুতরাং হাদিস ছাড়িয়া তাঁহাদের নাফর্ম্মানী করা হয়; অতএব লেখকের ধোকার জাল এক ফুৎকারে ছিন্ন হইয়া গেল।"

ধোকাভঞ্জন

লেখক উপরোক্ত স্থলে অনুবাদে পাঁচবার জাল করিয়াছেন, তিনি 'আমাদের এই এল্ম রায় স্থলে আমার এলম রায় মাত্র লিখিয়াছেন, তিনি 'আমাদের' স্থলে 'আমার' 'এই এল্ম' স্থলে 'এল্ম এবং 'রায়' স্থলে 'রায় মাত্র' লিখিয়াছেন।

আরও তিনি 'আমরা যাহাতে রহিয়াছি উহা রায়' স্থলে 'আমি যাহাতে রহিয়াছি রায় মাত্র।" তিনি 'আমরা' স্থলে 'আমি' এবং 'রায়' স্থলে 'রায়' মাত্র লিখিয়াছেন।

লেখকের জাল করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে যেন লোকে বুঝিতে পারেন যে, একা এমাম আজমই আহলে রায় ছিলেন এবং রায় ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন এল্‌ম ছিল না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এমাম আজম এস্থলে সমস্ত মোহাদ্দেছ ও ফকিহ্‌কে আহলে রায় বলিয়া দাবি করিয়াছেন এবং ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোরাণ, হাদিস হইতে মস্‌লা প্রকাশ করিতে গেলেই রায় প্রকাশ করিতে হয়।

এক্ষণে এমাম সাহেবের কথার মর্ম বুঝুন,— কোরাণ, হাদিসের মধ্যে কতকটী সাধারণ হুকুম, আর কতকটী বিশিষ্ট হুকুম আছে, প্রথমটী আম, শেষটী খাস বলা হয়। আরও কতকগুলি শব্দ বহু অর্থবাচক আছে, উহাকে মোশতারেক বলে, উহার প্রকৃত মর্মটী স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, উহাকে মোয়াওবেল বলা হয়।

কতকগুলি শব্দের মর্ম স্পষ্ট, কতকগুলির মর্ম অতি অস্পষ্ট, প্রথমটীকে জাহের, দ্বিতীয়টীকে নাছ বলে। কতকগুলির অর্থ এইরূপ অকাট্য যে, উহার অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে না, উহাকে মোফাচ্ছের বলে, আর কতকগুলির অর্থ এইরূপ যাহা মনসুখ হইতে পারে না, ইহাকে মোহকাম বলে।

কোন কোন শব্দের আবিধানিক একপ্রকার অর্থ আছে, শরিয়তের ব্যবহারে দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হয়, পৃথিবীর লোকের ব্যবহারে তৃতীয় প্রকার অর্থ এবং কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যবহারে অন্য প্রকার অর্থ হয়।

যদি কোন শব্দ উপরোক্ত চারি প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে উহাকে হকিকত বলা হয়, আর যদি কোন শব্দ উপরোক্ত চারিপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে উহাকে মাযাজ বলা হয়।

কোন কোন শব্দের অর্থ কোন কারণে অস্পষ্ট হইয়া থাকে, উহাকে খফি বলা হয়। কোন কোন শব্দের অর্থ অস্পষ্ট, কিন্তু জ্ঞান উহার স্পষ্ট মর্ম

উদ্ধার করিতে পারে, উহাকে মোশকেল বলে। আরও যদি জ্ঞান কোরাণ ও হাদিস ভিন্ন উহার প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয় করিতে না পারে, তবে উহাকে মোজমাল বলা হয়। আর যদি উহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করা অসম্ভব হয়, তবে উহাকে মোতাশাবেহ্ বলা হয়। আর কতকগুলি হুকুম মনসুখ বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ কোরাণ, হাদিসের শব্দ সমূহ হইতে ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, নফল, হালাল, হারাম, মকরুহ ও মোফছেদ নির্ণয় করিতে হয়। আদেশ সূচক শব্দের ১৬ প্রকার অর্থ ও নিষেধ সূচক শব্দের ৮ প্রকার অর্থ আছে। আয়তে আয়তে, হাদিসে হাদিসে এবং আয়তে হাদিসে যে বিরোধ ভাব পরিলক্ষিত হয়, তৎসমস্তের মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি মীমাংসা করিতে না পারিলে, কোরাণ, হাদিসের প্রতি আমল করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; কিন্তু উহার অধিকাংশ রায় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

এমাম বোখারি প্রবীণ মোহাদ্দেছ হইয়াও নাসেখ মনসুখ নির্ণয় করিতে পদস্খলিত হইয়াছেন। তৎপরে হাদিসের সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে যে সমস্ত শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে, তৎসমস্ত রায় ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই জন্য মোহাদ্দেছগণ তৎসম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন।

সহিহ্ তেরমজি, ২৮/২৯ পৃষ্ঠা;—

আবু জোরয়া বলিয়াছেন, আবু ছালেহ যে হাদিসটী (হজরত) আবু হোরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সমধিক সহিহ্, কিন্তু বোখারি বলিয়াছেন, আবু ছালেহ যে হাদিসটী (হজরত) আএশা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সমধিক সহিহ্। আলি মদিনি বলিয়াছেন, কোনটীও সহিহ্ নহে।

এমাম এহ্ইয়া আহমদ, আফরিকির হাদিস জইফ বলিতেন, কিন্তু এমাম বোখারি তাহার হাদিস গ্রহণযোগ্য ধারণা করিয়াছেন।

ফৎহোল-কদির ১৪ পৃষ্ঠা;—এহ্‌ইয়া কাত্তান ও আহমদ, আলি বেনে আলিকে অযোগ্য ধারণা করিয়াছেন, কিন্তু অকি, এবনে মইন ও আবু জোরয়া তাহাকে হিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

মিজানোল-এ'তেদাল, ৪৯ পৃঃ;—

এমাম বোখারি, আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এমাম আহমদ বেনে ছালেহকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। এমাম নাসায়ি তাঁহাকে অযোগ্য ও এহ্‌ইয়া বেনে মইন তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

সহিহ্ তেরমজি, ২৩৯/৪০ পৃঃ;—

এমাম শো'বা, আবু জ্জোবাএর মক্কি, আবদুল মালেক বেনে আবি ছোলায়মান ও হাকিম বেনে যোবাএর এই তিন জনকে জইফ বলিয়া তাঁহাদের হাদিসগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আতা বেনে আবি রাবাহ, ছুফইয়ান ছওরি ও এহ্‌ইয়া বেনে ছইদ তাঁহাদিগকে যোগ্য বলিয়া তাঁহার হাদিসগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও উক্ত এমাম শো'বা, যাবের যা'বি, এবরাহিম বেনে মোস্‌লেম ও মোহাম্মদ বেনে ওব্দুল্লাহ্ এই তিনজন বিদ্বানের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য এমাম তাঁহাদিগকে জইফ বলিয়াছেন।"

আরও ২৩৬। ২৩৭ পৃঃ ;—

একদল হাদিসতত্ত্ববিদ্ স্মৃতিশক্তিহীন লোকদিগকে জইফ বলিয়াছেন, অন্য দল তাহাদিগকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

(এমাম) এহ্‌ইয়া বেনে ছইদ, শরিফ, আবুবকর বেনে আইয়াশ, রবি বেনে ছবিহ, ও মোবারক বেনে ফোজালা এই চারি জনার হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু (এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, অকি বেনেল যার্রাহ, আবদুর রহমান বেনে মেহদি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ তাঁহাদের হাদিসগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"এইরূপ কোন কোন মোহাদ্দেছ মোহাম্মদ বেনে ইস্‌হাক, মোহাম্মদ বেনে এজ্‌লান, মোজালেদ বেনে ছইদ এবং এবনে লোহ্‌ইয়ার হাদিসগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে অন্য বিদ্বান্ তাঁহাদের হাদিসগুলি জইফ বলিয়াছেন।"

নিম্নোক্ত ১২ জন রাবির হাদিস এমাম বোখারি কর্ত্তৃক সহিহ্ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার সহিহ্ কেতাবে লিখিত হইয়াছে ;—

১। আহ্‌মদ বেনে বশির, পক্ষান্তরে এমাম দারামি তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

২। ওছাএদ বেনে জয়েদ, পক্ষান্তরে এমাম নাসায়ি ও এবনে মইন তাহাকে জাল হাদিস প্রচারক ও পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

৩। হাছান বেনে জাকাওয়ান, পক্ষান্তরে এবনে আদি তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

৪। হাছান বেনে মোদরেক, পক্ষান্তরে এমাম আবু দাউদ তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

৫। জাবাএর বেনে খরিত, পক্ষান্তরে এমাম শো'বা তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

৬। জিক্‌রিয়া বেনে এহ্‌ইয়া, কিন্তু এমাম দারকুৎনি তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

৭। শোজা' বেনে অলিদ, কিন্তু এবনে মইন তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

৮। আবদুল্লাহ বেনে ছালেহ, কিন্তু ছালেহ্ জাজ্‌রা তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

৯। এতাব বেনে বশির, কিন্তু এবনে মেহ্‌দি তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

১০। ওছমান বেনে ছালেহ, কিন্তু এমাম বেনে ছালেহ তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন।

১১। একরামা, কিন্তু হজরত এবনে ওমার তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

১২। মোতরাফ, কিন্তু দারকুৎনি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

এইরূপ ৬৩ জন মোহাদ্দেছ সহিহ্ বোখারির ৮০ জন রাবিকে জইফ, মিথ্যাবাদী, বেদয়াতি, অপরিচিত ও স্মৃতিশক্তিহীন বলিয়াছেন।

সহিহ্ তেরমজি, ৪/৫ পৃষ্ঠা;—

"(এমাম) বোখারি রায় করেন যে, জোহায়রের হাদিস অধিকতর সহিহ্। তেরমজি রায় করিয়া বলেন, আমার মতে ইস্রাইল ও কয়েছের হাদিস অধিকতর সহিহ্ এবং জোহায়রের হাদিস জইফ।"

সহিহ্ তেরমজি, ১৩ পৃষ্ঠা;—

এমাম তেরমজি বলিয়াছেন, আবু ছালমা ও কয়েস এই উভয়ের হাদিস সহিহ, কিন্তু এমাম বোখারি অনুমান করেন যে, আবু ছালমার হাদিস সমধিক সহিহ।"

ফৎহোল-মোগিছ, ৯৮ পৃষ্ঠা;—

এমাম এবনে মেহদি, আবু হাতেম ও আবু জোরয়া বলিয়াছেন যে, হাদিসকে সহিহ বা জইফ বলা এলহাম (ইহাকেই রায় বলে)।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, কোরাণ ও হাদিসের মর্ম বিদ্বানগণের রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য এমাম আজম বলিয়াছেন যে, ইহা আমাদের রায়, আমি অন্য এমাম মোজতাহেদগণকে ইহার অনুসরণ করা ওয়াজেব বলিয়া দাবি করি না, যেহেতু খোদাতায়ালা فاعتبروا يا اولى الابصار এই আয়তের মোজতাহেদকে নিজের রায়ের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। এমাম আজম ইহা যাবতীয় মোহাদ্দেছ ও মোজতাহেদের পক্ষ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, এই হেতু তিনি বলিয়াছেন আমাদের এই এলম যা আমরা যাহাতে রহিয়াছি রায়।

আমরা হানাফিগণও বলি যে, এমাম, বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি, এবনে মাজা, দারকুৎনি, বয়হকি, দারমি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে যে হাদিসকে সহিহ্ বা জইফ, যে যে রাবিকে যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়াছেন, তৎসমুদয় অনুমান ও রায়ের দ্বারা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত মান্য করা কোন এজতেহাদ শক্তিধারী বিদ্বানের পক্ষে ওয়াজেব নহে, যেরূপ উক্ত ছয়জন এমাম একে অন্যের কথা মান্য করেন নাই।

ফৎহোল-কদির, ১/১৮৮ পৃষ্ঠা;—

"যে ব্যক্তি বলেন যে, সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের হাদিস সর্ব্বোত্তম সহিহ, তৎপরে সহিহ বোখারির হাদিস, তৎপরে সহিহ মোসলেমের হাদিস, তৎপরে (এমাম) বোখারি ও মোসলেমের শর্ত্তানুযায়ী অন্য কেতাবের হাদিস, তৎপরে এমাম বোখারির শর্ত্তানুযায়ী অন্য কেতাবের হাদিস, তৎপরে (এমাম) মোসলেমের শর্ত্তানুযায়ী অন্য কেতাবের হাদিস (অগ্রগণ্য) হইবে, তাহার এইরূপ কথা দলীল সঙ্গত নহে, ইহার তকলীদ করা জায়েজ নহে; কেননা সর্ব্বোত্তম সহিহ হওয়ার মর্ম্ম এই যে, বোখারি ও মোসলেম যেরূপ শর্ত্ত সমূহ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, (অন্য কেতাবের) রাবিদের মধ্যে সেইরূপ শর্ত্ত বর্ত্তমান থাকে। যদি উক্ত কেতাবদ্বয় ব্যতীত অন্য কেতাবে কোন হাদিসের রাবিদিগের মধ্যে উপরোক্ত শর্ত্ত সমূহ পাওয়া যায়, তবে এক্ষেত্রে সহিহ বোখারি ও মোসলেমের হাদিসকে তদপেক্ষা অধিকতর সহিহ বলা কি দলীলের কথা হইবে না? তৎপরে বোখারি, মোসলেম এই উভয়ের কিম্বা তাঁহাদের একজনার হুকুম করা যে, নির্দ্দিষ্ট রাবির মধ্যে উপরোক্ত শর্ত্ত সমূহ আছে, ইহাও এরূপ নহে যে, প্রকৃত পক্ষে অকাট্য সত্য হইবে। প্রকৃত পক্ষে ঘটনা উহার বিপরীত হইতে পারে।

(এমাম) মোসলেম আপন কেতাবে এরূপ বহু রাবির হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা (অন্যের) দোষারোপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই, এরূপ সহিহ বোখারিতে একদল রাবি আছেন যাহাদের উপর দোষারোপ

করা হইয়াছে, এসূত্রে রাবিদিগের অবস্থা বিদ্বান্‌গণের রায়ের উপর নির্ভর করিতেছে, এইরূপ শর্ত্ত সমূহ বিদ্বান্‌গণের রায়ের (অনুমানের) উপর নির্ভর করিতেছে, এমন কি একজন একটী বিষয়কে শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন, অপরে তাহা বাতীল স্থির করিয়াছেন, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি এরূপ হাদিস বর্ণনা করিয়া থাকেন, যাহাতে উপরোক্ত শর্ত্ত না থাকে, তবে তাহার নিকট ইহা উক্ত শর্ত্তধারী রাবির হাদিসের সমকক্ষ হইবে। এইরূপ একজন এক রাবিকে জইফ বলিয়াছেন, অপরে তাহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট এই রাবির হাদিস অন্য নির্দ্দোষ রাবির হাদিসের সমকক্ষ হইবে।

অবশ্য যে ব্যক্তি মোজতাহেদ নহে এবং নিজের রাবির অবস্থা তদন্ত করে নাই, সে ব্যক্তি অধিকাংশ বিদ্বানের গৃহীত মতের উপর শান্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু মোজতাহেদ ব্যক্তি রাবির শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম এবং রাবির অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েন, তিনি নিজের বুদ্ধির (রায়ের) উপর আস্থা স্থাপন করিবেন। যখন আমাদের নিকট (আবু দাউদ বর্ণিত (হঃ) এবনে ওমারের (রাঃ) হাদিস সহিহ্ হইয়াছে, তখন উক্ত হাদিস সহিহ্ বোখারির হাদিসের প্রতিদ্বন্দী হইবে, বরং (হজরত) এবনে ওমারের (রা) হাদিস প্রবলতর হইবে, যেহেতু (হজরত আবুবকর, ওমারের (রা) ন্যায় প্রধান প্রধান সাহাবা তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন।... ... ... বরং যদি কোন লোকের দাবি অনুসারে উক্ত হাদিস হাসানও হয়, তবু উহা এই সহিহ্ হাদিস অপেক্ষা প্রবলতর হইবে, কেননা হাছান, সহিহ ও জইফ হওয়া সনদের হিসাবে অনুমান করিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সহিহ্ হাদিস ভ্রান্তিমূলক এবং জইফ হাদিস সহিহ্ হইতে পারে, এই জন্য হাছান হাদিসের বহু সনদ হইলে, উহা সহিহ্ হাদিসে পরিণত হইতে পারে এবং জইফ হাদিস ঐ প্রকার দলীল হইতে পারে, কেননা বহু সনদে উল্লিখিত হওয়া উহার প্রকৃত সত্য হওয়ার প্রমাণ, এক্ষেত্রে যদি সহিহ্ সনদের হাদিসের প্রকৃত পক্ষে জইফ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে উহা কেন জইফ হইবে না? আরও হাছান হাদিস অন্য প্রমাণে কেন সহিহ্ হাদিসে পরিণত হইবে না? আরও

পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রধান প্রধান সাহাবার মতানুযায়ী কার্য্য করা এবং তাঁহাদের ও অধিকাংশ প্রচীন বিদ্বানের উক্ত সহিহ বোখারির হাদিস ত্যাগ করা (উহার জইফ হওয়া প্রতিপন্ন করে)"

আল্লামা বাহরুল অলুম 'মোসাল্লামের' টীকার ৪১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

"শেখ এবনোল হোমাম অতি উত্তম কথা বলিয়াছেন, যাহারা বলেন যে, বোখারি ও মেসলেমের হাদিস অন্যান্য এমামগণের হাদিস অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগণ্য হইবে, তাঁহাদের ইহা বাতীল কথা, ইহার অনুসরণ করা যায় না, ইহা তাঁহাদের স্বকপোল কল্পিত মত মাত্র।"

নোখবার টীকা, ১৪ পৃষ্ঠা; —

"অধিকাংশ বিদ্বান্ বলেন যে, সহিহ্, বোখারি অগ্রগণ্য।"

জফরোল-আমানি, ৬২ পৃষ্ঠা ;

"এমাম শাফিয়ি ও এবনোল আরাবি 'মোয়াত্তা' কেতাবকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

জফরোল আমানি, ৫৯ পৃষ্ঠা;—

এমাম নাসায়ি, আবুহাতেম ও একজন মগরেববাসী বিদ্বান্ 'সহিহ-মোসলেমকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন।' উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, সহিহ্ বোখারির সর্ব্বোত্তম ও অগ্রগণ্য হওয়ার প্রমাণ কোরাণ হাদিছে নাই, উহা কতকগুলি বিদ্বানের রায় মাত্র, উহার অনুসরণ করা কাহারও পক্ষে ওয়াজেব নহে।

মোকাদ্দমায় নবাবী, ১৩ পৃঃ;—

"এবনে ছালাহ বলিয়াছেন যে, সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের হাদিসগুলি অকাট্য সহিহ্, কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণ ও বহু সংখ্যক বিদ্বান্ তাঁহার বিপরীতে বলেন যে, উক্ত হাদিসগুলি অকাট্য সহিহ্ নহে, তৎসমস্ত আনুমানিক (কেয়াসি) সহিহ্। এবনে বোরহান, এবনে ছালাহের উপরোক্ত মতের দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছেন।"

মোসাল্লামের টীকা, ৩১১।।; —

"এবনে ছালাহ ও একদল আহ্‌লে হাদিস বলেন যে, সহিহ্ বোখারি ও মোস্‌লেমের বাদিসগুলি অকাট্য সহিহ্, ইহা বাতীল মত; কেন না উক্ত কেতাবদ্বয়ে বিপরীত বিপরীত হাদিস এবং বেদআতিদিগের হাদিস আছে, বিপরীত বিপরীত হাদিস কিরূপে সহিহ্ হইবে?

বেদআতিদের হাদিসে মতভেদ আছে। এবনে ছালাহ্‌র মত অধিকাংশ ফকিহ ও হাদিস তত্ত্ববিদের মতের খেলাফ।"এইরূপ ফৎহোল মোগিছের ১৯ পৃষ্ঠায় ও হাসিয়ায় আজহরির ১৯/২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, এমাম বোখারি ও মোস্‌লেম যে হাদিসগুলি সহিহ্ বলিয়া স্ব স্ব কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্ত কেয়াসি সহিহ্, কাজেই লেখকের মতে তৎসমুদয়ের প্রতি আমল করা লোকের পক্ষে ওয়াজেব হইবে কিনা?

এক্ষণে যদি সেহাহ্ লেখকের কথার তকলীদ করা হয়, তবে রায়ের তকালীদ করিতে হয় কিনা এবং হাদিস ত্যাগ করিতে হয় কিনা?

চারি এমামের মজহাব গ্রহণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে ওয়াজেব হইবে প্রমাণ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

পাঠক, দেখিলেন ত, মৌলবি বাবর আলির এত দৃঢ় ভাবে বয়ন করা ধোকার জাল সুন্নত জমায়াতের অর্দ্ধ ফুৎকারে ছিন্ন হইয়া অনন্তে মিশিয়া গেল।

ছেয়ানত, ১১০ পৃষ্ঠা;—

"মিজানোল এতেদাল দ্বিতীয় জেলেদ ৩৬৪ পৃষ্ঠায় মহম্মদ সাহেবের কথা বলিতেছেন, নেছাই ইত্যাদি মোহাদ্দেছগণ তাঁহাকে হাফেজা (অর্থাৎ হাদিস সরণ রাখা) বিষয়ে জইফ (অযোগ্য) বলিয়াছেন। লেছানোল মিজান গ্রন্থে ইঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন, "এমাম আবু দাউদ বলেন, এমাম মহম্মদের হাদিছ লিখিবার অযোগ্য অর্থাৎ তাঁহা হইতে হাদিস রেওয়াএত করা জায়েজ (সিদ্ধ) নহে।"

ধোকাভঞ্জন

এমাম মোহাম্মদের জন্ম হিজরির ১৩১ সনে, মৃত্যু ১৭৯ সনে হইয়াছিল, আর এমাম নাসায়ির জন্ম ২১৫ সনে ও মৃত্যু ৩০৩ সনে হইয়াছিল, এমাম মোহাম্মদের সমসাময়িক কোন বিদ্বান্ তাঁহাকে স্মৃতিহীন বলিলেন না, তৎপরে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পরে এমাম নাসায়ি কিরূপে জানিলেন যে, এমাম মোহাম্মদের স্মরণ শক্তি কম ছিল। এমাম নাসায়ি অন্যায় ভাবে আহমদ বেনেছালাহ্ মিস্রি এহ্ইয়া বেনে বোকাএর এবং হোদবাকে জইফ বলিয়াছেন, কিন্তু বিদ্বান্গণ তাঁহার উক্ত কথাকে বাতীল স্থির করিয়াছেন, তাজকেরা ২/৮/৭৯/৫০ এবং তদরিবোর-রাবি, ২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম নাসায়ি সহিহ্ বোখারির বহুরাবি ও হাদিসকে জইফ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। মকদ্দমায় ফৎহোল বারি দ্রষ্টব্য।

লেখক এমাম নাসায়ির কথা বিশ্বাস করিয়া সহিহ্ বোখারির বহু হাদিছ বাতীল বলিবেন কিনা? যদি তিনি তাঁহার এই দাবিকে ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন, তবে এমাম মোহাম্মদের স্মৃতি শক্তিকে অযোগ্য হওয়া সংক্রান্ত তাঁহার দাবিটী ভ্রমাত্মক হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

খ তরিজে জয়লয়ি, ১/২১৩ পৃষ্ঠা;—

দারকুৎনি বলিয়াছেন, এই মর্ম্মের হাদিসটী ২০ জন বিশ্বাসভাজন হফেজে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মোহাম্মদ বেনে হাছান শায়বানি একজন।

লেখক লেছানোল মিজান হইতে এমাম আবু দাউদের এমাম মোহাম্মদ সম্বন্ধে যে কথাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ জাল কারণ উক্ত কেতাবের ৫ম খণ্ডে (১২২ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে।

قال ابن ابی مریم عنه ولا یکتب حدیثه و قال ابو دؤد لا یستحق

التری به ☆

"এবনে আবি মরইয়ম, এহ্‌ইয়া মইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মোহাম্মদের হাদিছ লিখিবার যোগ্য নহে। আবু দাউদ বলিয়াছেন যে, উহা পরিত্যাগ করার উপযুক্ত নহে।"

পাঠক, দেখিলেন ত এমাম আবু দাউদ এমাম মোহাম্মদকে হাদিছে উপযুক্ত বলিয়া এবনে মইনের কথা বাতীল প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু লেখক এমাম আবু দাউদের নাম করিয়া কি ভয়ঙ্কর জালছাজি করিয়াছেন, এইরূপ জাল করা তাহার একচেটিয়া ব্যবসায়।

পাঠক, এক্ষণে আমি লেছানোল মিজান হইতে কয়েকটী বাতীল কথা উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতেছি;—

১। এমাম আহ্‌মদ বলিয়াছেন যে, মোহাম্মদ বেনে হাছান প্রথমতঃ জহমিয়া মত ধারণ করিতেন।

২। আবু জোরয়া রাজি বলিয়াছেন, মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষক জহমিয়া ছিলেন।

৩। এবনে মইন এমাম মোহাম্মদকে জহমিয়া ও মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

৪। শরিক মরজিয়াদিগের সাক্ষ্য জায়েজ বলিতেন না, তাঁহার নিকট (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাছান সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই এবং বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি বলে যে, নামাজ ইমান নহে, তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করি না।

৫। জিকরিয়া হাজি তাঁহাকে মরজিয়া বলিয়াছেন।

৬। এমাম আবু ইউছফ বলিয়াছেন যে, মোহাম্মদ বেনে হাছান আমার উপর অসত্যারোপ করিয়াছেন।

৭। এবনে আদি বলিয়াছেন, এমাম মোহাম্মদের হাদিছের দিকে লক্ষ্য ছিল না। মোহাদ্দেছগণ তাঁহার হাদিছ নকল করেন নাই।

৮। আমর বেনে আলি ফাল্লাছ তাঁহাকে জইফ বলিয়াছেন।

৯। ওকায়লি তাঁহাকে জইফ বলিয়াছেন।

উত্তর। উপরোক্ত কথা গুলি যে প্রকৃত এমাম আমহদ, এবনে মইন, আবু জোরয়া রাজির কথা তাহাই বা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? উক্ত কেতাবের ১২১/১২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

عن ابن معين كتبت الجامع الصغير عن محمدبن الحسن الشافعي يقول حملت عن محمد و قر بعير كتبا يروى عن مالك و غيره و كان من بحور العلم و الفقه قويافى مالك و قال عبدالله بن على المدينى عن ابيه صدوق و قال ثعلب تو فى الكسائى ومحمد بن الحسن فى يوم واحد فقال الناس دفن اليوم اللغة والفقه ☆

"(এমাম) এবনে মইন বলিয়াছেন, আমি এমাম মোহাম্মদের নিকট হইতে যামে ছগির কেতাব লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (এমাম) শাফিয়ী বলিয়াছেন, আমি এক উষ্ট্র বহন যোগ্য কেতাব (এমাম) মোহাম্মদের নিকট হইতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছি। (এমাম এবনে হাযার) বলিয়াছেন যে, তিনি (এমাম) মালেক প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ হইতে (হাদিস) রেওয়াএত করিয়াছেন এবং তিনি এলমে ও ফেকহের সমুদ্র ও মালেকের (হাদিস) সম্বন্ধে প্রবল (মহা বিশ্বাসভাজন) ছিলেন।

আবদুল্লাহ্ তাঁহার পিতা (এমাম) আলি বেনে মদিনি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমাম (মোহাম্মদ) মহা সত্যবাদী ছিলেন। ছালাব বলিয়াছেন, কেছায়ি ও মোহাম্মদ বেনেল হাছান একই দিবসে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে লোকে বলিয়াছিলেন, অদ্যই অভিধান ও ফেক্‌হ গোরে দফন করা হইল।"

তহজিবোল আসমা, ১০৫ পৃষ্ঠা ও জওয়াহেরে মজিয়া, ৪২ পৃষ্ঠা;-

"এমাম শাফিয়ী বলিয়াছেন, আমি এমাম মোহাম্মদ বেনে হাছান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী দর্শন করি নাই। আমি কখনও কোন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিকে (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাছান অপেক্ষা অধিকতর ধীশক্তি সম্পন্ন দর্শন করি নাই। যে সময় (এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাছান কোন মস্‌লা তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন, তখন বোধ হইত যেন কোরাণ নাজিল হইতেছে, তিনি একটী অক্ষর অগ্র পশ্চাৎ করিতেন না।

(এমাম) মোহাম্মদ বেনে হাছান চক্ষু ও হৃদয় উজ্জল করিতেন। আমি এমাম মোহাম্মদ বেনে হাছান অপেক্ষা কোরআণ শরিফের প্রধানতম বিদ্বান্ দর্শন করি নাই।"

যদি এমাম মোহাম্মদ মিথ্যাবাদী, জহমিয়া ও মরজিয়া হইতেন তবে নিজে এমাম এহইয়া বেনে মইন তাঁহার যামে' ছগির কেতাব কিজন্য শিক্ষা করিয়াছিলেন? এমাম বোখারির পরম গুরু এমাম আলি বেনে মদিনি তাঁহাকে কিজন্য সত্যবাদী বলিয়াছেন? এমাম শাফিয়ি কিজন্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার এত প্রশংসা করিয়াছেন? এমাম এবনে হাজার কিজন্য তাঁহাকে এল্‌মের সমুদ্র ও এমাম মালেকের হাদিসে প্রবল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন? এমাম দারকুৎনী কিজন্য তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন হাফেজে হাদিস বালয়াছেন? শাহ্ অলি উল্লাহ্ (রঃ) তাঁহাকে মহা মোহাদ্দেছ অগ্রণী এমাম বলিয়া কেন প্রকাশ করিয়াছেন? কিজন্য এমাম তাহাবি মায়ানিয়োল-আছার কেতাবে তাঁহাকে এমাম অগ্রণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? এমাম আহমদ এমাম শাফিয়ির প্রিয় শিষ্য হইয়া তাঁহার ভক্তিভাজন শিক্ষক এমাম মোহাম্মদের প্রতি কি দোষারোপ করিতে পারেন? এমাম মোহাম্মদের মরজিয়া কিম্বা জহ্‌মিয়া হওয়া যে মিথ্যা অপবাদ, ইহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, একবার তাঁহাকে জহ্‌মিয়া বলা হইয়াছে, একবার তাঁহাকে মরজিয়া বলা হইয়াছে, আর একবার বলা হইয়াছে যে, তিনি প্রথমতঃ জহ্‌মিয়া ছিলেন।

আরও এমাম মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষকের অনেক কেতাব বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তে মরজিয়া ও জহমিয়া মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। যদি তাঁহারা মরজিয়া ও জহমিয়া মতধারী হইতেন, তবে পৃথিবীর বিদ্বান্‌গণ তাঁহাদিগকে সুন্নত জামায়াতভুক্ত করিলেন কেন?

নামাজ ইমানের অংশ নহে, এইরূপ মত ধারণ করিলে, মরজিয়া হইতে হয়, ইহা শরিকের বাতীল মত, কারণ আশয়ারি, মাতুরিদি ও সমস্ত সুন্নত জমায়াতের মতে নামাজ ইত্যাদি সৎকার্য্য ইমানের অংশ নহে, যদিও একদল মোহাদ্দেছ নামাজ ইত্যাদিকে কামেল ইমানের অংশ বিশেষ বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা উহাকে মূল ইমানের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, শরিকের মত মো'তাজেলা ও খারেজি সম্প্রদায়ের মত, উহাতে শরিকের ভ্রান্ত মো'তাজেলা ও খারেজি হওয়া প্রমাণিত হয়। শরিকের মতের বাতীল হওয়া এই কেতাবের প্রথম খণ্ডে ৫৯ — ৯৫ পৃষ্ঠায় স প্রমাণ করা হইয়াছে।

এস্থলে মজহাব বিদ্বেষিদিগের প্রধান নেতা মাওলানা নজির হোছেন সাহেবের ফাতাওয়ার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি।

ফতাওয়ার নজিরিয়া, ১/৩৩৩।

"সৎকার্য্য সুন্নত জামায়াতের মতে ইমানের অংশ নহে, বরং উহার পূর্ণকারী বিষয়, মো'তাজেল ও খারিজিদিগের মতে সৎকার্য্য ইমানের অংশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এই জন্য তাঁহারা সৎকার্য্য ত্যাগকারীকে কাফের বলিয়া থাকে।

তৎপরে তিনি তফসির বয়জবি ও তফসির মজহারি হইতে সুন্নত জামায়াতের মত সমর্থন হেতু কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপরে তিনি বহু হাদিস উদ্ধৃত করিয়া এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, নামাজকে ইমানের অংশ বলিলে, মো'তাজেলা ও খারেজি ভ্রান্তদলের মধ্যে গণ্য হইয়া গেলেন।

২। যে শরিক এমাম মোহাম্মদকে মরজিয়া বলিয়াছেন, তিনি নিজেই শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া গেল, তিনি চারি শত হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন, এইইয়া বেনে ছইদ কাত্তান তাঁহাকে জইফ (অযোগ্য) বলিতেন। তহজিবোত্তহজিব, ৪/৩৩৪—৩৩৭। মায়ারেফে-এবনে কোতায়বা দিনুরি, ২৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ শিয়া ও জইফ ব্যক্তির কথা এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

৩। শরিক কুফার বাসিন্দা ছিলেন, তিনি এমাম আজমের সহিত হিংসা বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। খয়রাতোল-হেছান, ৬৭।

এইরূপ হিংসাপরায়ণ লোকের কথা এমাম আজম ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে ধর্ত্তব্য নহে।

৪। যে জিকরিয়া ছাজি এমাম মোহাম্মদকে মরজিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাকেই এমাম এবনোল-কাত্তান জইফ বলিয়াছেন, লেছানোল-মিজান, ২/৪৮৮।

এইরূপ অযোগ্য লোকের কথা একজন প্রবীণ এমামের বিরুদ্ধে গ্রাহ্য হইবে কিরূপে?

৫। এমাম আহমদ নবী ও রছুল নহেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কথা অকাট্য সত্য হইবে, তিনি ত কত শত স্থলে নির্দ্দোষ লোকের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

এমাম আহমদের প্রত্যেক কথা আসমানি অহির তুল্য ধারণা করিলে, এমাম বোখারিকে ভ্রান্ত জহমিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

"মোহাম্মদ বেনে মুসা বলিয়াছেন, আমি কারাবেছির সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমার মত এই যে, আমা কর্ত্তৃক পঠিত কোরাণ সৃষ্ট পদার্থ নহে এবং কোরাণ পাঠ কালে আমার মুখোচ্চারিত শব্দ সৃষ্ট পদার্থ। তৎপরে আমি উক্ত কথা এমাম আহমদের

নিকট উথাপন করিলাম, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন যে, সেই ব্যক্তি জাহ্মিয়া বেদয়াতি হইয়াছে।" — লেছানোল মিজান, ২/৩০৩/৩০৫।

"এমাম বোখারি তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, কোরআণ আল্লাহতায়ালার বাক্য, উহা সৃষ্ট পদার্থ নহে, মনুষ্যের কার্য্য সকল (মনুষ্যের মুখোচ্চারিত কোরআণের বস্তু সমূহ) সৃষ্ট বস্তু। — তাবা-কাতে কোবরা, ২/১১।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, এমাম আহমদের মতে এমাম বোখারি বেদয়াতি জহ্মিয়া ছিলেন। লেখকের দল এমাম আহমদের উক্ত কথা মানিবেন কি? যদি মান্য করেন, সহিহ্ বোখারি কেতাবকে বাতীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, আর যদি তাঁহার কথা ভ্রমাত্মক ধারণায় মান্য করিতে না চাহেন, তবে এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে তাঁহার মত ভ্রমাত্মক ধরিতে হইবে।

৬। এই এমাম আহ্মদ এক সময় এমাম এহ্ইয়া বেনে মইনকে এমাম শাফিয়ির নিকট যাতায়াত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এবনে খালকান, ১।৪৪৭।

মজহাব বিদ্বেষিগণ এমাম আহমদের এই কথা মানিবেন নাকি?

৭। এই এমাম আহমদকে ভ্রান্ত মোজাছ্ছামা দল মোজাছ্ছামা বলিয়া অভিহিত করিত। তাবাকাতে কোবরায় সাফিরিয়া, ১/১৯৩। এবনে আবু দাউদ তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন। তাবাকাতে কোবরায় সারানিয়া, ২১১।

লোকে এমাম আহমদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছে, ইহা যদি ধর্ত্তব্য না হয়, তবে এমাম মোহাম্মদের উপর এমাম আহমদের দোষারোপ কেন ধর্ত্তব্য হইবে?

৮। আবু জোরয়া রাজি এমাম মোহাম্মদ ও তাঁহার শিক্ষকের মজহাব অবগত নহেন, তবে তাঁহার কথা এসম্বন্ধে ধর্ত্তব্য হইবে কেন?

"এবনে আবি হাতেম বলিয়াছেন, আমার পিতা (আবু হাতেম) ও আবু জোরয়া, (এমাম) বোখারির নিকট হাদিস শ্রবণ করিতেন, তৎপরে যে সময় (এমাম) মোহাম্মদবেনে এহ্ইয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট (এই মর্ম্মে) পত্র প্রেরণ করেন যে, (এমাম) বোখারি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোরআণ শরিফের পঠিত শব্দ সৃষ্ট পদার্থ, (সেই সময় হইতে) তাঁহারা উভয়ে তাঁহার (এমাম বোখারির) হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। তহজি ঃ ৯/৫৪।

আবু জোরয়া রাজি এমাম বোখারিকে জহ্মিয়া বলিয়া তাঁহার হাদিস গুলি ত্যাগ করিয়াছিলেন, যদি মজহাব বিদ্বেষিগণ আবু জোরয়ার মত গ্রহণ করেন, তবে সহিহ্ বোখারিকে বাতীল বলিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, আর যদি উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা করেন, তবে এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে আবু জোরয়ার কথা কেন ভ্রমাত্মক হইবে না?

৯। যে এমাম এহ্ইয়া বেনে মইন, এমাম মোহাম্মদকে জহ্মিয়া বলিয়াছেন, সেই এমাম এহ্ইয়া খলিফা মামুনের বিতাড়নে পড়িয়া জহ্মিয়া মত ধারণ করিয়াছিলেন, তাবাকাতে কোবরায়-শাফিরিয়া, ১/১৮৮/১৮৯

আবু জোরয়া রাজি বলিয়াছেন যে, এমাম আহমদ বর্ণনা করিতেন, যে ব্যক্তি পরিক্ষায় পড়িয়া জহমিয়া মত ধারণ করে, আমি তাঁহার হাদিস লিপিবদ্ধ করি না এবং এহইয়া বেনে মইন ও আবু নসর তাম্মারের কথা উল্লেখ করেন।— তহজি ১১/২৮৭।

যিনি নিজেই জহ্মিয়া মত ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি অন্যকে জহমিয়া বলিলে কেন গ্রাহ্য হইবে?

১০। ইনিঁই এমাম শাফিয়ির উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছিলেন। — উক্ত গ্রন্থ, উক্ত পৃষ্ঠা, আরও ওকুদোল জওয়াহেরোল-মনিফা, ১১।

আবু জোরয়া রাজি বলিয়াছেন, এহইয়া বেনে মইন বারজন মোহাদ্দেছের সমস্ত হাদিস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত হাদিস কর্ত্তৃক লাভবান হইতে পারেন নাই; যেহেতু তিনি লোকের নিন্দাবাদ করিতেন। এবরাহিম

বেনে হানি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আবু দাউদকে এহ্ইয়া বেনে মইনের প্রতি দোষারোপ করিতে দেখিয়া বলিলাম, আপনি এহ্ইয়া বেনে মইনের ন্যায় একজন লোকের প্রতি দোষারোপ করেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি লোকের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করে, আমিও তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরের নিন্দাবাদ করে, আমিও তাহার নিন্দাবাদ করি)। তহ্জি, ১১/২৮৩/২৮৭।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, এহ্ইয়া বেনে মইন অযথাভাবে লোকের নিন্দাবাদ করিতেন, এমন কি এমাম শাফিয়ি তাঁহার নিন্দাবাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই, কাজেই এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে তাঁহার নিন্দাবাদ কিরূপে গ্রাহ্য হইবে?

১১। এমাম আলি বেনে মদিনি, এমাম বোখারির শিক্ষক ছিলেন, এমাম বোখারি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আমি আলি বেনে মদিনি ব্যতীত কাহারও নিকট আপনাকে নত মনে করি না। এমাম এহইয়া মইন ও আহমদ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এমাম বোখারি সহিহ্ কেতাবে উক্ত আলি বেনে মদিনির ৩০৩টী হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমাম আবু দাউদ, তেরমজি ও নাছায়ি তাঁহার বহু হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। এই আলি বেনে মদিনি খলিফার বিতাড়নে জহমিয়া মতাবলম্বন করিয়াছিলেন। এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, তিনি বাসোরাতে শিয়া মত প্রকাশ করিতেন। এমাম আবু জোরয়া ও আহমদ তাঁহার হাদিশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তহঃ ৭/৩৪৯/৩৫৭।

এখন দেখুন, এমাম বোখারি, আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি জহমিয়া মতাবলম্বী বিদ্বানের শিষ্যত্ব ও হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, মজহাব বিদ্বেষিগণও উক্ত জহমিয়া মতধারী বিদ্বানের হাদিস সমুহ গ্রহণ করিয়া জহমিয়া হইবেন কিনা?

১২। লোকে এমাম বেনে হাব্বানকে বিধর্মী বলিয়াছে এবং এমাম হাকেম, শো'বা, অকি, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, আবদুর রাজ্জাক, দারকুৎনি ও নাসায়িকে শিয়া বলিয়া অপবাদ প্রদান করিয়াছে। মায়ারেফে এবনে কোতায়বা, ২০৬, এবনে খালকান, ১/২১।

যদি উপরোক্ত কথার বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে পৃথিবীর বহু হাদিস বাতীল হইয়া যাইবে, আর যদি বিশ্বাস না করা হয়, তবে এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি কেন গ্রহনীয় হইবে।

১৩। এবনে মইন এমাম আবু ইউছফের তকলিদ করিয়া এমাম মোহাম্মদকে মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকিবেন; এমাম আজম যেরূপ এমাম মোহাম্মদের শিক্ষক ছিলেন, সেইরূপ এমাম আবু ইউছফ তাঁহার শিক্ষক ছিলেন, উক্ত এমাম আবু ইউছফ এমাম মোহাম্মদকে কোন মস্‌লা বলিয়াছিলেন, তৎপরে প্রথোমক্ত এমাম এই কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত এমাম উক্ত মস্‌লাটী তাঁহার রেওয়াতে নিজ কেতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এক সময় এমাম আবু ইউছফ উক্ত মস্‌লাটী তাঁহার রেওয়াওতে শ্রবণ করিয়া অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি ইহা (এমাম) মোহাম্মদকে বলি নাই, তিনি আমার উপর অসত্যারোপ করিয়াছেন। ইহা এমাম আবু ইউছফের ভ্রমের জন্য কথিত হইয়াছিল। ইহাতে এমাম মোহাম্মদ দোষী বা মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না।

তদরিবোর রাবির ১২৩ পৃষ্ঠায় ও এবনে ছালাহ্‌র মোকাদ্দমার ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

"যদি একজন বিশ্বাস ভাজন শিষ্য একজন বিশ্বাস ভাজন শিক্ষক হইতে হাদিস রেওয়ায়েত করেন, তৎপরে উপরোক্ত শিক্ষক উক্ত হাদিসটী অস্বীকার করেন তবে মনোনীত মত এই যে, যদি তিনি উহা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন, যথা আমি উহা উল্লেখ করি নাই কিম্বা উক্ত শিষ্য আমার উপর অসত্যারোপ করিতেছে, তবে উক্ত হাদিসটী পরিত্যক্ত হইবে, কিন্তু উহা শিষ্যের পক্ষে দোষ বলিয়া গণ্য হইবে না এবং তাহার সমস্ত হাদিস পরিত্যক্ত হইবে না। আর যদি শিক্ষক বলেন, আমি উক্ত হাদিস জানি না, তবে উক্ত হাদিসটী পরিত্যক্ত হইবে না।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম আবু ইউছফের দোষারোপে এমাম মোহাম্মদের কোন দোষ হইতে পারে না, এইরূপ এহ্ইয়াবেনে মইনের দোষারোপে তাঁহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

১৪। এহ্ইয়া মইন কতকগুলি বিদ্বান্‌কে অন্যায়ভাবে কিম্বা ভ্রমবশতঃ মিত্যাবাদী বলিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজন মানিত এমাম আহমদ বেনে ছালেহ মিস্রিকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন। তহজিঃ ১/৪১।

তাঁহার এই দোষারোপটী ভ্রমাত্মক হইলে, এমাম মোহম্মদের সম্বন্ধে তাহার দোষারোপ ভ্রমাত্মক হইবে।

১৫। এমাম মালেক, মোহাম্মদ বেনে ইস্‌হাককে দাজ্জাল বলিয়াছিলেন। এমাম ছোলায়মান, হেশাম ও এহ্ইয়া কাত্তান উক্ত মোহাম্মদ বেনে ইস্‌হাককে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন। এমাম নাসায়ি তাঁহাকে জইফ বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেহাহ্ লেখকগণ তাহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। মিজানোল এতেদাল দ্রষ্টব্য।

এমাম তেরমজি ও আবু দাউদ এই দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী আখ্যায় আখ্যাত ব্যক্তির সনদে এমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পড়ার হাদিসটী বর্ণনা করিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষিগণ এই মিথ্যাবাদী আখ্যায় আখ্যাত ব্যক্তির হাদিস কিরূপে গ্রহণ করেন?

এমাম আহমদ, এমাম বোখারির পরম গুরু আলি বেনে মদিনিকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন। তহজিঃ, ৮/৩৫৪'

আব্বাস আম্বরি ও জয়েদ বেনেল মোবারক, এমাম আবদুর রজ্জাককে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন। তহজিঃ ৬।৩১৪।৩১৫। মিজানোল এতেদাল, ২।২৩০।২৩১।

মোহাদ্দেছগণ উপরোক্ত এমামদ্বয়ের হাদিস সমুহে নিজ নিজ কেতাবগুলি পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা এমাম আহমদ, আব্বাস আম্বরি ও জয়েদ বেনে মোবারকের দোষারোপ একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এইরূপ এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে এহ্ইয়া মইনের দোষারোপ একেবারে অগ্রাহ্য।

১৬। এবনে আদি, আমর বেনে আলি, ও ওকায়লি এমাম মোহাম্মদকে জইফ বলিলে, যে তিনি জইফ হইয়া যাইবেন, এমন কথা নহে। এম্যাম আহমদ সর্ব্বজন মান্য এমাম আওজায়িকে জইফ বলিয়াছিলেন। তহজিঃ ৬। ২৪১।

এমাম নাসায়ি সর্ব্বজ্জন মান্য এমাম আহমদ বেনে ছালেহ মিস্রিকে জইফ বলিয়াছিলেন। তহজিঃ ৩। ৪১।

এহইয়া মইন এমাম শাফিয়িকে জইফ বয়িাছিলেন, তাবাকাতে কোবরা, ১। ১৮৮। ১৮৯।

ইহাতে যদি এমাম আওজায়ি, আহমদ বেনে ছালেহ্ ও শাফিয়ি জইফ না হন, তবে এবনে আদি ওকায়লি ও আমর বেনে আলির কথায় এমাম মোহাম্মদ জইফ হইতে পারেন না।

১৭। ওকায়লি অনেক সময় বিশ্বাস ভাজন লোককে জইফ বলিয়াছেন, এমন কি তিনি আলি বেনে মদিনি ও তত্তুল্য লোককে বরং তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে জইফ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এমাম জাহাবি মিজানোল এতেদাল কেতাবের ২য় খণ্ডে (২৩০/২৩১ পৃষ্ঠায়) উহার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, "যদি আলি মদিনি তাঁহার শিষ্য মোহাম্মদ্ বেনে ইসমাইল (বোখারি), তাঁহার শিক্ষক আবদুর রজ্জাক, ওছমান বেনে আবি শায়বা প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণের হাদিস ত্যাগ করা হয়, তবে হাদিসের দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, হাদিস বিনষ্ট হইবে, কাফের সকল প্রবল হইয়া যাইবে, দাজ্জাল সকল বাহির হইয়া পড়িবে। হে ওকায়লি, তোমার জ্ঞান কি? তুমি যাহাদের উপর দোষারোপ করিতেছ, তাহাদের অবস্থা তুমি কি জান? বোধ হয় তুমি জান না, ইহারা তোমা অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠতর বিশ্বাস ভাজন ছিলেন।

তজনিবের ৪১ পৃষ্ঠায় আছে, উক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, ওকায়লি ও এবনে আদি কোন লোককে জইফ বলিলে, তাঁহার জইফ হওয়া প্রমাণিত

হয় না, বরং অনেক সময় মহা বিশ্বাস ভাজন লোককে জইফ বলা হইয়াছে, যথা, আহমদ বেনে ছালেহ্।

১৮। আমর বেনে আলি, মোহাম্মদ বেনে বাশ্বার বোন্দারকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। সেহাহ্ লেখকগণ তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম আবু দাউদ তাঁহার ৫০ হাজার গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, আমর বেনে আলি ফাল্লাছের দোষারোপ কেহই গ্রাহ্য করেন নাই।— মিজানোল এ'তেদাল, ৩৩০।

তিনি এবনে হাতেমকে জইফ বলিয়াছেন, কিন্তু এবনে হাতেম মোস্‌লেম ও আবু দাউদের শিক্ষক, তাহারা উক্ত এবনে হাতেমের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। এবনে হাব্বান ও দারকুৎনি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। — মিজানোল এ'তেদাল, ৩/৩৭।

এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, আমর বেনে আলির এবনে হাতেমের উপর দোষারোপ মরদুদ বাতীল। — তাজকেরা, ২/৪১।

তিনি আলি বেনে মদিনির প্রতি দোষারোপ করিতেন। — তহঃ ৭/৩৫৬।

যদি আমর বেনে আলির উক্ত দোষারোপগুলি বাতীল হয়, তবে এমাম মোহাম্মদের সম্বন্ধে তাহার দোষারোপ বাতীল হইবে।

১৯। খোরাছান, বোখারা ও নায়সাপুরের বিদ্বান্‌গণ এমাম বোখারির হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমাম মোহাম্মদ বেনে এহ্‌ইয়া, আবু জোরয়া ও আবু হাতেম তাঁহার হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমাম মোসলেম, আবু দাউদ, নাসায়ি তাঁহার একটী হাদিসও গ্রহণ করেন নাই, ইহাতে যদি কোন দোষ না হয়, তবে এমাম মোহাম্মদের হাদিস মোহাদ্দেছগণ গ্রহণ না করিলে, তাঁহার কি ক্ষতি হইবে?

ছেয়ানত, ১৭/১৮ পৃষ্ঠা ;—

"হানাফিরা এমাম সাহেবকে বাড়াইবার জন্য নানারূপ অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন যথা, এমাম সাহেব বহু সাহাবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন,

তাঁহার ৪ হাজার ওস্তাদ এবং আট হাজার শিষ্য ছিল, তাঁহার নিকট কত সিন্দুক হাদিসের কেতাব ছিল, সেই সিন্দুকগুলি এমাম কোশায়রির সঙ্গে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিয়া খাজা খাজেমের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, ইছা আলায়হেচ্ছালাম যখন আসিবেন সেই অনুসারে আমল করিবেন, তাঁহার চৌদ্দটি মসনদ ছিল, পাঁচশত লোক তাঁহার নিকট হইতে সেইগুলি রেওয়াএত করিয়াছেন ইত্যাদি, বিজ্ঞ হানিফিগণ বলেন এরূপ করা মূর্খের কার্য্য তাহ্‌তাবি ৫৮ পৃঃ। এই সকল মূর্খের মত লোকেরাই অথবা গোঁড়ামি এবং বিপক্ষের প্রতি হিংসা বশতঃ এমাম সাহেবকে কিরূপে বাড়াইবে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্য, সেজন্য যদি অমূলক কথা বলিতে হয়, অথবা এমন কথা বলিতে হয় যে তাহাতে কাফের হইতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইতে হয় না।...............

ধোকাভঞ্জন

লেখক তাহ্‌তাবির কথা নকল করিয়াছেন, তাহ্‌তাবি একটী অমূলক অমূলক গল্পের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কোন হানাফির রচিত নহে, নিজেই তাহ্‌তাবি বলেন, উহা কোন কাফেরের রচিত, এই সূত্রে হানাফিদিগের উপর দোষ পড়িবে কেন? বরং মোল্লা আলি কারী ও তাহ্‌তাবী উক্ত গল্প রদ করিয়াছেন। তৎপরে যদি কোন হানাফি উক্ত মিথ্যাবাদী লোকের কথা অজ্ঞতা বশতঃ মানিয়া লইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি হইবে? আপনাদের মানিত এমাম বোখারি কত মিথ্যাবাদীর কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তিনি ওছাএদ বেনে জয়েদ, হাছান বেনে মোদরেক, শোজা' বেনে অলিদ, আবদুল্লাহ্ বেনে ছালেহ, মোহাম্মদ বেনে তালহা ও বিদ্বান্‌গণ বালিয়াছেন, তাহারা জাল হাদিস প্রস্তুত করিত। মোকাদ্দামায় ফৎহোল বারি দ্রষ্টব্য।

আরও এমাম বোখারি মিথ্যাবাদী নইম বেনে হাম্মাদের কথা বিশ্বাস করিয়া তারিখে ছগিরের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। ছুফ্‌ইয়ান ছওরি এমাম আজমের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন। ইনি ইস্‌লামকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ইস্‌লামে তদপেক্ষা অধিকতর কুলক্ষনে জন্ম গ্রহণ

করে নাই। ইহা যে ছুফ্‌ইয়ানের কথা নহে, বরং নইম বেনে হাম্মাদের জাল কথা, তাহা মিজানোল এ'তেদালের ৩/২৪১ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে, বুঝিতে পারিবেন। এই জাল ছাজ লোকটী একটী জাল হাদিস প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা যুবকের তুল্য উৎকৃষ্ট আকৃতিধারী তাঁহার পদদ্বয় সবুজ রং বিশিষ্ট ফলকের উপর আছে, উক্ত পদদ্বয়ে সুবর্ণের দুইখানি পাদুকা আছে। মিজানোল এ'তেদাল ৩। ২৪১।

এমাম বোখারি যখন উক্ত নইমকে সাধু পুরুষ ভাবিয়া তাঁহার বর্ণিত এমাম আজমের অপযশ মূলক কথাটী বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন। তখন তাহার বর্ণিত খোদাতায়ালার অপযশ মূলক কথাটী বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন। এই কথাটী কাফিরি মূলক নহে কি?

মজহাব বিদ্বেষিগণ উক্ত নইমের পরম ভক্ত, সেই জন্য তাহার উক্ত কথাটী অনেক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। এবং খোদাতায়ালাকে রূপধারী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহাদের এইরূপ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায় বা এইরূপ মতধারায় কাফেরি মূলক মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল কি না?

এক্ষণে তাহতাবি উল্লেখিত গল্পের মর্ম্ম শুনুন, হজরত খাজা খেজের (আঃ) এমাম আবু হানিফার নিকট ৩০ বৎসর এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি মা—অরাওন্নাহারের আবুল কাসেম কোশায়রিকে উক্ত সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দেন। আবুল কাসেম কোশায়রী উক্ত বিদ্যা সহস্র কেতাবে লিখিয়া আপন শিষ্য কর্ত্তৃক সিন্দুকে পূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। হজরত ইসা (আঃ) উক্ত কেতাবগুলি হজরত জিবরাইল কর্ত্তৃক উদ্ধার করতঃ পাঠ করিয়া শরিয়ত প্রচার করিবেন। ইহা অমূলক কথা, ইহাতে সন্দেহ নাই।

পাঠক আমরা হানাফিগণ ইক্ত গল্পটী অসত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি, কিন্তু লেখক যে বলিয়াছেন, "এমাম সাহেব বহু সাহাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহার ৪হাজার ওস্তাদ, তাঁহার নিকট কত সিন্দুকে হাদিসের

কেতাব ছিল, তাঁহার চৌদ্দটী নস্নদ ছিল, পাঁচশত লোক তাঁহার নিকট হইতে সেইগুলি রেওয়াএত করিয়াছেন, এই সমস্ত অমূলক মিথ্যা কথা, বিজ্ঞ হানাফিগণ এইরূপ করা মূর্খের কার্য্য বলেন।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ বিজ্ঞ হানাফি এই সমস্ত কথা মুর্খের কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন?

লেখকের লেখার ধরণে বুঝা যায় যে, এইরূপ কথা বোস্তানোল মোহাদ্দেছিন কিম্বা তাহতাবিতে লিখিত আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত ধরণের কথাগুলি কোন কেতাবে নাই কিম্বা কোন বিজ্ঞ হানাফি উপরোক্ত কথাগুলি মুর্খের কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, লেখক এইরূপ জালছাজি করিয়া ধোকা বাজীর চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখকের মানিত এমাম তাহতাবি লিখিয়াছেন ;—

"এমাম এবনে হাজার বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) কুফাতে ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় সেই সময় সাহাবা আবদুল্লাহ বেনে আবি আওকা জীবিত ছিলেন; তিনি সকলের মতে ইহার পরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন বাসোরাতে সেই সময় আনাছ বেনে মালেক ছিলেন, তিনি ৯০ হিজরিতে কিম্বা তৎপরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। এবনে ছাদ বিশ্বাসযোগ্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (হজরত) আনাছ (রাঃ) কে দেখিয়াছিলেন। এই দুই সাহাবা ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাগণ শহর সমূহে জীবিত ছিলেন, এই হিসাবে তিনি তাবিয়ি সম্প্রদায় ভুক্ত। তাহ্তাবি, ১/৪৬।

আরও উক্ত তাহ্তাবি লিখিয়াছেন ;—

বহু প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) চারিশত তাবিয়ি শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, আরও তিনি লিখিয়াছেন যে, চারি সহস্র লোক তাঁহার নিকট ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহ্তাবি ১/৪৮।

এমাম আজমের সনদে চৌদ্দটী কিম্বা পনরটী মসনদ প্রসিদ্ধ আছে, আল্লামা এবনে হাজার শফিয়ে 'খয়রাতোল হেছানে'র ৬১ পৃষ্ঠায় ; শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী ' বোস্তানোল মোহাদ্দেছিন' এর ৩০ পৃষ্ঠায়, আল্লামা মোল্লাকাতের কাশ্‌ফোজ্জনুনের ২য় খণ্ডে (৪৩২ পৃষ্ঠায়), সৈয়দ মোরতজা হোছায়নি জওয়াহেরে মণিফার ৩/৪ পৃষ্ঠায়, মোল্লা আলিকারি ' মসনদে এমাম আজমের' টীকায় ৩ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। এমাম এবনে হাজার আস্কালানি শাফিয়ি 'তা'জিলোল মানফায়া'র ৫/৬ পৃষ্ঠায় ও এমাম আবদুল অহবাব শায়ারাণি; মিজানে শায়ারাণির ৬০ পৃষ্ঠায় কতকগুলি মসনদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এমাম আজমের নিকট যে হাদিসের সিন্দুক ছিল, ইহা মানা কেবে মোয়াফ্যেকের ১ম খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় ও ছফরোছ ছায়াদাতের টীকার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। তাঁহার হাদিছগুলি যে ৭ কিম্বা ৮ শত শিষ্য রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহা জয়লে জওয়াহেরে মজিয়ার ৫৫৬ পৃষ্ঠায়, শামি কেতাবের ১ম খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় ও খয়রাতোল হেছানের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিজ্ঞ হানাফি, শাফিয়ি ও মালেকি বিদ্বান্‌গণ যে কথাগুলি এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, লেখক তাহাকে তাঁহাদের নাম লইয়া মুর্খতার কার্য্য বলিয়া ধৃষ্টতা ও জালছাজির তুড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

শামি, ১/৫৮/৫৯ পৃঃ।

এমাম শায়ারাণি 'মিজান' শায়ারাণিতে লিখিয়াছেন যে, একজন কাশ্‌ফশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন, কালের শেষে অন্য তিন মজহাবের লোক বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, সকলের শেষে হানাফি মজহাবের বিলোপ সাধন হইবে, কিন্তু হজরত ইসা (আঃ) এর হানাফি মজহাব অনুযায়ী কার্য্য করার কোন প্রমান নাই। এমাম ছিউতি লিখিয়াছেন, হজরত ইসা (আঃ) এর চারি

মজহাবের মধ্যে কোন এক মজহাব অনুযায়ী হুকুম করা বাতীল কথা, ইহার কোন দলীল নাই। এরূপ ধারণা কিরূপে করা যাইবে যে, একজন নবি একজন মোজতাহেদের তকলিদ করিবেন? অথচ এই উম্মতের একজন মোজতাহেদ পক্ষে অন্য মোজতাহেদের তকলিদ করা জায়েজ নহে। হজরত ইসা (আঃ) এজতেহাদ করিয়া কিম্বা পূর্ব্ব হইতেই অহিদ্বারা আমাদের শরিয়ত অবগত হইয়া কিম্বা আসমানে থাকা কালে উহা শিক্ষা করিয়া অথবা কোরাণ শরিফে দৃষ্টি পুর্ব্বক উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হুকুম করিবেন। (এমাম) ছুবকি কেবল শেষ মতটী সমর্থন করিয়াছেন। মোল্লা আলিকারি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাফেজ এবনে হাজার অস্কালানি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, (হজরত) ইসা (আঃ) কি কোরাণ ও হাদিসের হাফেজ হইয়া নাজিল হইবেন কিম্বা ঐ সময়ের বিদ্বান্‌গণের নিকট উক্ত কোরাণ হাদিস শিক্ষা করিবেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, কোরাণ ও হাদিসে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট মীমাংসা উল্লেখ হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পদমর্য্যাদার যোগ্য কথা এই যে, তিনি ইহা হজরত রসুলোল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট শিক্ষা করিবেন, তিনি যেরূপ তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবেন, সেইরূপ তাঁহার উম্মতের মধ্যে হুকুম করিবেন; কেন না তিনি প্রকৃত পক্ষে হজরতের খলিফা।" এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, হানাফি বিদ্বান্‌গণের মনোনীত মত এই যে, হজরত ইসা (আঃ) কোন মোজতাহেদের মতাবলম্বন করিবেন না, কিন্তু যে হানাফি বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, হজরত ইসা (আঃ) হানাফি মজহাব অনুযায়ী হুকুম করিবেন, তাঁহার কথার মর্ম্ম কি, তাহাও শুনুন? 'হালাবি বলিয়াছেন যে, হজরত ইসা (আঃ) এজ্‌তেহাদ করিবেন, তাঁহার এজ্‌তেহাদ হানাফি মজহাবের এজ্‌তেহাদের সহিত মিলিয়া যাইবে। এইরূপ শাফিগণ বলেন যে, উক্ত হজরতের এজতেহাদ এমাম শ্যাফিয়ির এজতেহাদের সহিত মিলিয়া যাইবে। হানাফিগণকে এইরূপ সংশয় সৃষ্টিকারী শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ নহে ; কেন না ইহাতে তাঁহারা দোষারোপের পাত্র হইবেন।

তাহ্‌তাবি, ১/৩৯

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রকাশিত হইল যে, যেরূপ কোন হানাফি বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, হজরত ইসা (আঃ) এর এজতেহাদ হানাফি মজহাবের সহিত মিলিয়া যাইবে, সেইরূপ শাফিয়িগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহার এজতেহাদ এমাম শাফিয়ি সাহেবের এজতেহাদের সহিত মিলিয়া যাইবে। এমাম তাহতাবি এইরূপ কথা না বলা সঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আল্লামা শামি উহা বিনা দলীলের কথা বলিয়াছেন, ছিউতি উহা বাতীল বলিয়াছেন, কিন্তু উক্ত তাহ্‌তাবি, শামি বা কোনই বিদ্বান্ উপরোক্ত কথা কাফেরি বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। লেখকের তাহ্‌তাবির দোহাই দিয়া উক্ত মতকে কাফেরি বলা একেবারে জাল। অবশ্য মোল্লা আলিকারি কোশায়রি সংক্রান্ত গল্পটীর প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, হজরত ইসা (আঃ) এর নবুয়ত বিনষ্ট হওয়ার ধারণা কাফেরি কার্য্য, তাহ্‌তাবিও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু হজরত ইসা (আঃ) এর এজতেহাদ কোন মজহাবের এজতেহাদের সহিত মিলিয়া যাইবে, এই দাবিকে কেহই কাফেরি বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

লেখক যে লিখিয়াছেন যে, এমাম আজমের হাদিসের সিন্দুক গুলি এমাম কোশায়রির সঙ্গে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিয়া খাজা খেজেরের নিকট রাখিয়াছিলেন, এইরূপ মন্তব্য কোথা হইতে পাইলেন? ইহা হানাফিদিগের কোন কেতাবে নাই বা কোন হানাফি বলেন নাই, কোশায়রির নামীয় জাল গল্পেও ইহা নাই। লেখক তাহতাবি লিখিত এবারতটী বুঝিতে না পারিয়া পাগলের প্রলাপোক্তির ন্যায় কিছু লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ এল্‌ম লইয়া আলেম সাজিয়াছেন।

সেহাসেত্তাকে সহিহ কেতাব বলিয়া দাবি করা কি হজরত নবি (আঃ) এর মজহাব? মোহাদ্দেছগণের বাঁধাবাঁধিভাবে হাদিস বিচার কি হজরতের মজহাব? তাঁহাদের হাদিসকে সহিহ, হাছান, জইফ, মরফু, মকতু, মোরছাল ইত্যাদি কয়েক ভাগে বিভক্ত করা ও কয়েকটী নামে নামকরন কি হজরতের মজহাব?

সেহাহ্‌সেত্তার হাদিস থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, ইহা কি হজরতের মজহাব? মোহাদ্দেছগণ সহিহ্ হাদিছের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই কি হজরতের মজহাব? সহিহ্ হাদিস থাকিতে হাছান হাদিস দলীল হইতে পারে না, ইহা কি হজরতের মজহাব? এমাম বোখারির কথা ও হাদিস সকল অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে, ইহা কি হজরতের মজহাব? মোহাদ্দেছগণ কেয়াস করিয়া যে হাদিসটী সহিহ্ বা বাতীল বলিয়াছেন, যে রাবিকে যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়াছেন, তাহাই সত্য হইবে, ইহা কি হজরতের মজহাব? অন্য কেতাবের মোরছাল ও মোয়াল্লাক হাদিস সহিহ্ হইবে না, কিন্তু সহিহ্ বোখারির বিনা সনদের মোয়াল্লাক হাদিস সহিহ্ হইবে, ইহা কি হজরতের মজহাব? সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমে রাফিজি, মরজিয়া, কাদরিয়া, খারেজি ইত্যাদি বেদআতি লোকদের হাদিস থাকিলে, সহিহ্ হইবে, কিন্তু অন্য কেতাবে থাকিলে, সহিহ্ হইবে না, ইহা কি হজরতের মজহাব? মজহাব বিদ্বেষিগণ এইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় লোকের কাল্পনিক বা কেয়াসি মতকে মোহাম্মদী অথবা হজরতের মজহাব বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এইযে, একজন পয়গম্বর, উম্মতের কোন আলেমের মজহাব ধরিবেন বলিলে, যখন লেখকের মতে কাফেরি কার্য্য হয়, তখন মজহাব বিদ্বেষিগণ এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি, এবনে মাজা, এবনে তায়মিয়া, এবনোল কাইয়েম, দাউদ জাহিরী, এবনে হাজম, কাজি শওকানি প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণের মজহাবকে হজরতের মজহাব বলিয়া বড় কাফের হইবেন কিনা?

ছেয়নত, ১৮ পৃষ্ঠা।

"শায়খ এবনে তাহের হানাফি 'তাজকেরায়-মউজুয়াত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা সাহেবের (রঃ) সময়ে চারিজন সাহাবা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কাহার নিকট সাক্ষাৎ বা কাহার নিকট হাদিস গ্রহণ করেন নাই। হানাফিগণ বলেন তিনি সাহাবার এক জমাতের (দলের)

সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের নিকট হইতে হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা এইরূপ বৃত্তান্তে বহুদর্শী অভিজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট উহা সাব্যস্ত হয় নাই।"

ধোকাভঞ্জন

এমাম সাময়ানি 'কেতাবোল আনসাব' এর ২৪৬ পৃষ্ঠায়, এবনে খালকান তারিখের ২/৩৬৩ পৃষ্ঠায়, এমাম এবনে হাজার আস্কালানি 'তহজিবত্তহজিবে'র ১০ম খণ্ডে (৪৪৯ পৃষ্ঠায়), এমাম নাবাবি তহজিবোল-আসমার ৬৮৯ পৃষ্ঠায়, এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল-হোফ্যাজে'র ১/১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এবনে ছা'দ উৎকৃষ্ট সনদে ও খতিব বগদাদি নিজ তারিখে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমাম আজম সাহাবা আনাছের দর্শন লাভ করিছিলেন।

এবরাজোল গাই, ৫৮ পৃষ্ঠা;—

এবনোল জওজি, 'এলালে মোতানাহিয়া' এবং এমাম ছিউতি তবইজছ- ছহিফাতে লিখিয়াছেন, এমাম দারকুৎনি বলিয়াছেন, এমাম আজম সাহাবা হজরত আনাছের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আরও এমাম ছিউতি উক্ত কেতাবে লিখিয়াছেন, আমি অলিউদ্দিন এরাকির একটী ফৎওয়ায় দেখিয়াছি, উহাতে তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) তাবেয়ি শ্রেণীভুক্ত ছিলেন কিনা? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি (সাহাবা হজরত) আনাস (রাঃ) কে দেখিয়াছিলেন, তাহারা বলেন যে, সাহাবাকে দেখিলে তাবেয়ি শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়, তাঁহারা তাঁহাকে তাবেয়ি স্থির করিয়াছেন। হাফেজ এবনে হাজারকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) একদল সাহাবাকে পাইয়াছিলেন, কেননা তিনি কুফাতে ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সময় তথায় (সাহাবা) আবদুল্লাহ বেনে আবি আওফা (রা) ছিলেন, ইনি ইহার পরে মৃত্যু প্রাপ্ত হন, বাসোরাতে সেই সময় (সাহাবা হজরত) আনাছ (রাঃ) ছিলেন।

এবনে ছা'দ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (সাহাবা হজরত) আনাছের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এই উভয় সাহাবা ব্যতীত কতকগুলি শহরে অন্যান্য সাহাবা জীবিত ছিলেন।

কোন বিদ্বান্ (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) সাহাবাগণ হইতে যে হাদিসগুলি রেওয়াএত করিয়াছেন, তৎসমস্ত পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু উহার সনদ দোষশূন্য নহে, যাহা হউক, তিনি এই হিসাবে তাবেয়ি শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, ইহা শামের আওজায়ি বাসোরার হাম্মাদ বেনে জয়েদ, হাম্মাদ বেনে ছালমা, কুফার (ছুফইয়ান) ছওরি, মক্কার মোসলেম বেনে খালেদ ও মিসরের লাএছের ন্যায় তাঁহার সমসাময়িক এমামগণের ভাগ্যে ঘটে নাই।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি যে সাহাবা আনাছের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, আরও তাঁহার সময়ে যে একদল সাহাবা ছিলেন, তাঁহাদের সহিত এমাম আজমের সাক্ষাৎ করাও অসম্ভব নহে, হানাফি বিদ্বান্‌গণ দাবি করিছেন যে, এমাম আজম উপরোক্ত সাহাবা দলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন উহা কেন অগ্রাহ্য হইবে?

এমাম বোখারি ৪৩৪ জন শিক্ষকের হাদিসগুলি সহিহ্ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোসলেম উক্ত হাদিসগুলি রদ করিয়াছেন। এমাম মোসলেম ৬২৪ জন শিক্ষকের হাদিসগুলি সহিহ্ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তৎসমস্ত রদ করিয়াছেন। আর ৬৬ জন মোহাদ্দেছ সহিহ্ বোখারির ৮০ জন রাবিকে ও সহিহ্ মোসলেমের ১৬০ জন রাবিকে জইফ বলিয়াছেন।

এমাম দারকুৎনি, আবু আলি ও আবু মছউদ দেমাশকি সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের ২১০টী হাদিস জইফ বলিয়াছেন।

আবার এমাম বোখারি ও মোস্‌লেমের শর্ত্তানুযায়ী সেহাহ্ সেত্তার অবশিষ্ট চারি খানা কেতাবের অনেক হাদিস জইফ।

এক্ষণে লেখক প্রবরকে জিজ্ঞাসা করি যে, মোহাদ্দেছগণের মধ্যে একে অন্যের কথা অস্বীকার করিয়াছেন, যদি একের কথা অন্যের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় হয়, তবে সেহাহ্ সেত্তার অর্দ্ধেকের অধিক হাদিস বাতীল হইয়া যায়। আর যদি গ্রহণীয় না হয়, তবে এমাম আজমের একদল সাহাবা দর্শনের সম্বন্ধে হানাফি বিদ্বান্‌গণের কথা কেন গ্রহণীয় হইবে না? অতএব হানাফি বিদ্বান্‌গণ নিজেদের এমামের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই সত্য, অদ্য মোহাদ্দেছগণের বিরুদ্ধমতে উপরোক্ত বিদ্বান্‌গণের কথা কেন অগ্রাহ্য হইবে?

ছয়ানত, ১৮ পৃঃ।

"এমাম সাহেবের সংগৃহীত অন্ততঃ কোন একটী হাদিস গ্রন্থ যদি থাকিত, তবে হেদায়া ও সারাবেকায়া ইত্যাদি হানাফিদের গণ্য মান্য ফেকার কেতাবে তাহার উল্লেখ থাকিত, বিশেষতঃ জয়লয়ী, আয়নি, তাহাবি ও এবনোল হোমাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান হানিফা বিদ্বান্‌গণ তাহা হইতে অবশ্যই হাদিস নকল করিতেন, এমাম সাহেবের মসনদ হইবে কিরূপে? তিনিত হাদিস বড় জানিতেন না।

ধোকাভঞ্জন

এমাম সাহেব কোরাণ, হাদিস, এজমা ও কেয়াস হইতে যে ৮৩ সহস্র মস্‌লা বাহির করিয়াছেন, তাহাই ফেক্‌হ। ফেক্‌হের মস্‌লাগুলি হয় কোরাণ হাদিসের স্পষ্টাংশ, না হয় উক্ত দলীলদ্বয়ের অস্পষ্টাংশ। যখন তিনি উক্ত দলীল সমুহ হইতে মস্‌লা বাহির করিয়াছিলেন, তখন এমাম বোখারি, মোস্‌লেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। এইরূপ প্রধান প্রধান বিদ্বান্‌গণ তাঁহাদের জানিত কোরাণ, হাদিস তত্ত্ব হইতে মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন। ফেক্‌হের মস্‌লা লিখিলেই কোরাণ, হাদিসের মর্ম্ম লেখা হয়। হেদায়া শরাহ্ বেকায়াতে যে হাদিসগুলি আছে, তৎসমুদয় ত এমাম আজমের গৃহীত হাদিস। উহাতে ত কোনই হাদিস কেতাবের নামোল্লেখ নাই। এইরূপ

অন্যান্য ফেক্‌হ সংক্রান্ত কেতাবের অবস্থা বুঝুন। অবশ্য আল্লামা জয়লয়ী, এবনোল হোমাম, আয়নি মসনদে এমাম আজমের উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা বদরদ্দিন আয়নি, সহিহ্ বোখারির টিকার ৩য় খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় কেতাবোল আছার নামক এমাম আজমের এক খণ্ড মস্‌নদ হইতে হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা জয়লয়ী 'তখ্‌রিজে আহাদিসে হেদায়া'র ১ম খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠায় উক্ত মস্‌নদ হইতে হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। আরও তিনি তবয়িনোল হাকায়েকের ১ম খণ্ডে ১২০ পৃষ্ঠায় রফইয়াদাএন সম্বন্ধে এমাম আওজায়ি ও আবু হানিফার তর্কবিতর্কের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা মস্‌নদে এমাম আজমের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। এবনোল হোমাম ফৎহোল কদিরের১ম খণ্ডে ১২৪ পৃষ্ঠায় ও শাহ্ অলি উল্লাহ্ দেহলবী এনছাফের ১৮/৪৭ পৃষ্ঠায় এই তর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনোল হোমাম 'ফৎহোল কদিরে'র ১ম খণ্ডে ১৪১/১৭৭/১৮১। ২৪০/২৫৯/২৬২/২৮৩/৩১৫/৩৩৭/৩৯৮/৪৫৮/৪৬৪/৪৭০/৫০২ পৃষ্ঠায় কেতাবোল আছার নামীয় এমাম আজমের মস্‌নদ হইতে, ২২৯ পৃষ্ঠায় মস্‌নদে হারেছি নামীয় এমাম আজমের মস্‌নদ হইতে, ১২৪ পৃষ্ঠায় মস্‌নদে হাস্‌ফকি হইতে এবং ৪১৩ পৃঃ অন্য মস্‌নদ হইতে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম তাহাবি হানাফি ছিলেন, অদ্বিতীয় মোহাদ্দেছ ও ছিলেন, মায়ানিয়োল আছার, মোশ্‌কেলোল আছার, ও মোখ্‌তাছার ফেল ফেক্‌হ্, ইত্যাদি ১৯ খণ্ড কেতাব প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি মায়া'নিয়োল আছার কেতাবে এমাম আজমের মস্‌নদে বহু হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি সুবৃহৎ মায়ানিয়োল আছার কেতাবে এমাম আজমের মজহাবকে অকাট্য প্রমাণে সমর্থন করিয়াছেন। এমাম এবনে হাজার 'তহজিব ত্তহজিব' কেতাবে কেতাবোল আছার নামক মসনদে এমাম আজম হইতে হাদিস উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লামা মোরতজা হোছায়নি 'ওকুদোল জওয়াহেরে মণিফা

কেতাবে এমাম আজমের ১৫ খণ্ড মসনদ হইতে হানাফি মজহাবের মস্‌লা গুলি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

২। যদিও এমাম আজমের মস্‌লা মাসায়েলের প্রমাণ মস্‌নদে এমাম আজমের হাদিস সমূহে আছে, তথাচ হানাফি বিদ্বান্‌গণ তর্ক স্থলে বিপক্ষদিগের মানিত হাদিসের কেতাবগুলি হইতে হাদিস উদ্ধৃত করতঃ তাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই বিপক্ষদিগের মত খণ্ডনের উত্তম নিয়ম, ইহাতে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, এমাম আজমের মস্‌নদ লিখিত হয় নাই বা উক্ত মস্‌নদ মসলা মাসায়েলের যথেষ্ট নহে। এবনে খাল্লকান, এবনে খলদুন, এমাম জাহাবি, এবনে হাজ্জার প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ যখন এমাম আজমকে হাফেজে হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এমাম আজম বড় হাদিস জানিতেন না। লেখকের এইরূপ দাবি ধৃষ্টতা, অজ্ঞানতা ও বে-আদবি নহে কি?

ছেয়ানত, ১৯ পৃঃ;—

"আপনি কি সমস্ত ইসলাম জগতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বাৎসরিক দক্ষিণা আদায়ে বা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন? সাহাবা গণকে লইয়া অদ্যাবধি জগদ্ব্যাপী ইস্‌লামে যে কত কোটী কোটী বিদ্বান্ গত হইয়াছেন এবং এখন বর্ত্তমান আছেন তাহাদের সংখ্যা করা প্রত্যেকের মজহাব জানা একেবারেই অসম্ভব।

ধোকাভঞ্জন

এস্থলে লেখক এজমা অমান্য করিয়াছেন, শাহ্ অলিউল্লাহ দেহলবী একদোল জিদের ৮৭ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, এজমা অমান্য কারিগণ (ভ্রান্ত) খারেজি সম্প্রদায় ভুক্ত। তফসিরে আহমদীর ৫২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "বিদ্বান্‌গণের এজমা হইয়াছে যে, চারি এমামের মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ হইবে এবং এই চারি এমামের বিপরীত যে কোন মোজতাহেদ হয়, তাঁহার মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।"

কেতাবে এমাম আজমের ১৫ খণ্ড মসনদ হইতে হানাফি মজহাবের মস্‌লা গুলি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

২। যদিও এমাম আজমের মস্‌লা মাসায়েলের প্রমাণ মস্‌নদে এমাম আজমের হাদিস সমূহে আছে, তথাচ হানাফি বিদ্বান্‌গণ তর্ক স্থলে বিপক্ষদিগের মানিত হাদিসের কেতাবগুলি হইতে হাদিস উদ্ধৃত করতঃ তাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই বিপক্ষদিগের মত খণ্ডনের উত্তম নিয়ম, ইহাতে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, এমাম আজমের মস্‌নদ লিখিত হয় নাই বা উক্ত মস্‌নদ মসলা মাসায়েলের যথেষ্ট নহে। এবনে খালকান, এবনে খলদুন, এমাম জাহাবি, এবনে হাজার প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ যখন এমাম আজমকে হাফেজে হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এমাম আজম বড় হাদিস জানিতেন না। লেখকের এইরূপ দাবি ধৃষ্টতা, অজ্ঞানতা ও বে-আদবি নহে কি?

ছেয়ানত, ১৯ পৃঃ;—

"আপনি কি সমস্ত ইসলাম জগতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বাৎসরিক দক্ষিণা আদায়ে বা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন? সাহাবা গণকে লইয়া অদ্যাবধি জগদ্ব্যাপী ইস্‌লামে যে কত কোটী কোটী বিদ্বান্ গত হইয়াছেন এবং এখন বর্ত্তমান আছেন তাহাদের সংখ্যা করা প্রত্যেকের মজহাব জানা একেবারেই অসম্ভব।

ধোকাভঞ্জন

এস্থলে লেখক এজমা অমান্য করিয়াছেন, শাহ্ অলিউল্লাহ দেহ্‌লবী একদোল জিদের ৮৭ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, এজমা অমান্য কারিগণ (ভ্রান্ত) খারেজি সম্প্রদায় ভুক্ত। তফসিরে আহমদীর ৫২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "বিদ্বান্‌গণের এজমা হইয়াছে যে, চারি এমামের মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ হইবে এবং এই চারি এমামের বিপরীত যে কোন মোজতাহেদ হয়, তাঁহার মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।"

১০৮কেতাবে এমাম আজমের ১৫ খণ্ড মসনদ হইতে হানাফি মজহাবের মস্‌লা গুলি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

২। যদিও এমাম আজমের মস্‌লা মাসায়েলের প্রমাণ মস্‌নদে এমাম আজমের হাদিস সমূহে আছে, তথাচ হানাফি বিদ্বান্‌গণ তর্ক স্থলে বিপক্ষদিগের মানিত হাদিসের কেতাবগুলি হইতে হাদিস উদ্ধৃত করতঃ তাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই বিপক্ষদিগের মত খণ্ডনের উত্তম নিয়ম, ইহাতে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, এমাম আজমের মস্‌নদ লিখিত হয় নাই বা উক্ত মস্‌নদ মসলা মাসায়েলের যথেষ্ট নহে। এবনে খালকান, এবনে খলদুন, এমাম জাহাবি, এবনে হাজার প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ যখন এমাম আজমকে হাফেজে হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এমাম আজম বড় হাদিস জানিতেন না। লেখকের এইরূপ দাবি ধৃষ্টতা, অজ্ঞানতা ও বে-আদবি নহে কি?

ছেয়ানত, ১৯ পৃঃ;—

'আপনি কি সমস্ত ইসলাম জগতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বাৎসরিক দক্ষিণা আদায়ে বা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন? সাহাবা গণকে লইয়া অদ্যাবধি জগদ্ব্যাপী ইস্‌লামে যে কত কোটী কোটী বিদ্বান্ গত হইয়াছেন এবং এখন বর্ত্তমান আছেন তাহাদের সংখ্যা করা প্রত্যেকের মজহাব জানা একেবারেই অসম্ভব।

ধোকাভঞ্জন

এস্থলে লেখক এজমা অমান্য করিয়াছেন, শাহ্ অলিউল্লাহ দেহলবী একদোল জিদের ৮৭ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, এজমা অমান্য কারিগণ (ভ্রান্ত). খারেজি সম্প্রদায় ভুক্ত। তফসিরে আহমদীর ৫২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "বিদ্বান্‌গণের এজমা হইয়াছে যে, চারি এমামের মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ হইবে এবং এই চারি এমামের বিপরীত যে কোন মোজতাহেদ হয়, তাঁহার মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।"

১০৮কেতাবে এমাম আজমের ১৫ খণ্ড মসনদ হইতে হানাফি মজহাবের মস্‌লা গুলি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

২। যদিও এমাম আজমের মস্‌লা মাসায়েলের প্রমাণ মস্‌নদে এমাম আজমের হাদিস সমূহে আছে, তথাচ হানাফি বিদ্বান্‌গণ তর্ক স্থলে বিপক্ষদিগের মানিত হাদিসের কেতাবগুলি হইতে হাদিস উদ্ধৃত করতঃ তাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই বিপক্ষদিগের মত খণ্ডনের উত্তম নিয়ম, ইহাতে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, এমাম আজমের মস্‌নদ লিখিত হয় নাই বা উক্ত মস্‌নদ মসলা মাসায়েলের যথেষ্ট নহে। এবনে খালকান, এবনে খলদুন, এমাম জাহাবি, এবনে হাজার প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ যখন এমাম আজমকে হাফেজে হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এমাম আজম বড় হাদিস জানিতেন না। লেখকের এইরূপ দাবি ধৃষ্টতা, অজ্ঞানতা ও বে-আদবি নহে কি?

ছেয়ানত, ১৯ পৃঃ;—

"আপনি কি সমস্ত ইসলাম জগতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বাৎসরিক দক্ষিশা আদায়ে বা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন? সাহাবা গণকে লইয়া অদ্যাবধি জগদ্ব্যাপী ইস্‌লামে যে কত কোটী কোটী বিদ্বান্ গত হইয়াছেন এবং এখন বর্ত্তমান আছেন তাহাদের সংখ্যা করা প্রত্যেকের মজহাব জানা একেবারেই অসম্ভব।

ধোকাভঞ্জন

এস্থলে লেখক এজমা অমান্য করিয়াছেন, শাহ্ অলিউল্লাহ দেহলবী একদোল জিদের ৮৭ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, এজমা অমান্য কারিগণ (ভ্রান্ত) খারেজি সম্প্রদায় ভুক্ত। তফসিরে আহমদীর ৫২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "বিদ্বান্‌গণের এজমা হইয়াছে যে, চারি এমামের মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ হইবে এবং এই চারি এমামের বিপরীত যে কোন মোজতাহেদ হয়, তাঁহার মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।"

১০৮আস্‌বাহ্ ওন্নাজায়ের ১৩১ পৃঃ।

তহরির কেতাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, চারি মজহাবের বিপরীত কোন মজহাবের প্রতি আমল জায়েজ না হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।

তফসির মোজহারিতে আছে, সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায় তৃতীয় বা চতুর্থ করণের (দ্বিতীয় শতাব্দীর) পরে চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছে, এই চারিমজহাব ব্যতীত ফরুয়াত মাসায়েল বাকী নাই, কাজেই উক্ত চারি মজহাবের বিপরীত মজহাবের বাতীল হওয়ার প্রতি মিলিত এজমা হইয়াছে। নিশ্চই রসুলোল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর সমবেত করিবেন না। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইমানদারগণের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করে, তাহাকে আমি তাহা তাহার গন্তব্য পথে লইয়া যাইব। এবং তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইব।

তাহতাবি ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা,—

"এই নাজি সম্প্রদায় বর্ত্তমানে চারি মজহাবে সমবেত হইয়াছেন, হানাফি, শাফিয়ি, মালেকি ও হাম্বলী, যে ব্যক্তি এই চারি মজহাব হইতে খারিজ হয়, সে ব্যক্তি বেদাতি ও দোজখি।"

ওকুদোল জওয়াহেরল মনিফা, ১১ পৃষ্ঠা;—

"বর্ত্তমানে লোকে এজমা করিয়াছেন যে, এই চারি মজহাবাবলম্বিগণই সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়ভুক্ত।"

এবনে খলদুন, ৩৭৪ পৃষ্ঠা;—

"শহর সমূহে এই চারি এমামের মজহাব গ্রহণ করা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং তাঁহাদের ব্যতীত অন্যান্য (বিদ্বান্‌গণের) মতাবলম্বিগণ বিলুপ্ত হইয়া গেলেন। যেহেতু এল্‌মে সমুহে বহু প্রকার বিশিষ্ট বিশিষ্ট মত প্রকাশিত হয়, এজতেহাদের পদলাভে অযোগ্যতা বা শৈথল্য প্রকাশিত হয়, অনুপযুক্ত লোকের উপর এবং যাহার মত ও ধর্ম্মের উপর আস্থাস্থাপন করা না হয়, তাহার উপর এই এজতেহাদের ভারার্পণ করার আশঙ্কা হয়, এই জন্য লোকে

মতভেদের দ্বার ও পথ সকল রুদ্ধ করিয়া দেন এবং এজতেহাদ করিতে অক্ষম হওয়ার ও মোজতাহেদের দুর্লভ হওয়ার মত প্রচার করেন এবং লোকদিগকে ইহাদের মজহাবালম্বন করিতে বাধ্য করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট অনুসরণকারী স্থির হইল একের মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্যের মজহাব গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন, যেহেতু উহা ক্রীড়াজনক কার্য্য, তাঁহাদের মজহাব বর্ণনা করা ব্যতীত অন্য কিছুই থাকিল না। প্রত্যেক মজহাবাবলম্বী মূল নিয়ম সাইহ্ করার পরে তাঁহাদের মধ্যে নিজ এমামের মজহাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানকালে এজতেহাদের দাবিকারী অবজ্ঞার পাত্র ও তাহার মত গ্রহণ পরিত্যাজ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ইস্‌লাম জগত এই চারি এমামের মজহাবাবলম্বনকারী আছেন।"

কাশফোজ-জনুন, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃঃ —

"যে প্রসিদ্ধ মজহাবগুলির সত্যতা জ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। তাহা (এমাম) আবু হানিফা, মালেক, শাফিয়ি ও আহম্মদ বেনে হাম্বল এই এমাম চতুষ্টয়ের চারিমজহাব, তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে (এমাম) আবু হানিফার মজহাব সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও উত্তম, যেহেতু তিনি তাঁহাদের মধ্যে দক্ষতা, তীক্ষ্ণ মেধা, ব্যবস্থা আবিষ্কারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কোরাণ হাদিসের সমধিক অভিজ্ঞতা ও আহকাম সংক্রান্ত বিদ্যায় ন্যায্য মত প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।"

পাঠক, এক্ষণে এজমার অর্থ শুনুন।

"উম্মতে মোহাম্মাদীর এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন বিদ্বান্‌গণের কোন সময়ে কোন শরিয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণ চারি এমামের মজহাবকে সত্য জানিয়া লোককে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। মোসাল্লামোছ ছবুতের টীকা, ৫১২ পৃঃ।

"যদি তাঁহারা সকলে এক কার্য্য করেন, তবে উহা রসুলের কার্য্যের তুল্য হইবে।"

যখন দুনিয়ার মহা মহা বিদ্বান্ এই চারি মজহাব অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তখন উহা অকাট্য ওয়াজেব হইবে।

এই এজমার বিরুদ্ধাচরন করা হারাম, তফসিরে বয়জাবি, ২/১১৬ পৃঃ।

দুন্‌ইয়ায় এইরূপ বহু এজ্‌মা হইয়াছে।

একদোল জিদ, ২৭/২৮ পৃঃ।

"বিদ্বান্‌গণ যে বিষয়ের ওয়াজেব হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তদনুযায়ী কার্য্য করে, তাঁহারা যে কার্য্যে হারাম হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাকে, তাঁহারা যে কার্য্যের মোবাহ্ হওয়ার প্রতি এজ্‌মা করিয়াছেন, তাহাকে মোবাহ্ জানে, তাঁহারা যে কার্য্যের মোস্তাহাব হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন তাহা করিতে থাকে এবং তাঁহারা যে কার্য্যের মকরুহ্ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত।" শেরা শাহ্ সাহেবের উক্ত কথায় প্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথিবীতে বহু এজমায়ি মস্‌লা আছে, এই সত্য সরল মতকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে লেখকজী লিখিতেছেন। "আপনি কি সমস্ত ইস্‌লাম জগতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বাৎরিক দক্ষিনা আদায় বা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন? তাই সেই সঙ্গে প্রত্যেক আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মজহাব জানিতে পারিয়াছেন।"

এক্ষণে আমি লেখককে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনাদের ফেক্‌হে মোহাম্মদীর ১/১১ পৃঃ লিখিত আছে যে, মুসলমানগণের এজমা হইয়াছে যে, ওজু গোছলের পাণির কোন পারমান ঠিক নাই।

লেখকের পরম গুরু নবাব সিদ্দিক হাসান সাহেব রওজা নদিয়া কেতাবের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোন নাপাক বস্তু পড়িয়া যে পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্ত্তন করে। উহা নাপাক হইয়া যাইবে, ইহার প্রতি এজমা হইয়াছে।"

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লেখকজীর গুরু মৌলবি মহিউদ্দিন ও নবাব সিদ্দিক হাসান পৃথিবীর যাবতীয় আলেমের গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে দক্ষিণা আদায় বা ভিক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?

তৎপরে আমাদের নবাব সাহেব উক্ত কেতাবের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, দাদী, নানী, নাৎনি, পুৎনী হারাম, ইহার প্রতি উম্মতের এজমা হইয়াছে।

এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কয় শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণা আদায় করিয়া এই ব্যবস্থাটী অবগত হইয়াছেন?

যতক্ষণ এই দক্ষিণা আদায় ও দেশ ভ্রমণের প্রমাণ পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষন আপনাদের পক্ষে উক্ত স্ত্রীলোকগুলি হালাল থাকিবে না কি?

ছেয়ানত, ১৯ পৃষ্ঠা;—

"যে স্বীয় বিদ্যা ও জ্ঞান বলে কোরাণ ও হাদিস হইতে মস্‌লা বাহির করিতে পারে, অন্য আলেমের কথা মত চলে না।"

ধোকাভঞ্জন

বেশত ভাল কথা, একজন মোজতাহেদ আর একজন মোজতাহেদের পয়রবি করেন না, আমরাও করিতে বলি না, সেই জন্য আমরা বলি, হানাফি এমামগণ এমাম বোখারি, মোস্‌লেম, আবুদাউদ, তেরমজি, নাসায়ি, প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ নিজ নিজ এজতেহাদে যে যেরূপ হাদিস বিচার করিয়াছেন, তৎসমস্ত মান্য করিতে বাধ্য নহেন তাঁহাদের পক্ষে নিজেদের এজতেহাদ ত্যাগ করিয়া উপরোক্ত মোহাদ্দেছগণের মতে মত দিয়া হাদিসকে সহিহ্ বা জইফ বলা জায়েজ নহে। এই হেতু কতিপয় স্থলে হানাফি আলেমগণ সেহাহ্ লেখক বিদ্বান্‌গণের মতের বিরুদ্ধে মত ধারণ করিয়া থাকেন।

লেখকের ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উক্ত শাহ্ অলিউল্লাহ দেহলবী একদোল-জিদ কেতাবের ৩১/৩৩ পৃঃ এমামত্ব ও এজতেহাদ শক্তি রহিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে চারি মজহাব মান্য করার তাগিদ করিয়াছেন। উক্ত চারি

মজহাব ত্যাগ করা মহাফাসাদ বলিয়া উল্লেক করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবটী কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা সপ্রমান করিয়াছেন। আরও তিনি এনসাফের ৫৯/৭০/৭১ পৃষ্ঠায় চারি মজহাবের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করা ওয়াজেব লিখিয়াছেন, বরং ভারতবর্ষের হানাফি মজহাব ত্যাগ করা হারাম লিখিয়াছেন। শাহ্ সাহেবের উক্ত উপদেশ গুলি লেখক মান্য করিবেন কি?

ছেয়নত, ১৯

ইহা (হানাফি মজহাব) যদি সর্ব্বতোভাবে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকা অনুযায়ী ছিল, তবে আর তিন এমাম তাহাই অবলম্বন করিলেন না কেন? তাঁহারা আবার এক একটী মজহাব গড়িতে গেলেন কেন?

ধোকাভঞ্জন

লেখক বলিয়াছেন যে, একজন মোজতাহেদ অন্য মোজতাহেদের কথা মত চলে না, সেই জন্য সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি সম্প্রদায়ের একজন মোজতাহেদ সর্ব্বতোভাবে অন্য মোজাহেদের পয়রবি করেন নাই। এমাম বোখারি মোসলেমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এমাম মোসলেম এমাম বোখারির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার তাঁহারা অন্য মোহাদ্দেছগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার এমাম আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি উক্ত দুই এমামের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন। ইহাতে আপনি সাহাবা, তাবেয়ি, ও তাবাতাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিবেন কিনা? যদি না বলেন তবে, কেবল এমাম আজমকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন কেন?

ছেয়ানত, ১৯/২০

আর জগতের অন্যান্য বিদ্বান্দের কথা দুরে থাকুক, তাঁহার প্রধান শিষ্য এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ শত সহস্র স্থলে এমাম সাহেবের মজহাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিপরীত কথা বলিলেন কেন?

মজহাব ত্যাগ করা মহাফাসাদ বলিয়া উল্লেক করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবটী কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা সপ্রমান করিয়াছেন। আরও তিনি এনসাফের ৫৯/৭০/৭১ পৃষ্ঠায় চারি মজহাবের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করা ওয়াজেব লিখিয়াছেন, বরং ভারতবর্ষের হানাফি মজহাব ত্যাগ করা হারাম লিখিয়াছেন। শাহ সাহেবের উক্ত উপদেশ গুলি লেখক মান্য করিবেন কি?

ছেয়নত, ১৯

ইহা (হানাফি মজহাব) যদি সর্ব্বতোভাবে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকা অনুযায়ী ছিল, তবে আর তিন এমাম তাহাই অবলম্বন করিলেন না কেন? তাঁহারা আবার এক একটী মজহাব গড়িতে গেলেন কেন?

ধোকাভঞ্জন

লেখক বলিয়াছেন যে, একজন মোজতাহেদ অন্য মোজতাহেদের কথা মত চলে না, সেই জন্য সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি সম্প্রদায়ের একজন মোজতাহেদ সর্ব্বতোভাবে অন্য মোজাহেদের পয়রবি করেন নাই। এমাম বোখারি মোসলেমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এমাম মোসলেম এমাম বোখারির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার তাঁহারা অন্য মোহাদ্দেছগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার এমাম আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি উক্ত দুই এমামের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন। ইহাতে আপনি সাহাবা, তাবেয়ি, ও তাবাতাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিবেন কিনা? যদি না বলেন তবে, কেবল এমাম আজমকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন কেন?

ছেয়ানত, ১৯/২০

আর জগতের অন্যান্য বিদ্বান্দের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রধান শিষ্য এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ শত সহস্র স্থলে এমাম সাহেবের

মজহাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিপরীত কথা বলিলেন কেন?

১১৬মজহাব ত্যাগ করা মহাফাসাদ বলিয়া উল্লেক করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবটী কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা সপ্রমান করিয়াছেন। আরও তিনি এনসাফের ৫৯/৭০/৭১ পৃষ্ঠায় চারি মজহাবের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করা ওয়াজেব লিখিয়াছেন, বরং ভারতবর্ষের হানাফি মজহাব ত্যাগ করা হারাম লিখিয়াছেন। শাহ সাহেবের উক্ত উপদেশ গুলি লেখক মান্য করিবেন কি?

ছেয়নত, ১৯

ইহা (হানাফি মজহাব) যদি সর্ব্বতোভাবে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকা অনুযায়ী ছিল, তবে আর তিন এমাম তাহাই অবলম্বন করিলেন না কেন? তাঁহারা আবার এক একটী মজহাব গড়িতে গেলেন কেন?

ধোকাভঞ্জন

লেখক বলিয়াছেন যে, একজন মোজতাহেদ অন্য মোজতাহেদের কথা মত চলে না, সেই জন্য সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি সম্প্রদায়ের একজন মোজতাহেদ সর্ব্বতোভাবে অন্য মোজাহেদের পয়রবি করেন নাই। এমাম বোখারি মোসলেমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এমাম মোসলেম এমাম বোখারির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার তাঁহারা অন্য মোহাদ্দেছগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার এমাম আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি উক্ত দুই এমামের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন। ইহাতে আপনি সাহাবা, তাবেয়ি, ও তাবাতাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিবেন কিনা? যদি না বলেন তবে, কেবল এমাম আজমকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন কেন?

ছেয়ানত, ১৯/২০

আর জগতের অন্যান্য বিদ্বানদের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রধান শিষ্য এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ শত সহস্র স্থলে এমাম সাহেবের

মজহাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিপরীত কথা বলিলেন কেন?

১১৬মজহাব ত্যাগ করা মহাফাসাদ বলিয়া উল্লেক করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবটী কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা সপ্রমান করিয়াছেন। আরও তিনি এনসাফের ৫৯/৭০/৭১ পৃষ্ঠায় চারি মজহাবের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করা ওয়াজেব লিখিয়াছেন, বরং ভারতবর্ষের হানাফি মজহাব ত্যাগ করা হারাম লিখিয়াছেন। শাহ সাহেবের উক্ত উপদেশ গুলি লেখক মান্য করিবেন কি?

ছেয়নত, ১৯

ইহা (হানাফি মজহাব) যদি সর্ব্বতোভাবে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকা অনুযায়ী ছিল, তবে আর তিন এমাম তাহাই অবলম্বন করিলেন না কেন? তাঁহারা আবার এক একটী মজহাব গড়িতে গেলেন কেন?

ধোকাভঞ্জন

লেখক বলিয়াছেন যে, একজন মোজতাহেদ অন্য মোজতাহেদের কথা মত চলে না, সেই জন্য সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি সম্প্রদায়ের একজন মোজতাহেদ সর্ব্বতোভাবে অন্য মোজাহেদের পয়রবি করেন নাই। এমাম বোখারি মোসলেমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এমাম মোসলেম এমাম বোখারির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার তাঁহারা অন্য মোহাদ্দেছগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, আবার এমাম আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি উক্ত দুই এমামের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন। ইহাতে আপনি সাহাবা, তাবেয়ি, ও তাবাতাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিবেন কিনা? যদি না বলেন তবে, কেবল এমাম আজমকে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবার তরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী বলিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন কেন?

ছেয়ানত, ১৯/২০

আর জগতের অন্যান্য বিদ্বান্‌দের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রধান শিষ্য এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ শত সহস্র স্থলে এমাম সাহেবের মজহাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিপরীত কথা বলিলেন কেন?

শামি, ১/৬৭ পৃষ্ঠা;—

"এমাম আজমের শিষ্যগণেরমতই এমাম আজমের মত। ওলওয়ালজিয়া কেতাবে আছে, আবু ইউছফ বলিয়াছেন, আমি যে কোন কথা (এমাম) আবু হানিফার বিপরীত বলিয়াছি, তাহাও (এমাম) আবু হানিফার মত। (এমাম) জোফার হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি যে কোন বিষয়ে (এমাম) আবু হানিফার বিপরীত করিয়াছি, তাহাও তাঁহার মত, তিনি তাহা হইতে রুজু করিয়াছেন। হাবি কুদ্‌ছিতে আছে, যদি কেহ তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মতাবলম্বন করে, তবে সে ব্যক্তি যেন জানে যে, (এমাম) আবু হানিফার মতাবলম্বন করিয়াছে; কেননা তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্য যথা আবু ইউছফ, মোহাম্মদ, জোফার, হাছান হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা যে কোন মসলার যে কোন মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহাও (এমাম) আবু হানিফার এক রেওয়াএত, ইহার উপর তাঁহারা কঠিন শপথ করিতেন। এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, ফেকাহ্ কেতাবে তাহার শিষ্যগণের যে কোন রেওয়াএত আছে, তাহা এমাম আজমের মত।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ শত সহস্র স্থলে বিপরীত মত ধরিলে ও এমাম আজমের মতের খেলাফ নহে। কাজেই লেখকের দাবী বাতীল হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ২০

এমাম আবু হানিফা সাহেবের মজহাব (মতে) কোন ওজর না থাকিলে ও কেবল নাক মাটি স্পর্শ করিলেই সেজদা হইবে, আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ ইহার বিপরীত, তাঁহারা দুয়ে বলেন, কপাল ও নাক দুইটীকে মাটি স্পর্শ না করিলে সেজদা হইবে না। সারা বেকায়ার গ্রন্থকার বলেন এই উভয়ের কথা মত চলিতে হইবে। এক্ষণে এমাম সাহেবের প্রধান প্রধান দুইটি শিষ্য, সারা বেকায়ার গ্রন্থকার এবং সারা বেকায়া মান্যকারী হানাফিগণ এস্থলে কোন্ মোনাফেকের ধোকায় পড়িয়া স্বীয় এমামের মজহাব ছাড়িলেন?

و اليه صحح رجوع الامام كما فى الشرنبلاليه عن

البرهان و عليه الفتوى و ذكر العلامة قاسم فى تصحيحه

ان قولهما روعنه وان عليه الفتوى ☆

"(আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ বলেন যে, বিনা ওজরে কপাল ও নাক মাটি স্পর্শ না করিলে, সেজদা হইবে না)। শারাম্বালালিয়া কেতাবে বোরহান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, এমাম আজম উক্ত মতের দিকে রুজু করিয়াছিলেন। উহার উপর ফৎওয়া হইবে। আল্লামা কাসেম স্বীয় 'তসহিহ্' কেতাবে লিখিয়াছেন যে, উক্ত শিষ্যদ্বয়ের কথা এমাম আজমের এক রেওয়াএত এবং উহার উপর ফৎওয়া হইবে।"

পাঠক, এক্ষণে দেখিলেন ত যে, হানাফিগণ উপরোক্ত মস্‌লায় এমাম আজমের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন মোনাফেকের ধোকায় পড়িয়া এমাম সাহেবের মজহাব ত্যাগ করেন নাই বরং লেখক কোন মোনাফেকের ধোকায় পড়িয়া এইরূপ ফেক্‌হ্ তত্ত্বে একেবারে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

ছেয়ানত, ২০ পৃষ্ঠা।

এনছাফ, ২৭।

আবু হানিফা সাহেবের মজহাবকে আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের মজহাবের সহিত এক গণ্য করা হইয়াছে অথচ ইহারা দুইজনে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন এমাম এবং কি অছুল (মুল) কি ফরু (শাখা) সর্ব্বস্থলে ইঁহারা এমাম সাহেবের অনেক মখালেফাত (বিপক্ষতা) করিয়াছেন।

এনছাফ, ৭৮।

শাফেয়ি মজহাবের সহিত এমাম আহমদের হাম্বলী মজহাবের যে তুলনা, আবু হানিফা সাহেবের মজহাবের সহিত আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের

মজহাবের সেই তুলনা, সুতরাং হাম্বলী মজহাবকে যখন শাফেয়ি মজহাব হইতে পৃথক স্বতন্ত্র মজহাব ধরা হইয়াছে তখন আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের মজহাবকে এমাম আবু হানিফা সাহেবের মজহাব হইতে কেন পৃথক গণ্য করা যাইবে না?

খোকাভঞ্জন

পাঠক, এনছাফের ৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বিষয়ের অনুবাদ "সেই তুলনা" পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে, তৎপরে লেখক চুড়ামণি "সুতরাং হাম্বলী মজহাবকে" .... হইতে পৃথক গণ্য করা যাইবে না? এই পর্য্যন্ত নিজের কথাকে এনসাফের কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়া জালছাজির চুড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে লেখক শাহ্ সাহেবের লিখিত উত্তরটী উল্লেখ করেন নাই, আমি প্রথমে তাহাই উল্লেখ করিব। শাহ্ সাহেব উক্ত কেতাবে ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ কোন এক নির্দ্দিষ্ট অছুলে (মূল নিয়মে) উক্ত এমাম আজমের সহিত এক মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের সকলের মজহাব মজবুত ও জামে' ছগির কেতাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এজন্য তাঁহাদের উভয়ের মজহাবকে এমাম আজমের মজহাব বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

আরও তিনি ৭২/৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"মোজতাহেদ মোস্তাকেল ফেক্হ সংগ্রহ করার জন্য কতকগুলি মূল নিয়ম কানুন নির্দ্ধারণ করেন। আর মোজতাহেদ মোন্তাছাব উক্ত নিয়ম কানুনে প্রথমোক্ত এমামের অনুসরণ করেন।"

এমাম আজম মোস্তাহেদ মোস্তাকেল ছিলেন, আর এমাম আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ মোজতাহেদ মোন্তাছাব ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে এমাম আজমের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন মান্য করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেক রেওয়াএত এমাম আজমের রেওয়াএত, এই হেতু তাঁহাদের উভয়ের মজহাব এমাম আজমের মজহাব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এমাম শাফিয়ি মোজতাহেদ মোস্তাকেল ছিলেন, এমাম আহমদও মোজতাহেদ

মোস্তাকেল ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন পৃথক পৃথক। আরও এমাম আহমদের প্রত্যেক রেওয়ায়েত এমাম শাফিয়ির রেওয়ায়েত নহে, এই হেতু এমাম আহমদের মজহাব এমাম শাফিয়ির মজহাব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ছেয়ানত, ২১ পৃষ্ঠা;—

"এমাম সাহেবের অন্যতম শিষ্য এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, ইনি এমাম সাহেবের মজহাব ছাড়িয়া রফায়াদায়নী হইলেন কেন?

তেরমজি ৩৫ পৃষ্ঠা;—

আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, যিনি রফাইয়া'দাএন করেন, তাঁহার হাদিস সাব্যস্ত হইয়াছে এবং তিনি এ বিষয়ে ছালেমের রেওয়াএতে জুহরির হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। আরও বলেন, আবদুল্লাহ বেনে মসউদের এ হাদিস সাব্যস্ত হয় নাই যে, নবি আলায়হেছালাম একবার বৈ রফইয়াদায়েন করেন নাই।"

ধোকাভঞ্জন

তহজিবত্তাহজিব, ১০/৪৫০ পৃষ্ঠা;—

"আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা আমাকে আবু হানিফা ও ছুফইয়ান কর্ত্তৃক সাহায্য না করিতেন, তবে আমি সাধারণ লোকের তুল্য হইতাম।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম আবু হানিফা ও ছুফইয়ান উক্ত আবদুল্লাহ বেনে মোবারকের পরম ভক্তিভাজন শিক্ষক ছিলেন।

সহিহ্ তেরমজি, ৩৫ পৃষ্ঠা;—

রফইয়াদাএন নাকরা ছুফইয়ান ও কুফাবাসিদিগের মত। আয়নি ৩য় খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা;— "ছুফইয়ান, নখয়ি, আলকমা, এবনে আবিলায়লা, আছওয়াদ, শা'বি, আবু ইসহাক, খয়ছমা, মোগিরা, অকি, আছেম বেনে কোলাএব প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ রফইয়াদাএন করিতেন না।

উপরোক্ত বিদ্বান্‌গণ প্রধান প্রধান তাবিয়ি ছিলেন, তাঁহারা বহু শত

সাহাবার নিকট কোরাণ ও হাদিস বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবদুল্লাহ বেনে মছউদের বর্ণিত হজরতের রফাইয়াদাএন ত্যাগ সংক্রান্ত হাদিস জানিতে পারিয়াছিলেন। আর আবদুল্লাহ বেনে মোবারক তাবা তাবিয়ি ছিলেন, তিনি যদি রফাইয়াদাএন মনছুখ হওয়া সংক্রান্ত হাদিসটী অবগত হইতে না পারিয়া থাকেন, তবে এমাম আজম, ছুফইয়ান ও বহু সংখ্যক কুফাবাসী তাবিয়ির মজহাবের কি ক্ষতি হইবে? এমাম তাহাবি, আবু দাউদ, তেরমজি, রফাইয়াদাএন মনসুখ হওয়ার হাদিসটী সপ্রমাণ করিয়াছেন। এক্ষণে আবদুল্লাহ বেনে মোবারকের উক্ত হাদিস না জানায় এমাম আজমের মজহাবের কি ক্ষতি হইবে।

এমাম বোখারির শিষ্য এমাম মোস্‌লেম, আবু দাউদ ও তেরমাজি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, ইহাতে এমাম বোখারির মজহাব বাতীল হইবে কি না?

ছেয়ানত, ২১।

"এমাম আবু হানিফা সাহেবের মতে আকিকা করা, রোজার ইদের পরে সওয়ালের ছয় রোজা এবং আয়্যাম বিজের রোজা রাখা মকরুহ (নিষিদ্ধ) বর্ত্তমান হানাফিগণ হাদিসের খেলাফ জানিয়া ঐ সমস্ত মস্‌লায় হানাফি মজহাব ত্যাগ করিয়াছেন।

ধোকাভঞ্জন

এ স্থলে লেখকজী বড় চাতুরী করিয়াছেন; কেননা মিসরি ছাপার আলমগিরির ৫ম খণ্ডে ৩৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

و العقيقة عن الغلام عن الجارية و هى ذبح شاة فى

سابع الولادة وضيافة الناس و حلق شعره مباحة لا سنة و لا

واجبة كذا فى الوجيز للكرورى و ذكر محمد رحمه الله تعالى فى العقيقة فمن شاء فعل و من شاء لم يفعل و هذا يشير اى الا باحة فيمنع كونه سنة و ذكر فى الجامع الصغير و لا يعق عن الغلام و لا عن الجارية و الى انه اشارة الى الكراهة كذا فى البدائع ☆

"পুত্র-কন্যার আকিকা সপ্তম দিবসে একটী ছাগল জবাহ্ করা, লোকদিগকে জিয়াফত করা এবং তাহার কেশমুণ্ডণ করা, (ইহা) মোবাহ্ (জায়েজ) হইবে, সুন্নত এবং ওয়াজেব নহে। ইহা কোরদরির আজিজ গ্রন্থে আছে। (এমাম) মোহাম্মদ (রঃ) আকিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে উক্ত আকিকা করিতে পারে, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে উহা না করিতে পারে, ইহাতে উহার জায়েজ হওয়া ও সুন্নত না হওয়া বুঝা যায়। যামেছগিরে আছে, পুত্র ও কন্যার আকিকা করিবে না, ইহাতে উহার মকরুহ বোঝা যায়। "এইরূপ বাদায়ে' কেতাবে আছে।"

উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, এমাম আবু হানিফা সাহেবের মতে উহা মকরুহ্ নহে, বরং জায়েজ। আর এমাম মোহাম্মদের এক রেয়াএত অনুযায়ী জায়েজ, অন্য রেওয়াএত অনুযায়ী মকরুহ্ (তঞ্জিহি), এমাম মোহাম্মদের কথার মর্ম্ম এই যে, উহা না করা উত্তম, ইহাতে উহার মকরুহ্ তহরিমি বা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায় না।

শামি কেতাব, ৫/৩২৮

ثم يعق عند الحلقة عقيقة اباحة على مافى

الجامع المحبوبى او تطوعا على مافى شرح الطحاوى

وهى شاة تصلح الاضحية تذبح للذكر و الانثى ☆

"তৎপরে (সন্তানের) কেশ মুণ্ডন কালে একটী আকিকা করিবে, যামেয়ে মহবুবির রেওয়াএত অনুযায়ী (উহা) জায়েজ, শরহে তাহাবির রেওয়ায়েত অনুযায়ী মোস্তাহাব, উহা কোরবানির উপযুক্ত একটী ছাগল পুত্র কন্যার জন্য জবাহ্ করা।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আকিকা এমাম আজমের এক রেওয়াএত অনুযায়ী জায়েজ, অন্য রেওয়াএত অনুযায়ী মোস্তাহাব। লেখক এস্থলে দুইটী জাল করিয়াছেন, প্রথম এমাম আজমের মজহাবে আকিকা মকরুহ নহে, কিন্তু ইনি উহা তাঁহার মতে মকরুহ্ বলিয়া লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় এমাম মোহাম্মদের মতে মকরুহ্ হইলেও উহা নিষিদ্ধ মকরুহ্ নহে, কিন্তু লেখক মকরুহ্ শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন।

শামি, ২/১৩৫

و من المندوب و الست من الشوال

"শওয়ালের ছয়টী রোজা মোস্তাহাব।"

আরও শামি, ২/২০১।

قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس ان صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من كره و المختار انه لا بأس به في الحقايق صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك و عندنا لايكره في الوافى و الكافي و المصفى يكره عند مالك و عندنا لايكره و تمام ذلك في رسالة تحرير الا قوال في صوم الست من شوال العلامة قاسم و قدر و فيها على مافي منظومة التبانى و شرحها من عزوه الكرهة مطلقا الى ابى حنيفة ☆

হেদায়া লেখক 'তজনিছ' কেতাবে লিখিয়াছেন যে, ইদলফেতরের পরে ধারাবাহিকরূপে ছয়টী রোজা করা কাহারও মতে মকরুহ, কিন্তু মনোনীত মতে উহা ধারাবাহিকরূপে করাতে কোন দোষ নাই। হাকায়েক কেতাবে আছে, ইদল ফেতরের পর হইতেই ছয়টী রোজা করা (এমাম) মালেকের মতে মকরুহ, আমাদের মতে মকরুহ নহে। ওয়াফি, কাফি ও মোছাফ্যা কেতাবে আছে যে, উহা (এমাম) মালেকের মতে মকরুহ হইবে, আমাদের মতে মকরুহ নহে। আল্লামা কাছেমের 'তহরিরোল আকওয়াল' কেতাবে এই ছয়টী রোজার বিস্তারিত বিবরণ আছে, উহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, মনজুমাতোত্তাবানি ও উহার টীকায় যে প্রত্যেক অবস্থায় উক্ত ছয়টী রোজা মকরুহ হওয়া এমাম আজমের মত বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু উহা উক্ত এমামের মত নহে, এজন্য উক্ত আল্লামা উক্ত কেতাব দ্বয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শওয়ালের ছয়টী রোজা

এমাম আজমের মতে মকরুহ্ নহে, বরং তাঁহার মতে মোস্তাহাব, ইহাতে লেখকের ধোকার জাল এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

শামি, ২/১৩৩

المندرب کا یام البیض

"আইয়ামবেজের রোজা মোস্তাহাব।"

আলমগিরি, ১/২১৪

و یستحب صوم ایام البیض

"আইয়ামবিজের রোজা মোস্তাহাব।"

কাজিখান, ১/৯৭

☆ و یستحب صوم ایام البیض و من الناس من کرہ ذلک ☆

"আইয়ামবিজের রোজা মোস্তাহাব, কোন লোক উহা মসরুহ্ বলিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, আইয়াম-বিজের রোজা এমাম আজমের মতে মকরুহ্ নহে, বরং মোস্তাহাব, কিন্তু কোন অপরিচিত লোক উহা মকরুহ্ বলিয়াছেন।

লেখক আহলে হাদিস পত্রিকার ৮ম সংখ্যার ৩৪৭ পৃষ্ঠায় যামেয়োর রমুজ কেতাবের এবারতের কিছু অংশ লিখিয়া কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। যামেয়োর রমুজের সম্পূর্ণ এবারত এই ;—

☆ و منها صوم ایام البیض فانه مکروہ بعض کذا فی الخلاصة ☆

"কোন লেখকের মতে আইয়্যাম বিজের রোজা মকরুহ্ ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।"

পাঠক, এমাম আজমের মতে আইয়াম বিজের রোজা মকরুহ্ নহে, কিন্তু লেখক কোন অপরিচিত লোকের মতকে এমাম আজমের মত বলিয়া

ধোকাবাজির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। এইরূপ জালছাজি করা কোন আলেমের কার্য্য হইতে পারে না।

ছেয়ানত, ২১ পৃষ্ঠা;—

"মৌ আবদুল হাই সাহেব লিখিতেছেন, আল্লামা তাহাবির লিখিত সারা মায়ানি আছার ইত্যাদি কেতাবে দেখিলে তাহাকে পাইবে, বহু স্থলে প্রবল দলীলে মজহাব কর্ত্তার (এমাম আবু হানিফার) খেলাফ অবলম্বন করিয়াছেন। আরও অনেক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন فبطل قول ابى حنيفة অতএব আবু হানিফার কথা বাতীল হইল।"

ধোকাভঞ্জন

এমাম তাহাবি মজহাবাবলম্বী ছিলেন, তিনি হাফেজে হাদিস ও মোজ্‌তাহেদ ফেল মজহাব ছিলেন, তিনি সুবৃহৎ মায়ানিয়োল আছার কেতাবে সহস্র মসলায় হানাফি মজহাবকে হাদিস সঙ্গত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি উহার প্রথম খণ্ডে ১২৭/১২৯ পৃষ্ঠায় এবং ১৩১/১৩৪ পৃষ্ঠায় রফাইয়াদাএন মনসুখ হওয়ার এবং এমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরও তিনি কতিপয় স্থলে এমাম আবু হানিফা, আবু ইউছফ, মোহাম্মদ জোফার বা অন্য কোন এমামের মতভেদ লিপিবদ্ধ করিয়া তৎপরে প্রত্যেকের মতের দলীল হাদিস হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশেষে তিনি কেয়াস দ্বারা আবু ইউছফ, মোহাম্মদ বা অন্য কোন এমামের মতকে যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়াছেন, যথা,— তিনি উক্ত কেতাবের ২য় খণ্ডে (১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

فثبت بالنظر الصحيح فى هذا الباب كله ما ذهب اليه ابو يوسف رحمة الله عليه بالنظر لا با لا شر و انتفى ما ذهب اليه ابو حنيفة و محمد رحمة الله عليهما ☆

"এই সমস্ত বিষয়ে হাদিসের দ্বারা নহে, বরং সহিহ্ কেয়াসে আবু ইউছফের মত সপ্রমাণিত হইল এবং আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মজহাব খণ্ডন হইয়া গেল।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি এমাম আবু হানিফার মজহাবকে হাদিসের খেলাফ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

তিনি সুবৃহৎ কেতাবের কেবল একস্থানে কেয়াস করিয়া এমাম আবু হানিফার মতকে বাতীল বলিয়াছেন, কিন্তু কোন হাদিস দ্বারা তাঁহার মতকে বাতীল প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই।

এমাম তাহাবি তাঁহার একটী মতকে বাতীল বলিলেই যে বাতীল হইয়া যাইবে, এমন কথা নহে। এই এমাম মোসলেম 'মোয়ানয়ান' হাদিস সম্বন্ধে এমাম বোখারির মতকে বাতীল ও বেদওয়াত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সহিহ্ মোসলেম, ২২/২৪ পৃষ্ঠা ও নাবাবীর টীকা, ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহাতে কি এমাম বোখারির মত বাতীল হইয়া যাইবে?

যদি লেখকজীর মতে এমাম মোসলেমের এমাম বোখারির মতকে বাতীল বলায় বাতীল না হইয়া যায়, তবে এমাম তাহাবির কথায় এমাম আজমের মত বাতীল হইবে কেন?

৬৬ জন মোহাদ্দেছ এমাম বোখারির বহু রাবিকে অযোগ্য ও বহু হাদিসকে জইফ বলায় যদি তাঁহার কোন দোষ না হয়, তবে এমাম তাহাবির কথায় এমাম আজমের কেন দোষ হইবে?

লেখক যে লিখিয়াছেন যে, এমাম তাহাবি অনেক স্থলে এমাম আজমের কথা বাতীল বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাতীল দাবি, তাহাবির একস্থান ব্যতীত আর এরূপ কথা নাই।

ছেয়ানত, ২২ পৃষ্ঠা,—

"মোহাম্মদ বেনে আলি 'জওয়াহেরল-অছুল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

কোন মজহাবের তকলীদ না করিয়া স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বলে, মসলা নির্ণয় ও বর্ণনাকারী এই ত্রিশজন প্রধান বিদ্বান্ ছিলেন, যথা ;— মোহাম্মদ বেনে মোসলেম জোহরি

ধোকাভঞ্জন

লেখক যে ৩০ জন এমামের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমাম বোখারি শাফিয়ি শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, এনছাফ, ৬৭। এমাম আবু দাউদ, তেরমজি ও দারমী হাম্বলী ছিলেন, এনছাফ, ৮০। এমাম নাসায়ি শাফিয়ি ছিলেন, তাহিছিরোল-অছুল, ৫। ও একমাল ১৫৪ পৃষ্ঠা।

অবশ্য তাঁহারা মোস্তাহেদে মোন্তাছাব ছিলেন, এমাম শাফিয়ি ও আহমদ শরিয়তের আহকাম প্রচার করিতে যে নিয়ম ও কানুন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, উক্ত মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের সেই নিয়ম কানুনের তকলিদ করিয়াছিলেন, মসলা মসায়েলে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে কতিপয় স্থলে নিজ এজতেহাদে নিজ নিজ এমামের বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছেন। তাহাই কি এজতেহাদ শক্তিহীন লোকদিগের পক্ষে তাঁহাদের ন্যায় ব্যবস্থা হইবে? তাঁহারাত সহস্র সহস্র হাদিসের হাফেজ ছিলেন, লেখকের দল কি সেইরূপ হাফেজ যে তাঁহাদের সহিত ইহাদের তুলনা হইবে?

শাহ্ সাহেব এনছাফের ৫৯—৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, দুই শতাব্দীর পরে কোন নির্দ্দিষ্ট মজহাব গ্রহণ করা ওয়াজেব হইয়াছে এবং মজহাব গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তিনি ইহার কারণ ও উল্লেখ করিয়াছেন।

শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলবী তফসিরে আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছয়দল লোকের পয়রবি করা খোদাতায়ালার হুকুম অনুযায়ী ফরজ, তাঁহাদের মধ্যে শরিয়তের মোজতাহেদগণ ও তরিকতের পীরগণ, তাঁহাদের মধ্যে একজনার হুকুম নির্দ্দিষ্ট ভাবে মান্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে ওয়াজেব, ইহা সুরা নহলের আয়তে আছে।"

ইহাতে লেখকের ধোকার জাল ছিন্ন হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ২২

উক্ত এমামগণ যে দোষে ঐ সকল মজহাব ছাড়িয়াছিলেন, আমরাও সেই দোষে ছাড়িয়াছি, অতএব উক্ত এমামগণ যদি ইহাতে মনাকেকও দোষী হন, তবে আমরাও দোষী, আর তাঁহারা যদি নির্দোষী ও অহ্‌লে সুন্নত জমাত হন, তবে আমরাও তাই।"

ধোকাভঞ্জন

শাফিয়ি, মালেক ও আহমদ এই তিন এমামের প্রত্যেকে সেহাহ্ সেত্তার অনেক হাদিস গ্রহণ করেণ নাই, আরও এমাম বোখারি এমাম মোসলেমের বহু হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমাম মোসলেম এমাম বোখারির বহু হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমাম বোখারী ও মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, ও নাসায়ির বহু হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। আবু দাউদ, নাসায়ি ও তেরমজি এমাম বোখারি ও মোসলেমের বহু হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদি লেখকজী নিজ দাবি মত উপরোক্ত এমামগণের অনুসরণ করা ওয়াজেব বুঝেন, তবে কেন সেহাহ্ সেত্তার সহস্রাধিক হাদিস ত্যাগ করেন না? তাঁহারা প্রত্যেকে সেহাহ্ সেত্তার সহস্রাধিক হাদিস ত্যাগ করিয়া সুন্নত জামাতভুক্ত ছিলেন, হানাফি মহা মহা বিদ্বানগণ উপরোক্ত মোহাদ্দেছগণের অনুসরণ করিয়া স্বাধীন ভাবে হাদিস ও রাবিদের বিচার করিয়া সেহাহ্ সেত্তার বহু হাদিসকে জইফ ধারণা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কল্পিত অনেক জইফ হাদিসকে সহিহ্ সাব্যস্ত করিয়াছেন, কাজেই তাঁহারা সুন্নত জামায়াতভুক্ত হইলেন। আজ মজহাব বিদ্বেষিগণ তাঁহাদের সেহাহ্ সেত্তার সমস্ত হাদিস মান্য করার দাবি করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন মত-বিচার ত্যাগ করিয়া সুন্নত জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া নিজেদের দাবি অনুসারে দোষী হইলেন।

এমাম বোখারি বিনাবীর্য্যপাতে স্ত্রীসঙ্গম করাতে গোছল ফরজ না হওয়ার, এক মজলিশে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হওয়ার, ইদের দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে কোরবানি নাজায়েজ হওয়ার, অন্য পানির অভাবে

কুকুরের এঁটো পানিতে অজু জায়েজ হওয়ার বেঙ, কচ্ছপ, কামঠ, কুমির ইত্যাদি যাবতীয় সামুদ্রিক জলজন্তু হালাল হওয়ার, মদ হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হালাল হওয়ার, বানরের উপর জেনার হদ জারি করার ফৎওয়া দিয়া স্বাধীন বিচার করিয়াছেন, লেখকের দল তাঁহার অনুসরণ না করিয়া নিজ দাবি অনুসারে দোষী ও মোনাফেক হইবেন কিনা?

তাঁহারা স্বাধীনভাবে হাদিস ও রাবিদের বিচার করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারা শত শত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেয়াসের উপর নির্ভর করিয়া সহস্র স্থলে হাদিস বিচার করিয়াছেন, কাজেই লেখকের মতে তাঁহাদের এই ব্যবস্থাগুলি বাতীল ও পরিত্যক্ত হইবে এবং তাঁহারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন। কাজেই লেখকের দল তাঁহাদের অনুসরণকারী হওয়ার দাবি করিতে পারেন না।

তাঁহাদের কল্পিত হাদিস বিচারের প্রমাণ কোরাণ হাদিসে নাই, কাজেই লেখকের দল তাহাদের বিনা প্রমাণের কথা মানিলে, তকলীদ করিয়া নিজেদের দাবি অনুসারে মোশরেক হইবেন কিনা?

ছেয়ানত, ২৩ পৃঃ;—

"এমাম আহমদ বলিতেন, আমি যাহাই বলি, তাহাই শুনিও না, কি মালেক, কি আওজায়ি, কি নখ্য়ি, কি অন্য জন কাহারও কথা শুনিও না, কি আমার কি তাহাদের কাহারও তকলীদ করিও না, তাঁহাদের ন্যায় তোমরা কোরাণ হাদিস হইতে মসলা বাহির কর।"

ধোকাভঞ্জন

বেশ ভাল কথা, ইহা এমাম আহমদের কথা, কি খোদা ও রসুলের কথা? যদি খোদা রসুলের কথা হয়, তবে প্রমাণ পেশ করুন। আর যদি এমাম আহমদের কথা হয়, তবে তাঁহার নিজের উপদেশ অনুযায়ী এই কথাটীও শ্রবণ ও গ্রহণ যোগ্য নহে। তাঁহার এই কথা সর্ব্বতোভাবে কিরূপে গ্রাহ্য হইবে? ইহাত কোরাণ ও হাদিসের বিরুদ্ধ কথা, ইহাতে ইসলাম ধ্বংস হইতে পারে।

তাঁহার কথায় বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আলেম হওয়া আবশ্যক, কারণ তাঁহার ফৎওয়ার প্রতি যখন আস্থাস্থাপন করা অন্যায় হইল, তখন তাঁহা অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠতর আলেম হওয়া দরকার, নচেৎ কোরাণ ও হাদিস হইতে প্রকৃত ব্যবস্থা আবিষ্কার করিবে কিরূপে? করিলেও এমাম আহমদের ব্যবস্থার ন্যায় অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিদ্বান্ হওয়া ফরজ হওয়ার দাবি করিলে, সাধারণ লোকের উপর অসাধ্য ভার চাপাইয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, لايكلف الله نفسا ال و سعها "খোদাতায়ালা কোন প্রাণের উপর তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পন করেন না।"

শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবি তফসিরে আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "খোদাতায়ালার হুকুম অনুযায়ী ছয়দল লোকের পয়রবি করা ফরজ, তাঁহাদের মধ্যে শরিয়তের মোজতাহেদগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল, নির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহাদের মধ্যে কোন একজনার পয়রবি করা সাধারণ উম্মতের পক্ষে ওয়াজেব। ইহা সুরা নহলের আয়ত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।"

তফসিরে বয়জবি, ১/২০৯।

"মোজতাহেদগণের পয়রবি করা অকাট্য ওয়াজেব।"

আরও ২০৯/২১০ পৃষ্ঠা ;—

"পয়গম্বর ও এমামগণের পয়রবি করা প্রকৃত পক্ষে কোরাণ শরিফের পয়রবি করা।"

তফসিরে-কবির, ৩/১৮০

"কোরাণ শরিফের সুরা নেসার উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীতে বিদ্বান্গণের (মোজতাহেদগণের) তকলীদ (পয়রবি) করা ওয়াজেব।"

যদি এমাম আহমদ সাধারণ লোককে এমামগণের তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে উপরোক্ত আয়তগুলির খেলাফ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার কথা বাতীল।

যদি তিনি উক্ত স্থলে সাধারণ লোককে কোন এমামের পয়রবি করা নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন, তবে প্রত্যেক লোককে শরিয়ত পালন করিতে এমাম মোজতাহেদ হওয়া ওয়াজেব হইয়া যাইবে, ইহা অসম্ভব; কাজেই সাধারণ লোকে শরিয়ত পালন করিতে পারিবে না, এই কথায় তিনি শরিয়ত বাতীল করার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যদি এমাম আহমদ সকলকে এই রূপ কথা বলিয়া থাকেন, তবে এমাম আহমদ, বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি যে যে কাল্পনিক হাদিস বিচার করিয়াছেন, তৎসমস্তের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা স্থাপন করা নাজায়েজ হইয়া যাইবে।

লেখক যে একদোল-জিদ কেতাব হইতে এমাম আহমদের উক্ত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, উক্ত কেতাবের ৩১ — ৩৩ পৃষ্ঠায় শাহ্ সাহেব চারি এমামের মধ্যে কোন এক এমামের মজহাব মান্য করা ওয়াজেব সাব্যস্ত করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, এমাম আহমদ অন্যান্য এমাম মোজতাহেদগণের প্রতি লক্ষ্য করতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন, এই হেতু হানাফি মোজতাহেদ বিদ্বান্‌গণ এমাম আহমদ ও সেহাহ্ লেখক মোহাদ্দেছগণের মতের বিপরীত হাদিস বিচার করিয়াছেন।

ছেয়ানত, ২৩ পৃষ্ঠা ;—

"এমাম যেমন আপন পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক নির্দ্ধারিত মজহাবে বন্দী না হইয়া দলীলের বলে একজন অন্যের কথা রদ করিয়াছেন, মোহাম্মদিগণ সেইরূপে চারি মজহাবের কোন একটীতে একেবারে বন্দী না হইয়া যে স্থলে যাহার কথা স্পষ্ট ও প্রবল ভাবে কোরাণ ও সহি হাদিসের অনুযায়ী সেই স্থলে তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়া অন্য এমামের কথার রদ (প্রতিবাদ) ঘোষনা করিয়াছেন। সহি হাদিসের বিরুদ্ধ হইলে তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া নবির সহি হাদিসের প্রচার করিয়া থাকেন, ইহাতে এমামদের অগ্রাহ্য বা কলঙ্ক করা হয় না বরং তাঁহাদের আদেশ পালন করা হয়, ইহা মনাফেক্‌দের ইসলাম ধ্বংসে বাসনায় এমামগণের প্রতি মিথ্যা কলঙ্কারোপ নহে, ইহাতে

রসুলের পরম ভক্ত প্রকৃত মোমেন ও মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য, নবি বাক্য পালন ইসলাম রক্ষা এবং সত্য প্রকাশ।''

ধোকাভঞ্জন

পূর্ব্ববর্ত্তী এমামগণ এজতাহেদের (এমামত্বের) শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই জন্য একে অন্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে কি অন্যের মত রদ হইয়া যায়? একজনের প্রতিবাদে অন্যের মতের রদ হওয়ার ধারণা পাগলের প্রলাপোক্তি নহে কি? এমাম বোখারি এমাম মোসলেমের প্রতিবাদ এবং এমাম মোসলেম এমাম বোখারির প্রতিবাদ করিয়াছেন। আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি উক্ত দুই এমামের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লেখক যখন উপরোক্ত এমামগণের অনুসরণ করার দাবি করিয়াছেন, তখন উপরোক্ত এমামগণের প্রত্যেকে অন্যের যে সমস্ত হাদিস রদ করিয়াছেন, তিনি সেই সমস্ত হাদিস রদ করিবেন কিনা? যদি সেই সমস্ত হাদিস রদ করেন, তবে সেহাহ্ সেত্তার অর্দ্ধেক হাদিস পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। আর যদি রদ না করেন, তবে নিজ দাবিতে মিথ্যাবাদী হইলেন।

২। যখন চারি মজহাবের সত্যতার উপর পৃথিবীর বিদ্বান্‌গণের এজমা হইয়াছে এবং কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সহস্র সহস্র বিদ্বান্ উক্ত চারি মজহাব অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন; তখন অল্প শিক্ষিত লোকদের চারি মজহাবের মসলাকে কোরাণ হাদিসের খেলাফ বলিয়া দাবি করিলে, কি ক্ষতি হইবে? একে ত এইরূপ বেদাত মতাবলম্বী লোকদের সংখ্যা লক্ষের মধ্যে পৌনে দুইজন, তাহাতে তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি অগাধ (?) এক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিবাদে কি আসে যায়?

চারি মজহাবের এমামগণ গোবিষ্ঠা নাপাক বলিয়াছেন, লেখকের দল যে উক্ত মত সহিহ্ হাদিসের বিরুদ্ধে বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, চারি মজহাবের এমামগণ দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা দোষিত বলিয়াছেন, লেখকের দল উক্ত মত সহিহ্ হাদিসের বিরুদ্ধ হওয়ার দাবি করিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা মোবাহ্ (জায়েজ) হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহাদের এইরূপ দাবি কে গ্রাহ্য করিবে?

হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরাণ ব্যতিত অন্য কিছু লিখিয়াছে, সে যেন উহা মুছিয়া ফেলে।" এই হাদিসে হাদিস লিখন নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু লেখকের দল এই স্পষ্ট সহিহ্ হাদিস অগ্রাহ্য করিয়া হাদিস লিখন কেন জায়েজ করিলেন?

সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমে আছে যে, হজরত নবি (সাঃ) সাহাবাগণকে বেনি কোরায়জা নামক সস্থানে পৌছিয়া আছরের নামাজ পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু একদল সাহাবা হজরতের উক্ত স্পষ্ট সহিহ্ হাদিসের বিরুদ্ধ মত ধরিয়া পথিমধ্যে নামাজ পড়িয়াছিলেন। হজরত তাঁহাদের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন নাই কেন?

সহিহ্ হাদিসে আছে যে, এক ব্যক্তির উপর ব্যভিচারের আপবাদ করা হইয়াছিল, এজন্য হজরত নবি (সাঃ), হজরত আলি (রাঃ) কে তাহার শিরশ্ছেদন করিতে পাঠাইয়াছিলেন, হজরত আলি (রাঃ)তাহাকে পুরুষাঙ্গ হীন দেখিয়া তাহার প্রাণ বদ করেন নাই। তিনি উক্ত স্পষ্ট সহিহ্ হাদিসের খেলাফ করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত ইহার প্রতিবাদ করেন নাই কেন?

হজরত ওমর ও আএশা (রাঃ) ফাতেমা বেত্তে কয়েছ বর্ণিত স্পষ্ট সহিহ্ হাদিস অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহাবাগণ তাঁহাদের প্রতিবাদ করেন নাই কেন?

উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যদি এমামগণ কোন সহিহ্ হাদিসকে মনসুখ ধারণায় ত্যাগ করেন বা উহার স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা প্রতিবাদের পাত্র হইতে পারেন না বা তাঁহাদের মত রদ হইতে পারে না। এ সূত্রে লেখকের দলের চারি এমামের সহিহ্ হাদিসের বিরুদ্ধ করার দাবি করিয়া তঁহাদের প্রতিবাদ করিলেই বা কি হইবে?

মজহাব বিদ্বেষিগণ মোজতাহেদ নহেন, এমাম নহেন, তাঁহাদের ন্যায় অল্প বিদ্যাধারী লোকেরা যে মহা মহা এমাম মোজতাহেদের প্রতি সহিহ্ হাদিসের বিপরীত মত ধারণ করার দাবি করিয়া থাকেন, ইহা কি অযথা কলঙ্কারোপ নহে? ইহা কি ইসলাম ধ্বংসের বাসনা নহে? ইহা কি রসুলের

পরম ভক্ত প্রকৃত মোমেন মুসলমানের কার্য্য?

মজহাব বিদ্বেষিরা বহু স্থলে এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে যদি উক্ত দলের কোন নকড়ে ছকড়ে দাবি করে যে, এমাম বোখারি, মোসলেম, আবুদাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি অমুক অমুক স্থানে ভ্রম করিয়াছেন এবং অমুক অমুক সহিহ্ হাদিসের খেলফ করিয়াছেন, তবে ইহাতে রসুলের পরম ভক্ত প্রকৃত মোমেন মুসলমানের কার্য্য বলিতে হইবে কিনা? কর্ত্তব্যপালন, ইসলাম রক্ষা এবং সত্য প্রকাশ বলিতে হইবে কিনা?

এই ত এমাম মোসলেম, এমাম বোখারিকে জাল মোহাদ্দেছ, বাতীল ও বেদয়াত মতাবলম্বী বলিয়াছেন এবং এমাম মোজাই তাঁহাকে বহু সহিহ্ হাদিস রদকারী বলিয়াছেন, ইহা মানিবেন কিনা?

ছেয়ানত, ২৫।

উল্লিখিত বিদ্বানগণ নিতান্ত নিরুপায় স্থল ব্যতীত আবু হানিফা সাহেবাদির ন্যায় কেয়াস করা এবং আপনা হইতে কোন ফৎওয়া দেওয়া দোষনীয় স্থির করতঃ সাহাবা ও তাবিয়িগণের তরিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হাদিস সংগ্রহে লিপ্ত ছিলেন।"

ধোকাভঞ্জন

শাহ সাহেব এনছাফের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ছইদ, এবরাহিম, জুহরি, মালেক, ছুফইয়ানের সময় বা তাঁহাদের পরে একদল লোক রায় করা মকরুহ জানিতেন, আবশ্যক ব্যতীত ফৎওয়া দিতে ও কোরাণ হাদিস হইতে মস্‌লা প্রকাশ করিতে ভয় পাইতেন।

আরও ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, (এমাম) মালেক, ছুফ ইয়ানের সময়ে ও তাঁহাদের পরে একদল লোক মস্‌লা জিজ্ঞাসা করা মকরুহ জানিতেন না, ফৎওয়া দিতে ভয় পাইতেন না এবং বলিতেন যে, ফেক্‌হের উপর ইস্‌লামের ভিত্তি।

এক্ষণে আসুন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ বিদ্বান্ ব্যায় করিতেন এবং কোন্ কোন্ বিদ্বান্ উহা মন্দ জানিতেন।

এমাম মালেক, ছুফইয়ান, আওজায়ি, আবু হানিফা ও শাফিয়ি রায় করিতেন ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রমাণ পেশ করা হইয়াছে। এমাম হাসান বাসারি রায় করিতেন। এনছাফ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান, এবনে আব্বাস, এবনে মছউদ (রাঃ) রায় করিতেন বা উহার সমর্থন করিতেন।— এনসাফ, ৩৮—৪০। সহি নাসায়ি, ২/৩০৫।

"হজরত আবুবকর (রাঃ) রায় করিয়া জাকাত অনান্য কারিদের সহিত সংগ্রাম ও কোরাণ শরিফ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হজরত ওমার (রাঃ) রায় দ্বারা মদ্যপায়ীকে ৮০ বেত মারার ও ত্রিশ রাত্রে তারাবিহ্ পাঠ করার নিয়ম প্রচলন করিয়াছিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) রায় দ্বারা জোমার দ্বিতীয় আজান স্থাপন করিয়াছিলেন, সহিহ্ বোখারি, ১/১১৫,৩/১৪০,১/১০৪, সহিহ্ মোসলেম, ২/৭১, মোয়াত্তায় মালেক, ৪০ পৃষ্ঠা।

সাহাবাগণের মধ্যে হজরত ওমার, আলি, এবনে মছউদ, জয়েদ বেনে ছাবেত, ওবাই বেনে কা'ব ও আবু মুসা ফৎওয়াদাতা ছিলেন। তাজকেরা ২৭ পৃষ্ঠা।

ইহা ব্যতীত আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহাবা ফৎওয়া দিয়াছিলেন।

মুল কথা, যাহারা উপযুক্ত ছিলেন, তাঁহারাই ফৎওয়া দিতেন এবং কেয়াস করিতেন, আর যাহারা আপনাদিগাকে অনুপযুক্ত ধারণা করিতেন, তাঁহারা ফৎওয়া দিতে ও কেয়াস করিতে ভীত হইতেন, ইহাতে ফৎওয়া দেওয়া ও রায় করা মকরুহ্ বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

ছেয়ানত, ২৫ পৃষ্ঠা :—

"ইহাদের চেষ্টায় এমন হাদিস ও আছার সমুহ সংগৃহীত হইল যাহা ইতিপূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই এবং তাঁহাদের এমন অনেক কথা লাভ হইল যাহা ইতিপূর্ব্বে কাহারও নছিব (ভাগ্যে লাভ) হয় নাই।"

ধোকাভঞ্জন

পাঠক, আসুন উপরোক্ত কথায় সত্যতার সম্বন্ধে বিবেচনা করুন, আহলে হাদিস ৬ষ্ঠ ভাগ, ৮ম সংখ্যা, ২৪৫ পৃষ্ঠা;—

"জরকানি লিখিয়াছেন যে, এমাম মালেক স্বহস্তে লক্ষ হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।" এমাম বোখারি ও মোসলেম মাত্র ৪ সহস্র করিয়া হাদিস লিখিয়াছিলেন। তওজিহোন্নাজাবের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, দুনিয়ার যাবতীয় হাদিসের কেতাবের সহিহ্ জইফ হাদিস বলিয়া ৫০ সহস্রের অধিক হাদিস বর্ত্তমান নাই। আরও এমাম বোখারি, মোসলেম ও আবু দাউদের যে ৬/৩ কিম্বা ৫ লক্ষ হাদিস জানিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যদি উহার এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় যে, তাঁহার উক্ত চারি সহস্র হাদিস ব্যতীত পৃথক পৃথক মর্ম্মের কয়েক লক্ষ হাদিস জানিতেন; তবে হজরতের এত বহু হাদিস নষ্ট করিবার জন্য তাঁহাদের পর্ব্বত তুল্য গোনাহ হইয়াছে, ইহাতে তাঁহাদের ফাছেক হওয়া প্রমাণিত হইবে এবং ফাছেকের হাদিস অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। আর যদি এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় যে, তাঁহারা মূলে চারি সহস্র হাদিস জানিতেন, তবে এক এক হাদিসের ৩০/৬০ কিম্বা ১০০টী করিয়া ছনদ অবগত হইয়াছিলেন, এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা কয়েক লক্ষ হাদিস জানিতেন, ইহা ঠিক কথা।

এ সূত্রে যদিও তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক হাদিসের বহু সনদ অবগত হইয়াছিলেন, তথাচ তাঁহাদের তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ অপেক্ষা অধিকতর হাদিস অবগত হওয়ার প্রমাণ হয় না।

২। যখন সাহাবাগণ কেবল মক্কা, মদিনায় অবস্থিতি করিতেন, তখন তাবেয়িগণ অল্পায়াসে তাঁহাদের যাবতীয় হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন,

তৎপরে যখন সাহাবাগণ মক্কা, মদিনা, বাসোরাতে বিভক্ত হইয়া পড়েন, তখনও তাবেয়িগণ উক্ত চারি স্থান হইতে অল্পায়াসে তাঁহাদের যাবতীয় এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে এই চারি স্থানের সাহাবাগণ ইমণ, শাম, মিসর ইত্যাদি শহর সমূহে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, তৎপরে তাবে-তাবেয়িগণ অল্পায়াসে উক্ত কয়েক স্থান হইতে তাবেয়িগণের যাবতীয় এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে সময় এমাম বোখারি, মোসলেম ইত্যাদি মোহাদ্দেছগণ হাদিস শিক্ষায় চেষ্টাবান হন, তখন শরিয়তের এল্‌ম প্রায় শত শহরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাঁহারা কেবল ১০/১৫টী শহরের এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা কিছুতেই শরিয়তের যাবতীয় এল্‌ম শিক্ষা করিতে পারেন নাই এবং তোবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণের তুল্য হাদিস শিক্ষা করিতে পারেন নাই।

ছেয়ানত, ২৫ পৃষ্ঠা।

"তাহাদের নিকট এমন বহু হাদিস প্রকাশ হইল যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ফৎওয়াদাতাগণের নিকট প্রকাশ হয় নাই। এমাম শাফেয়ি এমাম আহমদকে বলিয়াছিলেন, আপনারা আমাদের অপেক্ষা ছহি হাদিস অধিক জানেন।

ধোকাভঞ্জন

এমাম শাফিয়ি ইহা সনদ তত্ত্বের হিসাবে বলিয়া থাকিবেন, মূল হাদিস তত্ত্বের হিসাবে ইহা বলেন নাই। হাদিস পৃথক বিষয়, হাদিসের সনদ পৃথক বিষয়। মনে ভাবুন, মূলে একটী হাদিস, কিন্তু উক্ত হাদিসের ৫০টী সনদ বর্ণিত হইয়াছে, কতকগুলি শ্রেষ্ঠ রাবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলে, উক্ত হাদিসটী সহিহ্ হইল, মধ্যম ধরণের রাবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলে, উহা হাছান হইল এবং দোষান্বিত রাবিগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইলে, উহা জইফ হইল। ইহাকেই সনদ তত্ত্ব বলা হয়।

এমাম শাফিয়ি কোন একটী হাদিসের দুই একটী সনদ জানিতেন, আর এমাম আহমদ ১০টী সনদ জানিতেন, মূল কথা এমাম আহমদ সনদ

তত্ত্বে অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সনদ অধিক জানিলে, বড় বিদ্বান্ হওয়া যায় না, সনদ ও মূল হাদিসে বহু পার্থক্য আছে.

তদরিব-রাবি কেতাবের ১৮/১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "হাদিছের সনদ সহিহ্ হইলে, মূল হাদিসটীকে নিশ্চিতরূপে সহিহ্ বলিয়া দাবি করা যায় না এবং হাদিসের সনদ জইফ হইলে, মূল হাদিসটীকে নিশ্চিতরূপে বাতীল বলিয়া দাবি করা যায় না।"

ফৎহোল কাদির, ১/১৮৮ পৃষ্ঠায় আছে, "সনদের হিসাবে হাদিসকে সহিহ্ হাসান বা জইফ বলা হয়, ইহা কেয়াসী (আনুমানিক) মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সহিহ্ সনদের হাদিস ভ্রমাত্মক কথা হইতে পারে এবং জইফ সনদের হাদিস সহিহ্ হইতে পারে। প্রধান প্রধান সাহাবা বা অধিকাংশ প্রাচীন বিদ্বান্ হাসান বা জইফ সনদের হাদিস অনুযায়ী কার্য্য করিলে, উক্ত প্রকার হাদিসের সহিহ্ হওয়া প্রমানিত হয়; আর বহু সংখ্যক সাহাবা বা প্রচীন বিদ্বান্ সহিহ্ হাদিস ত্যাগ করিয়া থাকিলে, উহার বাতীল হওয়া প্রমাণিত হয়।"

মোহাদ্দেসগণ বলিতে লাগিলেন যে, হাদিসের সনদ সর্ব্বোত্তম হইলে, হাদিসটীও সর্ব্বোত্তম সহিহ্ হইবে, আর উহার সনদ জইফ হইলে, হাদিসটী জইফ হইবে, ইহা তাঁহাদের কেয়াসিমত। এইরূপ কেয়াসি তত্ত্বের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় না। ইহাতে এমাম আহমদের সমধিক অধিকার থাকিলেও তিনি এমাম শাফিয়ি বা মালেক কিম্বা এমাম আজম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্বান্ হইতে পারেন না।

(২) তাবেয়িগণ সাহাবাগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত সাহাবা সত্যবাদী ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের সেই সময় হাদিসের সনদ তত্ত্ব লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় নাই, এই সুযোগে তাঁহারা মূল হাদিসের মর্ম্ম অনুসন্ধানে মনোযোগ করিতে পারিয়াছিলেন, চারি এমাম তাঁহাদের কোরাণ হাদিস তত্ত্ব শিক্ষা করতঃ অগাধ বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু ২০০/৩০০ বৎসরের পরে এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ

প্রবঞ্চনা ও জাল হাদিস প্রচারকদের আবির্ভাব দেখিয়া উত্তম, মধ্যম বা অধম সনদ তত্ত্ব লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, কাজেই তাঁহাদের কার্য্যাবলী প্রশংসনীয় হইলেও প্রকৃত হাদিসের মর্ম্ম অনুসন্ধানে যত্নবান হইতে পারেন নাই, কাজেই ফকিহ্‌গণের দরজা মোহাদ্দেসগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ মরহুম এনছাফ কেতাবের ৫৩ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন, "এই মোহাদ্দেছগণের অধিকাংশের চেষ্টা রেওয়াএত সমূহ বর্ণনা করা, সনদ সমূহ সংগ্রহ্ করা, গরিব ও শাজ হাদিস চেষ্টা করা যাহার অধিকাংশ জাল কিম্বা বিকৃত, তাঁহারা হাদিসের শব্দ সমূহের প্রতি লক্ষ করেন না, উহার মর্ম্ম সমূহ বুঝিতে পারেন না, উহার গুপ্ততত্ত্ব ও ফেকহ্ আবিস্কার করিতে পারেন না, অনেক সময় ফকিহ্ গণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপর হাদিস সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করার দাবি করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারা সংবাদ রাখেন না যে, খোদাতায়ালা উক্ত ফকিহগণকে যে পরিমান এলমদান করিয়াছেন, ইহারা তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া গোনাহগার হইতেছেন।"

তহজ্জিবোল আস্‌মা, ৭৭ পৃষ্ঠা। তজলিব, ৪২ পৃষ্টা। — "এমাম আহমদ (এমাম) এবনে ওয়ায়নার হাদিস শ্রবণ ত্যাগ করতঃ এমাম শাফিয়ির হাদিসের মর্ম্ম (ফেকহ্) শিক্ষা করিতেন, সেই সময় এমাম আহমদ বলিয়াছেন, এমাম শাফিয়ির ফেকাহ তত্ত্ব দুস্প্রাপ্য হইবে কিন্তু এমাম এবনে ওয়ায়নার হাদিস দুস্প্রপাপ্য হইবে না।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম শাফিয়ি হাদিস তত্ত্বে এমাম আহমদ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্টতর ছিলেন।

ছেয়ানত, ২৬ পৃষ্ঠা :—

কুফার একজন তাবেয়ি এমাম সোয়বী, রায় ও কেয়াসে ফৎওয়াদাতাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন; এনছাফ ৩৩ পৃষ্ঠা। ইঁহারা রসুল হইতে যে হাদিস বর্ণনা করেন গ্রহণ কর, আর নিজেদের রায় কেয়াসে যাহা বলেন পায়খানায় ফেলিয়া দাও।"

ধোকাভঞ্জন

এই এমাম শা'বি রায় কেয়াস নাপছন্দ করিতেন, কিন্তু লেখক প্রবর শা'বি নামটীকে সোয়বী করিয়া অগাধ বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এমাম শা'বি যে কথাটী বলিয়াছেন, উহা কোরাণ হাদিস কি না? যদি কোরাণ হাদিস হয়, তবে লেখক প্রবর ইহার প্রমাণ পেশ করুন। আর যদি কোরাণ হাদিস না হয়, তাঁহার এই কথাটী রায় ও কেয়াস হইল। কাজেই তাঁহার নিজের উপদেশ অনুযায়ী এই কথাটীকে ও পায়খানায় নিক্ষেপ করা ওয়াজেব।

আল্লাহ্ তায়ালা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন, "যদি তাহারা উক্ত বিষয়টী পয়গম্বর ও আদেশদাতা লোকদের নিকট উপস্থিত করিতেন, তবে অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে যাহারা এজতেহাদ করিয়া উহা আবিষ্কার করিতে পারেন, উহা অবগত হইতেন।"

তফসিরে কবির, ৩/২৮০।

এমাম রাজি বলেন, উপরোক্ত আয়তে চারিটী বিষয় বুঝা যাইতেছে;- প্রথম নিশ্চয় কতকগুলি মস্‌লায় হুকুম কোরাণ হাদিস দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, বরং কেয়াস কর্তৃক অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয় নিশ্চয় কেয়াস (শরিয়তের) একটী দলীল। তৃতীয় নিশ্চয় কতকগুলি মস্‌লার ব্যবস্থায় সাধারণ লোকের প্রতি বিদ্বান্‌দিগের অনুসরণ (তকলীদ) করা ওয়াজেব। চতুর্থ নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) কেয়াস করিয়া ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফৎহোল বারি, ১৩/১৩২।

"হজরত (সাঃ) কেয়াস করিয়াছেন এবং কেয়াসি মতের সমর্থন করিয়াছেন, এই সূত্রে কেয়াসও ধর্ম্মের পূর্ণকারী বিষয়গুলির অন্তর্গত হইল। এবনেত্তিন, দাউদি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, 'আমি তোমার উপর কোরাণ নাজিল করিয়াছি এই হেতু যে, তুমি লোকদিগের জন্য যাহা তাহাদের উপর নাজিল করা হইয়াছে বর্ণনা করিবে।"

মহিমান্বিত পাক খোদা অস্পষ্ট মর্ম্মের অনেক বিষয় নাজিল করিয়াছেন, তৎপরে তাঁহার নবি যাহা তাঁহার সময়ে আবশ্যক হইয়াছিল তাহার ব্যখ্যা করিয়াছেন। আর যাহা তাঁহার সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল না, তাহার ব্যাখ্যা বিদ্বানগণের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন, যথা,— খোদাতায়ালা বলিয়াছেন। যদি তাঁহারা উক্ত বিষয়টী রসূল ও তাঁহাদের মধ্যে হইতে আদেশদাতাগণের দিকে উপস্থিত করিতেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে যাহারা উক্ত বিষয়টী অনুমান করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন, উহা অবগত হইতেন।"

সহিহ্ বোখারি, ৪/১৬৫, সহিহ্ মোসলেম, ২/৭৬।

"হজরত বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যবস্থাপক ব্যবস্থা দান করিতে কেয়াস করিয়া প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করেন, তবে তাঁহার জন্য দুইটী নেকি হইবে, আর যদি ব্যবস্থা প্রদান করিতে কেয়াস করিয়া ভ্রম করেন, তবে তাহার একটী নেকি হইবে।"

পাঠক উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, খোদা ও রসুল কেয়াস করিতে ও কেয়াসি ব্যবস্থা মান্য করিতে হুকুম করিয়াছেন, আর এমাম শা'বি উক্ত কেয়াস ও কেয়াসি ব্যবস্থাকে পায়খানায় নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন; কাজেই কোরাণ হাদিসের বিরুদ্ধে তাঁহার এই মতটী পায়খানায় নিক্ষেপ করার যোগ্য।

২। মোহাদ্দেছগণ হাদিসকে সহিহ্ হাসান, জইফ, মোরছাল, মোত্তাছেল, মোনকাতা, মোয়াল্লাক, মোয়াললাল, শাজ্জ, গরিব, আজিজ, মশহুর, মোদাললাছ, মোনকার, মোদরাজ, মরফু, মওকুফ, মকতু, মোয়ানয়ান এইরূপ বহু ভাগে বিভক্ত ও বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয়ে কোরাণ, হাদিসে নাই, ইহা মোহাদ্দেছগণের রায় ও কেয়াস। এমাম শা'বির মতানুযায়ী ইহাকে পায়খানায় নিক্ষেপ করিতে হইবে কি?

পৃথিবীর যাবতীয় হাদিসের কেতাবের মধ্যে কেবল ছয়খানা হাদিসের কেতাব সহিহ্ উক্ত সেহহ্ সেত্তার হাদিস থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না। এমাম বোখারির হাদিস থাকিতে এমাম মোসলেমের হাদিস, এমাম বোখারি ও মোসলেমের হাদিস থাকিতে অবশিষ্ট চারিখানা কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না। এমাম বোখারি দুনইয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মোহাদ্দেস বা বিদ্বান্ ছিলেন, এই সমস্ত মত কোরাণ হাদিসে নাই। তৎসমস্ত রায় ও কেয়াসি কথা, কাজেই এমাম শা'বির মতানুযায়ী উক্ত মতগুলি পায়খানায় নিক্ষেপ করিবেন কিনা?

এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে হাদিসটীকে সহিহ্ বা জইফ বলিয়াছেন, যে রাবিকে যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়াছেন, তাহাই যে সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ কোরাণ হাদিসে নাই। ইহা রায় ও কেয়াসি কথা, এই কেয়াসি মতগুলিকে পায়খানায় নিক্ষেপ করিবেন কিনা?

৩। ফৎহোল বারি, ১৩/২২৪/২২৫।

"এমাম শা'বি বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) ওমার (রাঃ) কাজি শোরাএহের নিকট লিখিয়াছেন যে, প্রথমে কোন মস্‌লা কোরাণ শরিফে পাইলে, অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না, আর উহাতে না পাইলে, হাদিসের অনুসরণ কর। আর উহাতে না পাইলে, নিজমতে কেয়াস কর। আরও এমাম শা'বি উক্ত হজরত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাদিসের পরে মুসলমানগণের এজমা মান্য কর, অভাবে কেয়াস করিতে পার।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, এমাম শা'বি বাতীল কেয়াসের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কখনও তিনি সহিহ কেয়াসের নিন্দাবাদ করেন নাই, বরং উহার সমর্থন করিয়াছেন।

ছেয়ানত, ২৬ পৃষ্ঠা।

ইঁহারা কেহ কেহ মোয়াত্তা হাদিসের গ্রন্থকার জনাব এমাম মালেক হইতে যে হাদিসগুলি রেওয়াএত করিয়াছেন সেই হাদিস কয়েকটীতে তাঁহারা তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যানুশিষ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অমন শত সহস্র

হাদিস অন্যের নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা শিষ্য বা শিষ্যের শিষ্য হইলে কি হইবে তাঁহা অপেক্ষা শতগুণ হাদিস বিদ্যার জ্ঞানী ছিলেন। ইঁহাদের একজন, এমাম সুফিয়ান ছউরি। ইনি এমাম মালেকেরও গুরু ছিলেন।

ধোকাভঞ্জন

লেখকজীর মতে এমাম সুফইয়ান, এমাম মালেক অপেক্ষা হাদিস বিদ্যায় শতগুণে অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন, আরও ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে যে, সুফইয়ান ছওরি কুফার বিদ্বান ছিলেন, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, মদিনা শরিফ অপেক্ষা কুফা শহরে শত গুণ অধিক হাদিস বিদ্যা ছিল। কখনও শত্রুর মুখ হইতে সত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আরও শুনুন, জরকানি, মোয়াত্তা'র টীকার ১ম খণ্ডে (৩পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, এমাম মালেক স্বহস্তে লক্ষ হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে এমাম ছুফইয়ান একশত লক্ষ বা এক কোটি হাদিস জানিতেন।

আরও একমাল গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম মালেক ও এমাম বোখারি হাদিসে সমান ছিলেন।

এমাম বোখারি নাকি ৬ লক্ষ হাদিস জানিতেন, এই হিসাবে এমাম ছুফইয়ান ৬ কোটি হাদিস জানিতেন এবং এমাম বোখারি অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠতর হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন।

লেখক তৎপরে ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক এবং আবুবকর এবনে আবি শায়বার নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত এমাম কুফার অধিবাসী ছিলেন, তৎপর মক্কার বাসেন্দা হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মরব নিবাসী হইলেও এমাম আজমের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি কুফার অধিবাসী ছিলেন। লেখকের মতে এই তিন এমাম, এমাম মালেক অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর হাদিস তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, ইহাতেই প্রমানিত হয় যে, মদিনা এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান এমাম আজমের শিষ্য ছিলেন, আহমদ, ইসহাক,

শরিফ অপেক্ষা কুফা শহরে সমধিক হাদিস বিদ্যা ছিল।

ছেয়ানত, ২৭ পৃষ্ঠা;—

"এমাম মালেক সাহেব এমাম আবু হানিফা সাহেবের হাদিসের ওস্তাদ (গুরু) ছিলেন।"

ধোকাভঞ্জন

লেখক এস্থলে অনুবাদে জাল করিয়াছেন, প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, হানাফিগণ বলিয়াছেন, (এমাম) মালেক হইতে যে ব্যক্তিরা রেওয়াএত করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে (এমাম) আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতম।"

আমি উহা স্বীকার করিলাম, এমাম শাফিয়িও তাঁহার শিষ্য ছিলেন, এমাম আহমদ এমাম শাফিয়ির শিষ্য ছিলেন, কাজেই এমাম আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতম শিষ্য হইলে, তিনি এমাম আহমদ ও এমাম শাফিয়ি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাদিসতত্ত্ববিদ ছিলেন। আবার এমাম মালেক, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না ও ছুফইয়ান ছওরি এমাম আজমের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। খয়রাতোল-হেছান, ৬৭ পৃষ্ঠা ও মানাকেবে কোর্দরি ২/২১৯/২২০ পৃষ্ঠা।

এমাম আজম সমস্ত কুফাবাসীর হাদিস অবগত হইয়াছিলেন, লেখক ছেয়ানতের ৭৪ পৃষ্ঠায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এসূত্রে তিনি এমাম ছুফইয়ান, আবুবকর বেনে আবি শায়বা প্রভৃতি কুফাবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাদিস তত্ত্ববিদ ছিলেন।

এমাম আজমের প্রধান শিষ্য আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক ছিলেন, ছুফ্ইয়ান ছওরি, ফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না, ইস্হাক বেনে রাহওয়ায়হে, এহ্ইয়া বেনে মইন ও আবুবকর বেনে আবি শায়বা তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তহঃ, ৫/৩৮০/৩৮৪।

এজিদ বেনে হারুন, এমাম আজমের শিষ্য ছিলেন। আলি বেনে মদিনি ও এহইয়া বেনে মইন তাঁহার শিষ্য ছিলেন। — তহঃ ৭/৩৭৪, ১১/২৮০।

আলি মদিনি ও আবুবকর বেনে আবি শায়বা তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

আবদুর রহমান বেনে মেহদি ও শো'বা, এমাম আজমের শিষ্য ছিলেন। — মানাকেবে, কোদরি, ২/২২৮/২২৯।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম শ্রেণীর মোহাদ্দেছগণ এমাম আজমের শিষ্য কিম্বা শিষ্যের শিষ্য ছিলেন। ইহাতে লেখকের দাবি একেবারে বাতীল হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ২৮ পৃষ্ঠা;—

এনছাফ ৩২৬ পৃঃ

"মজহাব সমূহের প্রত্যেকটির বিপরীত বহু হাদিস ও আছার সমূহ দেখিয়া গত কোন এক ব্যক্তির (এমামের) মজহাবে বন্দী হইবার, তাঁহার তকলিদ করিবার রায় তাঁহাদের হয় নাই। তাঁহারা বর্ত্তমান হানাফী ভ্রাতৃগণের ভাষায় লামজহাবী বা ওহাবী কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গাএর মোকাল্লেদ মোহাম্মদী আহলে হাদিস ছিলেন। ইহারা কোরাণ হাদিসের নিগুঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারে এমামগণ অপেক্ষা কম ছিলেন না।"

ধোকাভঞ্জন

শাহ সাহেব ইহা আবদুর রহমান বেনে মেহদী, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, এজিদ বেনে হারুন, আবদুর রাজ্জাক, আবুবকর বেনে আবি শায়বা, ফজল বেনে দোকাএন, আলি মদিনি, আহমদ ও ইসহাককে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আহমদ ও ইস্হাক শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। — এনছাফ, ৩।৩৬।৪২।

তাঁহারা একপ্রকার মোজতাহেদ ছিলেন, কাজেই তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অন্যের অনুসরণ করিবেন কেন? তাঁহারা কেয়াসের অনুসরণ করিয়া হাদিস বিচার করিয়াছেন কেয়াসি মতে তাবেয়িগণের তকলিদ করিয়াছেন, ফরুয়াত মসলা সমূহে একে অন্যের খেলাফ করিয়াও কেহ কাহারও নিন্দাবাদ করেন নাই। এজন্য তাঁহারা ওহাবি বা বেদআতি নহেন। আর যাহারা ফরুয়াত মসলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করাকে জাহান্নামের কার্য্য, সহিহ্ কেয়াস করা

মন্দ ও সাধারণ লোকের এমামগণের তকলীদ করা শেরক ইত্যাদি বলিয়া দাবি করেন, তাহারই ওহাবি, বেদয়াতি ও লামজহাবী। তাঁহারা মজহাব বিদ্বেষিদের ন্যায় দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা মোবাহ ও রাত্রিতে কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া রাখা সুন্নত বলিয়াছেন কোথায়?

এমাম আহমদ বলিতেন, ৫০ জন লোক উপস্থিত না হইলে জোমা জায়েজ হইবে না। এমাম ইসহাক বেনে রাহ্ওয়ায়হে বলিতেন, ১৩ জন লোক উপস্থিত না হইলে জোমা জায়েজ হইবে না। কাশ্ ফাল্ গাম্মা, ১২২। মিজানে-শায়ারানি, ১৭৮।

এমাম আহমদ বলেন, মোক্তাদির পক্ষে কোন নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠ জায়েজ নহে। মিজানে-শায়ারাণি, ১৩২।

এমাম আহমদ দ্বিতীয় রাকয়াত হইতে উঠিবার সময় রফাইয়া দাএন করা স্বীকার করেন নাই। নয়লোল-মায়ারে, ৩২ পৃষ্ঠা।

শাহ্ সাহেব উক্ত মোহাদ্দেছগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাঁহারা কোরাণ, হাদিসের পরে সাহাবা ও তাবেয়িগণের মত ধারণ করিতেন, তৎপরে নজির ধরিয়া মসলা প্রকাশ করিতেন, এইভাবে তাঁহারা ফেকহ্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মজহাব বিদ্বেষিগণ সাহাবা ও তাবেয়িগণের তকলীদ করেন না, কেয়াস মান্য করেন না, কাজেই তাঁহারা কিরূপে তাঁহাদের ন্যায় আহলে হাদিস হইবেন?

২। তাঁহারা প্রত্যেক মজহাবের যে হাদিছ ও আছার সমূহ বিপরীত মত থাকা দাবি করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের খেলাফ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে উহা হাদিসের খেলাফ ছিল, তাহাকে বলিতে পারে? এমাম আহমদ বলিতেন যে, বেনামাজি কাফের হইবে। কিন্তু এমাম শাফিয়ী ইহার বিপরীত মত ধারণ করিতেন। তৎপরে এমাম আহমদ এমাম শাফেয়ির তর্কে পরাস্ত হইয়া বেনামাজিকে কাফের বলা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমাম আহমদ যতক্ষণ এমাম শাফিয়ির সঙ্গ লাভ না করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার

নিন্দা বাদ করিতেন, তাঁহার প্রতি হাদিসের খেলাফ করার দাবি করিতেন, তৎপরে এমাম শাফিয়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকৃত হাদিসের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর তাঁহার নিন্দা করেন নাই, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ এমাম লাএছ এমাম মালেকের উপর হাদিসের খেলাফ করার দাবি করিয়াছিলেন, তৎপরে এমাম মালেক তাঁহাকে হাদিসের মর্ম্ম ও দোষ গুণ বুঝাইয়া দিলে, আর তাঁহার নিন্দাবাদ করেন নাই। এইরূপ হাম্মাদবেনে ছাল্‌মা মোকাতেল, জাফর ছাদেক ছুফইয়ান ছওরি ও আওজায়ি এমাম আজমের উপর হাদিসের খেলাফ করার অপবাদ করিয়াছিলেন, তৎপরে এমাম আজম তাঁহাদিগকে হাসিসের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, তাঁহার নিন্দাবাদ হইতে বিরত হয়েন। এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, এজিদ বেনে হারুন, আবদুর রজ্জাক, লাএছ, এহইয়া কাত্তান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করেন নাই। এমাম শাফিয়ি এমাম মোহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এহেতু তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। এমাম আহমদ ও এহইয়া বেনে মইন, এমাম আবু ইউছফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য উক্ত এমামদ্বয় তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। এমাম বোখারী মোসলেম, আবু দাউদ এমাম আহমেদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নিন্দাবাদ করেন নাই।

তাবাকাতে-কোবরা, ১।১৮৯ পৃষ্ঠা;—

"এমাম মইন (এমাম) শাফিয়ির উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন, এজন্য এমাম আহমদ বলিয়াছিলেন, এহ্ইয়া বেনে মইন (এমাম) শাফিয়িকে কোথা হইতে জানিবেন? তিনি ত(এমাম) শাফিয়িকে জানেন না এবং (এমাম) শাফিয়ি যে মতাবলম্বন করিয়াছেন তাহাও জানেন না। যিনি কোন বিষয় জানিতে না পারেন, তিনি তাহার শত্রুতাভাব পোষণ করেন।"

এনছাফ, ৫৬ পৃষ্ঠা;—

"মোহাদ্দেসগণ মূল হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করেন না, মর্ম্ম সমূহ

বুঝেন না, উহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ফেকহ্ বাহির করিতে পারেন না, ফকিহ্গণের প্রতি দোষারোপ করেন এবং তাহাদের উপর হাদিসের খেলাফ করার দাবী করেন, অথচ তাহারা ইহা অবগত নহেন যে, উক্ত ফকিহ্গণ যে এলম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহারা তাহা হইতে বঞ্চিত।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যদি মোহাদ্দেসগণ এমাম মোজতাহেদগণের সঙ্গলাভ করিয়া তাহাদের নিকট কোরাণ, হাদিসের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতেন, তবে আর এমামগণের উপর হাদিসের খেলাফ করার দাবি করিতেন না।

৩। এমাম বোখারী,এমাম মোসলেমের মানিত বহু হাদিস রদ করিয়াছেন এমাম মোসলেম, এমাম বোখারির মানিত বহু হাদিস রদ করিয়াছেন। তাঁহারা এমাম আহমদ, ইসহাক প্রভৃতি মোহাদ্দেসগণের হাদিস রদ করিয়াছেন। এক্ষণে সেহাহ্ লেখকগণ বহু হাদিসের খেলাফ করিলেন কিনা?

৪। উপরোক্ত আবদুর রহমান বেনে মেহদী, এইহিয়া বেনে ছইদ কাত্তান, আহমদ বেনে হাম্বল ও আলি বেনে মদিনি সহিহ্ বোখারীর, বহু হাদিস বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন। মোকাদ্দমায় ফৎহোল বারি, ৫৪৬।৫৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহা আপনারা মানিবেন কি?

যদি না মানেন, তবে এমামগণের মজহাব সম্বন্ধে তাঁহাদের দাবি কেন গ্রহণীয় হইবে?

যদি মজহাব বিদ্বেষীরা তাঁহাদের অনুসরণকারী হন, তবে তাঁহাদের মতনুযায়ী সহিহ্ বোখারী ও মোসলেমের বহু হাদিস বাতীল বলিয়া ত্যাগ করেন না কেন?

ছেয়ানত, ৫১ পৃষ্ঠা,—

কোরাণ হাদিস যে শরিয়তের দলীল, ইহাতে সুন্নত জমায়েতের কাহারও দিরুক্তি নাই, অর্থাৎ সর্ব্ববাদী সম্মত।

ধোকাভঞ্জ

কোরাণ ও প্রকৃত সহিহ্ হাদিস যে শরিয়তের দলীল, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত, ইহা সত্য, কিন্তু সাহাবাগণ হজরতের মুখে যে হাদিসটি শুনিতেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিত না, এইরূপ তাবেয়িগণ সাহাবাগণের মুখে যাহা শুনিতেন, তাহাতেও তাঁহাদের সন্দেহ থাকিত না, তৎপরে ২ কিম্বা ৩ শত বৎসরের পরে ৫।৭ জন রাবি পরম্পরায় যে হাদিছগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্ত প্রকৃত হজরেত হাদিছ কিনা, ইহাতে বিশেষ সন্দেহ হইয়াছে। সেই জন্য সেহাহ লেখক বিদ্বানগণের কিম্বা অন্যান্য মোহাদ্দেছগণের মধ্যে একে যে হাদিছটি সহিহ্ সাব্যস্ত করিয়াছেন, অপরে তাহা বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন। একে যে বিষয়টি সর্ত্তস্থির করিয়াছেন, অপরে তাহা অনর্থক ধারণা করিয়াছেন, কাজেই সেহাহ্ সেত্তা বা অন্যান্য হাদিছের কেতাবের হাদিছগুলি অনুমানে সহিহ্ স্থির হইয়াছে, অকাট্য সহিহ্ নহে। যেরূপ তাঁহাদের মধ্যে একজনার সহিহ্ মানিত হাদিসগুলি অন্যের কেয়াসি শর্ত্তের বিপরীত হইলে, তাহার পক্ষে উহা গ্রহণী হয় না, যেহেতু একজন মোজতাহেদ অন্যের মতের অনুসরণ করিতে পারেন না, সেইরূপ চারি এমামের সর্ত্তের বিপরীত হইলে, সেহাহ সেত্তার বা অন্যান্য কেতাবের হাদিস গ্রহণীয় হইতে পারে না, বরং তাঁহারা স্বাধীন মোজতাহেদ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে উক্ত মোহাদ্দেসগণের মত ধারণ করা জায়েজ হইতে পারে না। যদি মৌঃ বাবর আলির শক্তি থাকে, তবে কোরাণ হাদিছদ্বারা আমার উপরোক্ত দাবির খণ্ডন করুন, নচেৎ তাঁহাদের বাতীল দাবি কেহই শুনিতে বাধ্য নহে।

ছেয়ানত, ৫১ পৃষ্ঠা;—

"এজমা ও কেয়াস সম্বন্ধে আলেমগণ অনেক মতভেদ করিয়াছেন। রসুল করিম (দঃ) ও তাঁহার সাহাবা কেহই বলেন নাই যে, এজমা ও কেয়াস শরিয়তের দলীল।"

ধোকাভঞ্জ

এবনে খলদুন, ১।৩৭৮।

শরিয়তের দলীল কোরাণ, তৎপরে হাদিছ, তৎপরে এজমা, ইহা কোরাণ ও হাদিছের তুল্য, কেননা সাহাবাগণ একবাক্যে এজমার বিরুদ্ধাচরণ কারিদের নিন্দাবাদ করিতেন, তৎপরে সাহাবাগণের ও প্রাচীন বিদ্বানগণের কোরাণ, হাদিছ হইতে দলীল গ্রহণ করার নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে, জানা যায় যে, তাহারা কোরাণ ও হাদিসের নজির ধরিয়া কেয়াস করিতেন, তাহারা এজমা মতে তর্কস্থলে একটি নজিরকে অন্য নজিরের উপর পেশ করিতেন এবং ইহাতে একদল অন্যদলের মত মানিয়া লইতেন, কেননা হজরত নবি (সাঃ) এর পরে অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল যাহা কোরাণ হাদিছে পাওয়া যাইত না, তৎপরে তাহারা কোরাণ ও হাদিসের প্রমাণিত উল্লিখিত বিষয়ের উপর কেয়াস করিতেন উক্ত কেয়াসের এরূপ কতকগুলি সর্ত্ত আছে যে সমস্ত উভয় নজিরের মধ্যে সাম্যভাব থাকার সত্যতা সপ্রমাণ করে, এমন কি (এস্থলে) এরূপ প্রবল ধারণা জন্মিয়া যায় যে, উপরোক্ত উভয় বিষয়ে খোদায়ালার একই প্রকার হুকুম। সাহাবাগণের এজমা মতে কেয়াস শরিয়তের দলীল, ইহা চতুর্থ দলীল। অধিকাংশ বিদ্বান একমতে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই চারিটি মূল দলীল, কেহ কেহ এজমা ও কেয়াসে মতভেদ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য।"

এবনে আবদুল বার জামেয়োল' এল্‌ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শহর সমূহের ফকিহ্ আলেমগণ ও সমস্ত সুন্নত জামায়াতের মধ্যে খোদাতায়ালার অহদানিয়ত সম্বন্ধে কেয়াস নাজায়েস হওয়া ও আহকাম সম্বন্ধে কেয়াস জায়েজ হওয়া লইয়া কোন মতভেদ নাই।"

সহিহ্ বোখারি, ৪।১৬৫ পৃষ্ঠা;—

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, এইরূপ আমি তোমাদিগকে সত্যপরায়ণ উম্মত করিয়াছি।"

আরও (জনাব হজরত) নবি (সঃ) জামায়াতের অর্থাৎ

মোজতাহেদগণের পয়রবি করা ওয়াজেব বলিয়া হুকুম করিয়াছেন,"

ফৎহোল বারি, ১৩।২৪৫ পৃষ্ঠা;—

"উহার মর্ম্ম সুন্নত জামায়াতের মোজতাহেদ সম্প্রদায়, কেননা নিরক্ষর ও বেদআতি সম্প্রদায় সত্যপরায়ণ নহে, সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্বানগণ প্রকৃত বিদ্বান নহেন। কতকগুলি হাদিসের জামায়াতের অনুসরণ করা ওয়াজেব বলিয়া হুকুম হইয়াছে। তেরমজি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, ১। "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জামায়াত ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি আপন গলদেশ হইতে ইসলামের রজ্জু খুলিয়া ফেলিল।" ২। "তোমরা জমায়াতের অনুসরণ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য জান এবং তোমরা জমায়াত ত্যাগ করিও না, কেননা শয়তান একার সঙ্গে থাকে," ৩। "যে ব্যক্তি বেহেশতের মনোরম স্থান চাহে, সে যেন জমায়াতের অনুসরণ করা ওয়াজেব জানে।"

এবেনে বাত্তাল বলিয়াছেন, এমাম বোখারি এই অধ্যায় জামায়াতের পয়রবি করিতে উৎসাহ দিয়াছেন।

জামায়াতের অর্থ প্রত্যেক সময়ের মান্য গণ্য বিদ্বান, সম্প্রদায়। কেরমানি বলিয়াছেন, জমায়েতের অনুসরণ ওয়াজেব হওয়ার হুকুমের মর্ম্ম এই যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান সাবালেগ মুসলমানের পক্ষে মোজতাহেদগণের একমতে গৃহীত বিষয়ে পয়রবি করা ওয়াজেব, ইহাই বোখারির আহলোল এলম বলার উদ্দেশ্য। বোখারি যে আয়তটি পেশ করিয়াছেন, তদ্বারা ওছুলতত্ত্ববিদ্গণ এজমার দলীল হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, কেননা কোরাণের আদেশ অনুসারে তাঁহারাই সত্যপরায়ণ, সম্প্রদায় ইহাতে প্রকাশ হয় যে, তাঁহারা এক মতে যে কোন কথা বলেন বা যে কোন কার্য্য করেন, তাহা নির্ভুল নির্দ্দোষ হইবে।"

তফসিরে বয়জবি, ২।১১৬ পৃষ্ঠা;—

"উপরোক্ত সুরা নেসার আয়তে এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, কেননা, খোদাতায়ালা এজমার বিরুদ্ধাচরণে কঠিন শাস্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

তফসিরে আহমদী, ৩১৬।৩১৭, পৃষ্ঠা;—

"সমস্ত মুসলমানের পথের অনুসরণ করা ওয়াজেব, ইহাকে এজমা বলা হয়, এজমা অকাট্য দলীল, ইহার এনকারকারী কোরাণ মোহাওয়াতের হাদিসের (এনকারকারীর) তুল্য কাফের হইবে।"

তফসিরে এবনে কছির, ৩।১৭৪ পৃষ্ঠা;—

উক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদী যে বিষয়ের উপর একমত হইবেন, তাহাতে তাঁহারা নির্দোষ নির্ভুল হইবেন, এ সম্বন্ধে বহু হাদিস উদ্ধীর্ণ হইয়াছে, এই আয়ত হইতেই এমাম শাফিয়ি এজমার দলীল হওয়া এবং উহার বিরুদ্ধাচরণ হারাম হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।"

তফসিরে কবির, ৩।৩২২ পৃষ্ঠা;—

"উপরোক্ত আয়তে এজমার দলীল হওয়া সপ্রমাণিত হয়, এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম।"

আরও উক্ত তফসির, ২৫৩ পৃষ্ঠা;—

"যে সমস্ত বিদ্বান কোরাণ, হাদিস হইতে মসলা আবিষ্কার করার শক্তি রাখেন, তাঁহাদের কথাতে এজমা হইবে,"

২। ফৎহোল-বারি, ১৩।২৩২ পৃষ্ঠা;—

এমাম মোজান্না বলিয়াছেন যে উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, কেয়াস করা জায়েজ আছে এবং উহা শরিয়তের দলীল হইবে।

প্রথমে এবরাহিম নাজ্জাম, একজন মো'তাজেলা বিদ্বান্ ও দাউদ জাহেরি কেয়াস অমান্য করিয়াছিলেন, মোজতাহেদ সম্প্রদায় যে বিষয়ের উপর -একমত হইয়াছেন, তাহাই দলীল হইবে, নিশ্চয় সাহাবাগণ, তৎপরে তাবিয়িগণ ও শহর সমূহের ফকিহগণ কেয়াস করিয়াছেন।"

আরও উক্ত গ্রন্থ, ১৩।১৯২ পৃষ্ঠা;—

"উপস্থিত ঘটনাবলীর সম্বন্ধে কেয়াস প্রয়োগ করা কোরাণ হুকুম হইতে গৃহীত হইয়াছে, আর যদি কোরাণ শরিফে—

و ما اتاكم الرسول فخذوه

"এবং রসুল যাহা তোমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তাহা তোমরা গ্রহণ কর।" এই সাধারণ মর্ম্মের আয়ত ব্যতীত কেয়াস সংক্রান্ত অন্য আয়ত নাও থাকিত, (তবু বলা যইতে পারে যে,) হজরত কেয়াস করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং কেয়াসি মত সমর্থন করিয়াছেন, এই সূত্রে কেয়াসও ধর্ম্মের পূর্ণকারী বিষয়গুলির অন্তর্গত হইল।"

তফসির কবিয়, ৩।৭৫।২৮০, ৬।১৩৭।১৩৮, বয়জবি, ১।২২৫।৩৮৮,২।৩৬, আবু ছউদ, ৩।৩১৯, ৬।১৮০, ৮/১০৮, খাজেন, ১।৪০৭, ৩।২৮৪, মাদারেক, ১।৪২৭ ১৫০।৪৭০।৪৭১ ও আহমদী ৪৪৬।৬৯৩ পৃষ্ঠায় কতকগুলি আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, উপরোক্ত আয়তগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস শরিয়তের প্রমাণ্য দলীল।

হজরত আবুবকর, ওমার, এবনে মছউদ এবনে আব্বাস প্রভৃতি সাহাবাগণ এজমা ও কেয়াসের অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। এনছাফ, ৩৮।৩৯ ও সহিহ্ নাসায়ি, ২।৩০৫।

তফসিরে আজিজি, ১২৯ পৃষ্ঠায় একদোল-জিদের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, শরিয়তের চারিটি দলীল।

পাঠক, এক্ষণে দেখুন, কোরাণ শরিফ কেয়াস করিতে ও মান্য করিতে হুকুম করিয়াছেন, এবং এজমা মান্য করা ফরজ করিয়াছেন। হজরত রসুলে খোদা (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ এজমা ও কেয়াসকে দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সাহাবাগণ এজমা ও কেয়াসের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্ধ লেখক জানিয়া শুনিয়া বা অজ্ঞতা বশতঃ বাতীল মত প্রচার করতঃ লোকের ইমান নষ্ট করিতেছেন।

এমাম নাবাবি তহজিবোল আস মা-গন্থে লিখিয়াছেন—

"এমামল হারামাএন বলিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বান্‌গণের মত এই যে, কেয়াস অমান্যকারীগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়তের বাহক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না।"

একদোল জিদ ৮৭ পৃষ্ঠা-

"খারেজী দলকে কাজি করা জায়েজ নহে, যেহেতু তাহারা এজমা অমান্য করে, শিয়া দলকে কাজি করাও জায়েজ নহে, যেহেতু তাহারা কেয়াস অমান্য করে।"

এবনে যওজি 'তলবিছে ইবলিছ ' গ্রন্থের ২৬।২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'একদল (ভ্রান্ত) মরজিয়া কেয়াসকে শরিয়তের দলীল বলিয়া গ্রাহ্য করে না।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, খারেজী, শিয়া মোতাজেলা ও মরজিয়া এই ভ্রান্ত দলেরা এজমা ও কেয়াস অমান্য করিয়া থাকে, মজহাব বিদ্বেষীগণ উক্ত মতাবলম্বন করতঃ সুন্নত জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া গেলেন।

ছেয়ানত, ৫১।৫২ পৃষ্ঠা;—

"যে এজমায়ি মসলার দলীল কোনও প্রকার আয়ত বা হাদিসে পাওয়া যায়, যে কেয়াস কোরাণ হাদিসের অনুযায়ী আমরা তাহা মান্য করি, অন্যথায় নহে, তবে এরূপ কেয়াস আমাদের ভাষায় কোরাণ হাদিস বলিয়া অভিহিত।"

ধোকাভঞ্জন

পাঠক, কোরাণ ও হাদিসে আছে, যে কোন সময়ের মোজতাহেদগণ একমতে কোন কথা বলেন বা কার্য্য করেন, তাহা নির্দ্দেশ ও নির্ভুল এবং কোরাণ, মোতায়াতের হাদিসের তুল্য অকাট্য দলীল হইবে। নুরোল

আনওয়ারের ২২২ পৃষ্ঠা তওজি কেতাবের ৩০১ পৃষ্ঠায় এবং মোসাল্লামের টীকার ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে কেয়াস ব্যবস্থার প্রতি এজমা হইয়া থাকে।

মজহাব বিদ্বেষিদলের নেতা মৌলবি আব্বাস আলি সাহেব কোরাণ শরিফের বঙ্গানুবাদ টীকার ১৬১ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন:

"হজরত বলিয়াছেন যে, মোসলমানদিগের দলের উপর আল্লাহ্ হাত রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্য পথ গ্রহণ করিবে, সে দোজখে পড়িবে, অতএব, যে কথার উপর উম্মতের একদা (এজমা হইয়াছে, তাহাতেই আল্লাহ্র সম্মতি আছে এবং বিরোধী হইলে দোজখি হইবে।"

মৌলবি সাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, কেয়াসি মতের উপর এজমা হইলেও উহা দলীল হইবে এবং এইরূপ এজমা অমান্য করিলেও জাহান্নামী হইতে হইবে।

লেখক সাহেব দাবি করিতেছেন যে, যে এজমায়ি মসলার দলীল কোরাণ হাদিসে পাওয়া যায়, তাহাই মান্য করি, নচেৎ না ইনি এই মতে কোরাণ হাদিস অমান্য করিয়া খারেজি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গেলেন, ভ্রান্ত সম্প্রদায় এইরূপ করিয়া লোককে ভ্রান্ত করিয়া থাকে কোরাণ হাদিস বলে যে, প্রত্যেকএজমা অভ্রান্ত এবং মান্য করা ওয়াজেব, কিন্তু লেখক কতকগুলি এজমা ভ্রান্তিমূলক বলিতেছেন, কাজেই তাঁহার পক্ষে কোরাণ ও হাদিসের ঐ অংশটুকু কাটিয়া দিয়া নিজের মতানুযায়ী আয়ত ও হাদিস প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত, ধিক এইরূপ কুমতের উপর শতধিক।

লেখকক ছেয়ানত পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কেয়াসি মসলাকে পায়খানায় ফেলিয়া দাও, এখন আবার বলিতেছেন যে, একপ্রকার কেয়াস মান্য করি, এবং উহাকে কোরাণ হাদিস বলিয়া অভিহিত করি। যদি কেয়াস কোরাণ, হাদিস বলিয়া অভিহিত হয়, তবে উহাকে পায়খানায় নিক্ষেপ

করার ফৎওয়া দিয়া দোজখি হইতে হইবে কিনা?

ছেয়ানত, ৫২ পৃষ্ঠা;—

জনাবদের এমন অনেক মনোযায়ী ঘরগড়া এজমা ও কেয়াসি মসলা আছে যে তাহা কোরাণ হাদিসের বিপরীত, যাহারা এরূপ এজমা কেয়াস মানিবেন, তাহারা কোরাণ হাদিস অমান্য করায় গোমরাহ্ হইবেন।"

ধোকাভঞ্জন

এজমা ত মনগড়া হইতে পারে না, খারেজীদল এইরূপ প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে, অবশ্য কেয়াস মনগড়া হইয়া থাকে, চারি এমাম এরূপ মনগড়া কেয়াস হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মল ছিলেন, তবে মজহাব বিদ্বেষিগণ যে কেয়াসগুলি করিয়া থাকেন তৎসমুদয় মনগড়া, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে, সহিহ্ বোখারি মোসলেম, আবুদাউদ, তেরমজি নাসায়ি ও এবনো মাজা ওই কেতাবগুলি সহিহ্ এই কেতাবগুলির হাদিস থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইতে পারে না। সহিহ্ বোখারি সর্ব্বোত্তম সহিহ্ গ্রন্থ এবং অগ্রগণ্য, তৎপরে সহিহ্ মোসলেম অগ্রগণ্য হইবে। বিদ্বানগণ উপরোক্ত কেতাবগুলির উপর অনেক হাদিস জইফ স্থির করিয়াছেন, উক্ত এমামগণের মধ্যে প্রত্যেকে অন্যের বহু হাদিস অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যদি লেখকের শক্তি থাকে, তবে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির প্রমাণ কোরাণ ও সহিহ হাদিস হইতে পেশ করুন, আর যদি না পারেন, তবে তৎসমস্ত মনগড়া কেয়াস নহে কি?

সেহাহ লেখকগণ যে সমস্ত শর্ত্তের উপর নির্ভুল করতঃ সহিহ্ হাদিস নির্ব্বাচন করিয়াছেন, যদি তৎসমস্তের প্রমাণ কোরাণ হাদিসে থাকে, তবে লেখক তাহা পেশ করুন, নচেৎ তাঁহাদের এইরূপ মনগড়া কেয়াস লোকের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে কেন?

সেহাহ্ লেখকগণ যে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই গ্রহণীয় হইবে, আর চারি এমামের মত গ্রহণীয় হইবে না, সেহাহ্ লেখক মোহাদ্দেছগণ নিজ নিজ শর্ত্তানুসারে একেঅন্যের হাদিস অগ্রাহ্য করিয়া দোষী হইলেন না, আর চারি এমাম আপন আপন শর্ত্তানুসারে কতকগুলি হাদিস জইফ বুঝিয়া

বা গুপ্তদোষে দোষান্বিত অথবা মনসুখ ধারণা করিয়া ত্যাগ করিলে, হাদিসের খেলাফ করিলেন এইরূপ পক্ষপাতমূলক দাবী কি মনগড়া কেয়াস নহে?

ফৎহোল বারি, ১৩।২৪৭।

হজরতের হাদিস; যদি কোন ব্যবস্থাদাতা ব্যবস্থাপ্রদান করিতে কেয়াস করিয়া প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করেন, তবে দুইটী ফল পাইবেন, আর যদি ব্যবস্থা প্রদান করিতে কেয়াস করিয়া ভ্রম করেন, তবে একটি নেকী পাইবেন।"

(এমাম) খাত্তাবি বলিয়াছেন, মোজতাহেদ ব্যক্তি এজতাহেদ করিতে ভ্রম করিলেও ফলপ্রাপ্ত হইবেন, আর এজতেহাদের অনুপযুক্ত ব্যক্তি এজতেহাদ করিলে, গোনাহ্গার হওয়ার আশঙ্কা আছে,"

সহিহ্ মোসলেমের টিকা, নাবাবী, ১।৭৬।

বিচক্ষণ বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, ব্যবস্থার (এজতেহাদের) উপযুক্ত বিদ্বান ব্যবস্থা প্রদান করিলে, নেকী পাইবেন, আর অনুপযুক্ত ব্যক্তি ব্যবস্থা প্রদান করিলে, সমস্ত ব্যবস্থায় গোনাহ্গার হইবে।"

এমাম নবাবী 'তহজিবোল আসমা' কেতাবে লিখিয়াছেন, কেয়াস অমান্য কারিগণ এজতেহাদের পদলাভ করিতে পারেন না।

এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম মোজতাহেদগণের প্রত্যেক কেয়াসি মসলা ফলদায়ক ও শরিয়ত অনুমোদিত, আর মজহাব বিদ্বেষিগণ এজতেহাদ পদলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রত্যেক কেয়াস ঘরগড়া পাপজনক ও শরিয়তের বিপরীত। এমামগণের কেয়াস মান্য করিলে কোরাণ হাদিস মান্য করিয়া বেহেস্তবাসী হইবে, আর মজহাব বিদ্বেষিগণের কেয়াস মান্য করায় জাহান্নামের পথে ধাবিত হইতে হয়।

দুনইয়ার মোজতাহেদগণ তৃতীয় শতাব্দীতে চারি মজহাব মান্য করা ওয়াজেব বলিয়া একমতে স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, চারি মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মসলাগুলির একটিও ঘরগড়া বা কোরাণ হাদিসের বিপরীত নহে। সেই তৃতীয় শতাব্দী হইতে সহস্র সহস্র মান্যগণ বিদ্বান উক্ত

চারি মজহাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, উক্ত চারি মজহাব শরিয়তের বিপরীত বা ঘরগড়া হইলে কি তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতেন।

লেখকের ন্যায় একজন লোকের মতে তাঁহাদের কেয়াসি মসলা গুলি বাতীল বা ঘরগড়া হইতে পারে কি?

মোহাদ্দেস শ্রেষ্ঠ এমাম এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান এইহয়া বেনে মইন, অকি, এবনোল মোবারক লাএছ মালেক ও শাফিয়ি এমাম আজমের যে রায়ের প্রশংসা করিয়াছেন তাহা লেখকের ন্যায় একজন লোকের কথায় ঘরগড়া বা কোরাণ হাদিসের বিপরীত হইতে পারে কি?

ছেয়ানত, ৫২ পৃঃ—

কেয়াস অমান্যকারীকে গোমরাহ ও জাহান্নামী বলিলে ছাহাবাও তাবেয়িন এমাম এমন কি নবি বংশীয় এমামগণকে গোমরাহ ও জাহান্নামী বলা হয়। ফৎহোল বারিতে আছে, সাহাবার মধ্যে আবদুল্লা বেনে মসউদ এবং তাবেয়িনের মধ্যে কুফার ফকিহ আমের শোয়বি এবং বাসরার ফকিহ মোহাম্মদ বেনে ছিরিন (রঃ) কেয়াস অমান্যকারী ছিলেন, ইহা সাব্যস্ত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"

সরে মেনহাজ-বয়জবি,—আর এক কথা এই যে, এমাম বাকের ও এমাম ছাদেক ইত্যাদি নবি বংশীয় এমামগণ (রঃ) কেয়াস অমান্য করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।"

ধোকাভঞ্জন

কোরাণ, হাদিছ ও এজমা দ্বারা জ্বলন্তভাবে কেয়াসের শরিয়তের দলীল হওয়া প্রমণিত হইয়াছে, যিনি তাহা জানিয়া অমান্য করিবেন, তিনিই গোমরাহ ও জাহান্নামী হইবেন, এইজন্য শাহ অলিউল্লাহ সাহেব কেয়াস অমান্যকারীকে শিয়া লিখিয়াছেন এবং এবনে যওজি তাহাকে মরজিয়া লিখিয়াছেন, আর যিনি কেয়াসের দলীল অজ্ঞাত হওয়ায় উহা অস্বীকার করিয়া

থাকেন, তিনি ক্ষমার পাত্র হইতে পারেন।

দ্বিতীয়, উপরোক্ত কথায় বুঝা যাইতেছে যে, লক্ষ লক্ষ সাহাবার মধ্যে একজন সাহাবা এবং লক্ষ লক্ষ তাবেয়ির মধ্যে দুইজন তাবেয়ি উহা অস্বীকার করিয়াছেন, কাজেই এত অধিক সংখ্যক সাহাবা ও তাবেয়ির বিরুদ্ধে তাঁহাদের মত দলীল হইতে পারে না।

এমাম এবনে হাযার 'ফৎহোল-বারির ১৩।২৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যাহা বহু সংখ্যক মোজতাহেদ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাহি দলীল হইবে। নিশ্চয় সাহাবাগণ, তাবেয়িগন ও শহর সমূহের ফকিহগণ কেয়াস করিয়াছিলেন।

তৃতীয়, ফৎহোল-বারি ১৩।২২৪।২৩২।

"এবনে বাত্তাল বলিয়াছেন, কেয়াস দুইপ্রকার , একপ্রকার কোরাণ, হাদিস ও এজমামর দৃষ্টান্তে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রাচীন বিদ্বানগণ এইরূপ কেয়াস করিয়াছেন, সুরা নেসাতে এইরূপ কেয়াসকারীর সুখ্যাতি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই প্রশংসনীয় (বা সহিহ্ কেয়াস)।

আর একপ্রকার উক্ত তিন দলীলের দৃষ্টান্তে আবিষ্কৃত হয় নাই, উহা মনোক্তি মত, কোরাণ, হাদিসে এইরূপ কেয়াসের দোষ উল্লিখিত হইয়াছে।

কেরমানি বলিয়াছেন, যে কেয়াসে উহার সমস্ত শর্ত্ত পাওয়া যায়, উহাকে সহিহ্ কেয়াস বলে ইহা নিন্দনীয় নহে, বরং খোদা ও রসূল এইরূপ কেয়াস করিতে হুকুম করিয়াছেন। আর যাহাতে কেয়াসের শর্ত্ত সমূহ না পাওয়া যায়, উহা ফাসেদ কেয়াস।"

পাঠক, উপরোক্ত সাহাবা হজরত এবনে মসউদ (রাঃ) তাবেয়িদ্বয় বা নবি বংশধরগণ বাতীল কেয়াসের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহারা সহিহ কেয়াসের নিন্দাবাদ করেন নাই, ইহার প্রমাণ এই যে, তাঁহারা প্রত্যেকে কেয়াস করিয়াছেন, কিম্বা কেয়াস সমর্থন করিয়াছেন।

মেশকাত, ২৭৭ পৃষ্ঠা—

"এক ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ্ করে, কিন্তু তাহার দাএন মোহর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল না তাহার সহিত সঙ্গম করিয়াছিল না, এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, সেই স্ত্রীলোকটি মোহরে মেছেল পাইবে, তাহার পক্ষে এদ্দত পালন কারা ওয়াজেব হইবে এবং (স্বামীর) পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাইবে। তখন মা'কেল বেনে ছেনান আশ্‌যায়ি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যে, হজরত রসুল্লোল্লাহ (সাঃ) ওয়াশেকের কন্যা বেরওয়ার সম্বন্ধে আপনার জন্য ন্যায় ব্যবস্থা প্রাদন করিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। এই হাদিসটি তেরমেজি, আবু দাউদ ও নাসায়ি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

হজরত এবনে মছউদ এই ব্যবস্থাটি কেয়াস কর্ত্তৃক প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই জন্য লাময়াতে আছে যে, তাঁহার কেয়াস হজরতের হাদিস অনুযায়ী হইয়াছিল বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কেয়াস করার প্রমাণ।

সহিহ্ নাসায়ি, ২।৩০৫, ফৎহোল বারি, ১৩।২২৫।

"স্বয়ং হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) কেয়াস করিতে অনুমোতি দিয়াছেন, ইহা তাহার কেয়াস সমর্থনের প্রমাণ।

ফৎহোল বারি-১৩।২২৪।

এমাম শাবি হজরত ওমার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে কোরাণ হাদিস ও এজমাতে কোন মসলা না পাইলে, কেয়াস অনুযায়ী হুকুম করিবে।"

সহিহ্ বোখারি (মিস্রি ছাপা), ৩।১৯১।

এমাম শা'য়াবি বলিয়াছেন, যদি আমার গৃহ বাসিগণ বেঙ ভক্ষণ করিতেন তবে আমি তাহাদিগকে উহা ভক্ষণ করাইতাম। এই বেঙ হালাল হওয়ার ফৎওয়া এমাম সাবির কেয়াস।

মজহাব বিদ্বেষিদের ফেকহে মোহাম্মদী ৫ম, খণ্ড, ১২১।১২৩ পৃঃ-

''কোরাণ শরিফের আয়ত অনুযায়ী বেঙ ভক্ষণ হারাম হইয়াছে।

সহিহ মোসলেম, ১১ পৃষ্ঠা—

''এবনে ছিরিন বলিয়াছেন, লোকে ইসনাদ (রাবিদিগের নাম) জিজ্ঞাসা করিতেন না, তৎপরে যে সময় ফাসাদ (হাদিস জাল করা) উপস্থিত হয়, সেই সময় তাঁহারা বলিলেন, আমাদের নিকট তোমাদের (হাদিসের) রাবিদের নাম প্রকাশ কর, তৎপরে সুন্নত জমায়াতের দিকে লক্ষ করিয়া তাঁহাদের হাদিস গ্রহণ করা হইবে, বেদয়াতিদের অবস্থা তদন্ত করিয়া তাঁহাদের হাদিস ত্যাগ করা হইবে।'

এবনে ছিরিন বেদআতিদিগের হাদিস বাতীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কেয়াস। সেহাহ্‌ছেত্তা লেখকগণ তাঁহার এই কেয়াসের বিপরীতে বহু বেদআতি লোকের হাদিস আপন আপন কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

মিজানে শা'রানি, ৫৮ পৃষ্ঠা—

''(নবি বংশধর হজরত) এমাম জা'ফর ছাদেক কেয়াস সম্বন্ধে এমাম আবু হানিফার সহিত তর্ক করিয়া তাঁহার কেয়াস সমর্থন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্বানকুলের শিরোভূষণ বলিয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, সাহাবা, তাবিয়িগণ অথবা নবি বংশধরগণ এমামগণের সহিত কেয়াস অমান্য করেন নাই, পক্ষান্তরে মজহাব বিদ্বেষিগণ উক্ত কেয়াস অমান্য করিয়া থাকেন, কাজেই সাহাবা তাবেয়িগণ বা নবি বংশধরগণ গোমরাহ ও জাহান্নামী নহেন, বরং এইরূপ কেয়াস অমান্যকারিগণ গোমরাহ ও জাহান্নামী হইবেন।

সমাপ্ত